بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে

পবিত্র শবে মি'রাজ

ও

শবে বরাত

(বিরুদ্ধবাদীদের খণ্ডন)

গ্রন্থনা ও সংকলনেঃ

মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী

পবিত্র শবে মি'রাজ ও শবে বরাত

গ্রন্থনা ও সংকলনঃ
মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী
খাদেম, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

সম্পাদনা পরিষদ

সুলতানুল মুনাজেরীন, আল্লামা মুফতী আবু নাছের জেহাদী ছাহেব।
মুফতী মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক উছমানী ছাহেব, নেত্রকোনা।
মুফতী মাওলানা আবুল কাশেম জেহাদী ছাহেব, ঢাকা।
মুফতী মাওলানা মাসুদুর রহমান হামিদী, ঠাকুরগাঁও।
মুফতী মাওলানা জহিরুল ইসলাম ফরিদী, ফরিদপুর।
মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর, প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন।

প্রথম প্রকাশঃ ২০ জুন- ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ, চৈত্র- ১৪২৬ বাংলা।

পৃষ্ঠপোষকতাঃ জনাবা মিনা বেগম, দক্ষিণ বিয়ানী বাজার, সিলেট (লন্ডন প্রবাসী)।
জনাব তাজুল ইসলাম চৌধুরী, সভাপতিঃ বাইতুল হাম্‌দ জামে মসজিদ, মনিউন্দ, আখাউড়া, বি-বাড়িয়া।

স্বত্বঃ সংকলক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশনায়ঃ সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ। 01723-933396

পরিবেশনায়ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিসার্চ সেন্টার, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা হাদিয়া ২৪০/= টাকা

যোগাযোগঃ দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইলঃ **01723-511253**

উৎসর্গ

আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মুজাদ্দেদে জামান,
বিশ্বওলী, আমার দয়াল পীর, দস্তগীর,
খাজাবাবা শাহ্সূফী হযরত মাওলানা
ফরিদপুরী নকশ্বন্দী মুজাদ্দেদী (ক্বুঃ ছেঃ আঃ) ছাহেবের–
দস্ত মোবারকে।

ভূমিকা

মহা-পরাক্রমশালী পরম পবিত্র করুনাময় মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করে ও তাঁর উপর ভরসা করে; বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষনবী ও রাসূল, উম্মতের কান্ডারী, করুনার আধার, মানবতার শান্তি-মুক্তি ও অগ্রগতির সর্বোত্তম আদর্শ, দয়াল নবী রাসূলে করীম ﷺ এর মুহাব্বত নিয়ে, অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম ও আমার পীর ও মুর্শীদ বিশ্বওলী হযরত খাজাবাবা ফরিদপুরী (কু: ছে: আ:) ছাহেবানদের নজরে করমে, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর আকায়েদ ভিত্তিক তাসাউফকে সামনে রেখে কুরআন সুন্নাহর আলোকে "পবিত্র শবে মি'রাজ ও শবে বারাত' কিতাবখানা আপনাদের সমীপে পেশ করলাম।

প্রিয় পাঠক সমাজ! আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত নিয়ে বর্তমানে কিছু দুনিয়াদার লেবাসধারী আলেম মতানৈক্য সৃষ্টি করা অপচেষ্টা করছে। অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অনেক নামী-দামী দুনিয়াদার আলেমরা পবিত্র শবে বারাত ও শবে মি'রাজ উপলক্ষে নফল রোজা নফল বন্দেগীকে শিরিক-বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত করছেন! সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছে আবার মিথ্যাকে সত্য বানাচ্ছে। আল্লাহ পাকই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন। মনে রাখবেন! মহান আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছেন সু-বিচার করার জন্য, চক্রান্ত করার জন্য নয়।

তাই বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করলাম এবং অবশেষে হাতে ক্বলম ধরি ও এই কিতাবখানা লিখতে শুরু করি। লিখার সময় আমার প্রিয়তমা বেগম সাহেবা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন, এজন্যে আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! অত্র কিতাবে প্রত্যেকটি বিষয় ছাবিত বা প্রমাণ করার জন্য অগ্রাধিকার রূপে 'সহীহ্ ও হাছান' পর্যায়ের হাদিস এনেছি এবং কোনটি 'ছহীহ্ হাদিস' আর কোনটি 'যঈফ হাদিস' তা ইমামগণের অভিমত সহকারে সু-স্পষ্টভাবে কিতাবের হাওয়ালা সহকারে উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি কুখ্যাত ওহাবীদের অনেক ভ্রান্ত অভিযোগ স্পষ্ট দালায়েলের মাধ্যমে খণ্ডন করেছি। উভয় পক্ষের দলিল উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করেছি এবং স্পষ্ট দালায়েলে আলোকে নিরপেক্ষতার সাথে ছহীহ্ ও সঠিক সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করেছি। আশাকরি কিতাবখানি অধ্যয়ন করে আপনারা তৃপ্ত ও উপকৃত হবেন এবং এই ক্ষুদ্র মানুষটির জন্য দোয়া করবেন। রাসূল ﷺ আল্লাহর দিদার লাভ করেছেন এবং তিনি কোন মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেছেন তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। কিতাবের খণ্ড নাম্বার ও পৃষ্ঠা নাম্বার যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত কিতাব থেকে দিয়েছি। ছাপার ব্যবধান হলে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বারগুলো মিলবে না, তবে অশ্যই দলিল গুলো ঐ কিতাবে থাকবে। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য লেখকের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। মুদ্রণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি, এছাড়াও আমার স্নেহের ভগ্নিপতি, সাকলাইন প্রকাশনের প্রকাশক, মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর এটির নজরে ছানী দিয়েছেন, তথাপিত ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। মহৎ পাঠকগণ ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এটিই আশা করি। ভুল-ত্রুটি যা রয়েছে তা মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত। কোন ভুল-ত্রটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে ইহা সংশোধন করব ইনশাআল্লাহ।

সকলের মঙ্গল কামনায়-

মুফতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
পবিত্র শবে মি'রাজ

শবে মি'রাজ কি?/
শবে মি'রাজ কত তারিখ?/
রজবের ২৭ তারিখ রাত্রের ফযিলত ও ইবাদত প্রসঙ্গে/
প্রিয় নবীজি ﷺ'র মি'রাজ ছিল স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায়/
হাদিস শরীফ থেকে পবিত্র মি'রাজ/
প্রিয় নবীজি ﷺ সিদরাতুল মুন্তাহায় গমন/
রাসূলে পাক ﷺ এর আরশ গমন/
আকিদার কিতাবে রাসূলে পাক ﷺ'র আরশ গমন/
হাদিস থেকে রাসূল ﷺ আরশ গমন/
আইম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রাসূল ﷺ আরশ গমন/
একটি ইবারতের ব্যাখ্যা/
মি'রাজের রাত্রে নবী ﷺ'র আল্লাহ দর্শন/
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ)'র বর্ণনা/
'আব্দুর রহমান ইবনু আইশ (রাঃ) কি সাহাবী?
হযরত মুয়াজ ইবনু জাবাল (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আবু উবাইদা ইবনু জার্‌রাহ (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আবু রা'ফে (রাঃ)'র রেওয়ায়েত/
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আনাস (রাঃ)'র বর্ণনা/

হযরত ছাওবান (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত জাবের (রাঃ)'র বর্ণনা/
এ বিষয়ে মাওকুফ হাদিস সমূহ/
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)'র অভিমত/
হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)'র অভিমত/
হযরত জাবের (রাঃ) এর অভিমত/
হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) এর অভিমত/
হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এর অভিমত/
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর অভিমত/
হযরত হাছান বছরী (রহঃ) এর অভিমত/
হযরত ইকরিমা (রহঃ) এর অভিমত/
প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন/
এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত/
মি'রাজের রাসূল ﷺ'ই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছেন/
জমহুরের মতে নবীজি ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন/
সূরা নজমের ৫-১৪ নং আয়াত পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত তাফসির/

প্রশ্নোত্তর পর্ব

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)'র বর্ণিত জিবরাইলকে দেখার হাদিসের ব্যাখ্যা/
"প্রিয় নবীজি ﷺ জিবরাইলকে অন্তর দ্বারা দুইবার দেখেছেন" এর ব্যাখ্যা/
অনরুপ আরেকটি প্রশ্ন/
'আমি নূর দেখেছি' এই হাদিসের ব্যাখ্যা/
'আমি নূর ছাড়া কিছুই দেখিনি' এর ব্যাখ্যা/
আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক প্রিয় নবীজি ﷺ এর খোদা দর্শনের অস্বীকৃতির ব্যাখ্যা/
হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণিত 'চর্ম চোখ দ্বারা নয়' এর ব্যাখ্যা/

'ওহী বা পর্দার আড়াল ছাড়া কথা বলা যায় না' এর ব্যাখ্যা/
ফকিহগণ কি বলেছেন যে, নবীজি ﷺ আল্লাহকে দেখেননি?/

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র শবে বরাত ও তার করণীয়/
শবে বরাত কি?/
লাইলাতুল বারাতের কথা কি কোরআনে আছে?/
শবে কদরে কোরআন কোথায় নাযিল হয়েছে?/
পৃথিবীতে সম্পূর্ণ কোরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়নি/
সূরা দোখানে 'লাইলাতুল মুবারাকা' কি লাইলাতুল বারাত?/
ভাগ্য নির্ধারণের রাত শবে বরাত/
লাইলাতুল কদরকেও ভাগ্য রজনী বলে/
উভয় বক্তব্যের সমাধান/
পবিত্র হাদিসের আলোকে শবে বরাত/
হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)'র বর্ণনা/
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর দ্বিতীয় বর্ণনা/
হযরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রথম বর্ণনা/
হযরত আয়েশা (রাঃ) এর দ্বিতীয় বর্ণনা/
হযরত আয়েশা (রাঃ) এর তৃতীয় রেওয়ায়েত/
হযরত আবু ছা'লাবা (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত উছমান ইবনে আবীল আস (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত আবু উমামা (রাঃ) এর প্রথম বর্ণনা/
হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) এর দ্বিতীয় বর্ণনা/
হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত আলী (রাঃ) এর বর্ণনা/

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত আলী (রাঃ) এর আরেকটি বর্ণনা/
হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এর আরেকটি বর্ণনা/
হযরত আতা ইবনে ইয়াছার (রাঃ) এর বর্ণনা/
হযরত কাছির ইবনে মুর্‌রা (রাঃ) এর বর্ণনা/
ফোকাহা ও উলামায়ে কেরামের অভিমত/
ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) ওফাত ৪৫৮ হিজরী এর অভিমত/
ইমাম মুনজেরী (রঃ) ওফাত ৬৫৬ হিজরী এর অভিমত/
এ সম্পর্কে আল্লামা ইমাম যুরকানী (রঃ) আরো বলেন/
হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এর অভিমত/
হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এর আরেকটি অভিমত/
আল্লামা ইবনে ইসহাক্ব বুরহান উদ্দিন ইবনে মুফলীহ্ (রঃ) বলেন/
ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর অভিমত/
আল্লামা হাছান ইবনে আম্মার শারাম্বালী মিছরী হানাফী (রঃ) বলেন/
আল্লামা হাছান ইবনে আম্বার শারাম্বলী মিছরী (রঃ) আরো বলেন/
আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহ্‌তাভী (রঃ) উল্লেখ করেন/
শায়েখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) এর অভিমত/
গাইছ পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর অভিমত/
ছদরুস শরীয়াত আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রঃ) বলেন/
এ বিষয়ে মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন/
শবে বরাতের হালুয়া রুটি/
শবে বরাতে বর্যনীয়/

প্রথম অধ্যায়ঃ
পবিত্র শবে মি'রাজ

কিছু সংখ্যক অজ্ঞ ও জাহেল লোকদের ধারণা হলো, শবে মি'রাজ বলতে কিছু নেই অথবা অনেক সময় বলে, এই রাতে বিশেষ কোন ইবাদতের দলিল নেই। শবে মি'রাজ বিদ'আত ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ তাদের এই ধারণাগুলো সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। আমরা এখন দলিল সহকারে জানবো যে, শবে মি'রাজ পবিত্র কোরআনে ও হাদিসে আছে কিনা এবং এই রাতে উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ কোন আমল আছে কিনা।

শবে মি'রাজ কি?

প্রথমেই জানা উচিৎ 'শব' শব্দটি ফারছি শব্দ, যাকে আরবীতে **لَيْلَة** 'লাইলাতুন' বলা হয়। বাংলা আভিধানিক অর্থ হলো 'রাত বা রাত্র'। এবং **الْمِعْرَاج** মি'রাজ' শব্দটি 'উরুজ' থেকে এসেছে, যার অর্থ উর্ধ্ব ভ্রমণ বা সিড়ি ইত্যাদি।

নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী মতে, রাসূলে পাক ﷺ এর নবুয়তের দায়িত্ব প্রাপ্তির একাদশ বা দ্বাদশ বছসের রজব মাসের ২৭ তারিখের রজনীতে জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে বুরাকে আরোহন করিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস, সাত আসমান, সিদরাতুল মোন্তাহা, তারপর জিবরাইল (আঃ) ছাড়াই রফরফে আরোহণ করিয়ে আরশ মোয়াল্লাহ সহ নূরময় জগত, ছিফাতের জগতসমূহ ভ্রমনকে বলা হয় 'মি'রাজ'।

তবে মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাছ পর্যন্ত এই সফরকে বলা হয় 'ইসরা' বা রাত্রিকালীন সফর।

শবে মি'রাজ কত তারিখ?

পবিত্র শবে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে আইম্মায়ে কেরামের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে লাইলাতুল মি'রাজ রজব মাসের ২৭ তারিখ। নিচে এ বিষয়ে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করা হল।

পবিত্র শবে মি'রাজ কত তারিখ সে ব্যাপারে হাফিজুল হাদিস ও শারিহে মুসলীম, **ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,**

لَيْلَة الْإِسْرَاءِ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ،

-"পবিত্র ইসরা বা মি'রাজ ছিল মক্কায়, যা নবুয়্যত প্রচারের ১০ বছর ৩ মাস এর সময় রজব মাসের ২৭ তারিখ।"[১]

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ) (ওফাত ৫০৫ হিজরী) শবে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বলেন-

فأول ليلة من المحرم وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب وليلة النصف منه وليلة سبع وعشرين منه وهي ليلة المعراج

-"(অত্যান্ত ফজিলতের রাত হল) মহরমের প্রথম রাত, আশুরার রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, রজবের মধ্যবর্তী রাত এবং রজবের ২৭ তম রাত আর ইহাই হল মি'রাজের রাত।"[২]

এখানে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রঃ) প্রায় ৯ শত বছর পূর্বে ২৭ রজবকে লাইলাতুল মি'রাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল বাক্বী যুরকানী (রঃ) ওফাত ১১২২ হিজরী বলেন,

وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب وعليه عمل الناس، قال بعضهم: وهو الأقوى، فإن المسألة إذا كان فيها خلاف للسلف ولم يقم دليل على الترجيح واقترن العمل بأحد القولين أو الاقوال،

-"কেউ কেউ বলেন, শবে মি'রাজ হল ২৭ রজব আর ইহার উপরই লোকেরা আমল করেন। ইমামদের কেউ কেউ বলেছেন, এটাই শক্তিশালী মত। নিশ্চয় মাসয়ালা হল, যখন কোর বিষয়ে পূর্ববর্তীদের মতানৈক্য হবে এবং এগুলোর

১. রওদ্বাতুত তালেবীন, ১০ম খন্ড, ২০৬ পৃ: **كِتَابُ السِّيَرِ**
২. গাযযালী, এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন, ১ম খন্ড, ৩৬১ পৃ:

মধ্যে কোনটির প্রাধান্যের দলিল সাব্যস্থ না হয়, তখন এই মত গুলোর কোন একটির উপর আমল করবে।"[৩]

এখানে প্রখ্যাত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ইমাম যুরকানী (রঃ) ২৭ রজবকে লাইলাতুল মি'রাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই মতটিকেই শক্তিশালী মত বলেছেন।

ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

فمن قال لسنة فيكون ذلك فى ربيع الاول. ومن قال لثمانية اشهر فيكون ذلك فى رجب. ومن قال لسنة اشهر فيكون ذلك فى رمضان.

قلت وقد كان فى ليلة سبع وعشرين من رجب

অর্থাৎ, যারা বলেন, প্রিয় নবীজি ﷺ এর মি'রাজ হিজরতের একবছর পূর্বে তাদের মতে ইহা রবিউল আওয়াল মাসে। আর যারা বলেন, ইহা আট মাস পূর্বে তাদের মতে ইহা ছিল রজব মাসে। আর যারা বলেন, একবছর একমাস পূর্বে তাদের মতে ইহা রমজান মাসে। আমি (ইমাম ইবনে জাওযী) বলি, শবে মি'রাজ হল রজব মাসের ২৭ তারিখ।"[৪]

এখানে স্পষ্ট হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু জাওযী (রঃ) ২৭ রজবকে লাইলাতুল বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী (রহঃ) ওফাত ১৩০৪ হিজরী বলেন,

وَقِيلَ فِي رَجَبٍ فِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَقَوَّاهُ بَعْضُهُمْ. وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ الْقَسْطَلَانِيُّ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُّ إِحْيَاءُ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَكَذَا سَائِرِ اللَّيَالِي الَّتِي قِيلَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ بِالإِكْثَارِ فِي الْعِبَادَةِ شُكْرًا

-"কেউ কেউ বলেন, রাসূলে পাক ﷺ এর মি'রাজ রজব মাসের ২৭ তারিখ আর এই মতটিকে ইমামদের অনেকে শক্তিশালী বলেছেন। আর দৃঢ়তার

---

৩. ইমাম যুরকানী: শরহে মাওয়াহেব, ২য় খন্ড, ৭১ পৃ:;

৪. ইমাম ইবনে জাওযী: আল অফা বি'আহওয়ালিল মুস্তফা, ২২২ পৃ:

الباب الثالث والثلاثون فى ذكر معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم;

সাথে ইমাম কাস্তালানী (রঃ) ও অন্যান্যরা তাদের কিতাবে এই কথা ব্যক্ত করেছেন। ফলে ২৭ রজব রাত জেগে এবাদত করা মুস্তাহাব। এমনিভাবে শুকরিয়া আদায়ার্থে সবগুলো রাতেও, যেগুলোকে বলা হয়েছে ইহা মি'রাজের রাত।"[৫]

দেখুন আরব-আযমের সর্বজন মান্যবর আলিম, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রঃ) ২৭ রজবকে লাইলাতুল মি'রাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ইমামদের এক জামাত এই মতকেই শক্তিশালী বলেছেন।

এ ব্যাপারে **ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রঃ), ইমাম কাসতালানী (রঃ) আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ)** স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَقيل: كَانَ الْإِسْرَاءُ لَيْلَة السَّابِع وَالْعِشْرين من رَجَب، وَقد اخْتَارَهُ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ بن سُرُورٍ الْمَقْدِسِي فِي سيرته،

-"কেউ কেউ বলেন, শবে হল রজব মাসের ২৭ তারিখ। হাফিজ আব্দুল গণী ছুরুরীন মাকদিসী (রঃ) এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।"[৬]

এখানেও হাফিজুল হাদিস ইমাম আব্দুল গনী মাকদেছী (রঃ) ২৭ রজবকে লাইলাতুল মি'রাজ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা স্বয়ং হাফিজুল হাদিস ইবনে কাছির (রঃ), ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রঃ) ও ইমাম কাস্তালানী (রঃ) উল্লেখ করেছেন।

হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) এর আল বেদায়ার মধ্যে এবারতটি এভাবে রয়েছে,

أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ -"অবশ্যই মিরাজ সংগঠিত হয়েছে রজব মাসের ২৭ তারিখ।"[৭]

---

৫. লাখনভী: আছারুল মারফুয়া, ১ম খন্ড, ৭৭ পৃ:;

৬. ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৯ পৃ: **بابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلواتُ فِي الإِسْرَاءِ**; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৯৫ পৃ:;

৭. ইবনে কাসির, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৯৫ পৃ:;

এই তারিখ আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) এর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য বিধায় তিনি أَنَّ (আন্না) শব্দ যোগ করেছেন। কারণ أَنَّ (আন্না) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল যা জুমলা বা বাক্যের মধ্যে অধিক গুরুত্বের জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ২৭ রজব লাইলাতুল মি'রাজ হওয়ার বিষয়টি অধিক গুরুত্বের জন্য হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) أَنَّ (আন্না) ব্যবহার করেছেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনে মুস্তফা আল মারুফ ইবনু জুহরা (রঃ) ওফাত ১৩৯৪ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেন,

وفى رواية أن الإسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب، ويقول ابن كثير: وقد اختاره الحافظ بن سرور المقدسى، وقد أورد حديثا لا يصح سنده كما ذكرنا فى فضائل شهر رجب، وأن الإسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من رجب والله أعلم.

-"এক রেওয়ায়েতে আছে, রজব মাসের ২৭ তারিখ ইসরা শরীফ সংগঠিত হয়েছে। ইমাম ইবনু কাছির (রঃ) বলেছেন: হাফিজ ইবনু ছুরুর মাকদেছী (রঃ) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ বিষয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যা ছহীহ্ নয়, যেমনটা আমরা রজবের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর নিশ্চয় ইসরা হয়েছে রজব মাসের ২৭ তারিখ, আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।"[৮]

আল্লামা রিফায়া ইবনু রাফে তাহ্তাভী (রঃ) ওফাত ১২৯০ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেন,

أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء، وقد فشا الإسلام في قريش وفي القبائل كلها. وكان الإسراء به صلّى الله عليه وسلّم والمعراج ليلة سبع وعشرين من رجب، وقال بعضهم: إنهما كانا يوم الاثنين،

-"রাসূলে পাক ﷺ কে ইসরা করা হয়েছে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যা ইলইয়া এর অন্তর্ভূক্ত। আর কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্র সমূহের

৮. আল্লামা ইবনু জুহরা: খাতিমুন নাবিয়ীন, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃ:

মধ্যেও ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসরা ও মিরাজ সংগঠিত হয়েছে রজব মাসের ২৭ তারিখে। কেউ কেউ বলেছেন, মি'রাজ ও ইসরা সংগঠিত হয়েছে সোমবারে।"[৯]

ইমাম আকিফুদ্দিন ইয়াফী (রঃ) ওফাত ৭৬৮ হি বলেন,

وكان تسلم المسلمين القدس المبارك في يوم الجمعة الميمون السابع والعشرين من رجب المعظم وليلته كانت ليلة المعراج على المشهور من الأقوال، وكان فتحه عظيماً

-"মুসলমানেরা বরকতময় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় লাভ করেন রজব মাসের ২৭ তারিখ শুক্রবার, আর অনেক গুলো মতে মধ্যে প্রসিদ্ধ মতে সে রাতটি ছিল শবে মি'রাজের রাত। আর এটি ছিল অনেক বড় ধরণের বিজয়।" (মিরআতুল যিনান)

অতএব, লাইলাতুল মি'রাজ ২৭ তারিখ এটাই শক্তিশালী মত। যা একাধিক ইমামগণের স্বীকৃত মত। যেটা প্রসিদ্ধ হিসেবে পূর্ব থেকেই মুসলমানেরা আমল করে আসছে। আর প্রসিদ্ধ মতে ২৭ রজবকে পবিত্র মি'রাজ হিসেবে জেনেই মসজিদুল আকসা বিজয়ের দিন দিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

রজবের ২৭ তারিখ রাত্রের ফযিলত ও ইবাদত প্রসঙ্গে

২৭ রজবে রাত জেগে ইবাদত ও দিনে রোজা রাখা মুস্তাহাব। এই রাতে নফল বন্দেগী আল্লাহ পাকের রেজামন্দি হাসিলের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পবিত্র শবে মি'রাজের রাতের ফযিলত প্রসঙ্গে ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রঃ) বর্ণনা করেছেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ رَشِيقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيُّ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ بالطَّابِرانِ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْهَيَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، **عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَنْ صَامَ**

---

৯. নেহায়াতুল ইজায ফি সিরাতি ছাকিলি হিজাজ, ১ম খন্ড, ১৩৮ পৃ: **الفصل الثالث فى خروجه صلّى الله عليه وسلّم إلى الطائف قبل هجرته إلى المدينة المشرّفة;**

ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ كَمَنْ صَامَ مِنَ الدَّهْرِ مِائَةَ سَنَةٍ، وَقَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَهُوَ ثَلَاثٌ بَقَيْنَ مِنْ رَجَبٍ،

-"হযরত সালমান ফারছি (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন, রজব মাসে একটি দিন ও একটি রাত রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ দিনে রোজা রাখবে ও ঐ রাতে নফল নামায পড়বে, সে যেন একশত বৎসর রোজা রাখল এবং একশত বৎসর নফল নামায পড়ল (সুবহানাল্লাহ!)। সেই রাত হলো ২৭ তারিখ।"[১০]

ফাদ্বাইলুল আওকাত কিতাবে এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) উক্ত হাদিসের পরের হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন,

الْإِسْنَادُ الَّذِي قَبْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْثَلُ مِنْ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ فِي اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَرَجَبٌ مِنْهُنَّ حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ فِي مِثْلِ هَذَا

-"এই হাদিসের সনদ পূর্বের হাদিসের হাদিসের মতই। আর নিষিদ্ধ মাস সমূহে দোয়া কবুলের বিষয়ে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রজব ইহার মধ্যে একটি। এই হাদিসটির মতই ফজিলতের হাদিসটি হাছান।"[১১]

লক্ষ্য করুন, হযরত সালমান ফারসি (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিসটি ফাদ্বাইলুল আওকাত কিতাবের হাদিস নং ১১। ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বলেছেন, ১১ নং হাদিসটির ১২ নং হাদিসের মত। অপর দিকে রজব মাসে দোয়া কবুলের হাদিসটি ১২ নং হাদিসের মতই হাছান। তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট যে, ১১ নং হাদিস = ১২ নং হাদিস = রজবে দোয়া কবুলের হাদিস হাছান। অতএব, সব গুলোই হাছান সনদের হাদিস। শুয়াবুল ঈমান কিতাবে ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) এই হাদিস সম্পর্কে বলেন,

وَرُوِيَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ أَضْعَفُ مِنْ هَذَا كَمَا -"অনুরুপ বিষয় অন্য আরেকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটা এই সনদের চেয়েও দুর্বল।"[১২]

---

১০. ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বাইলে আওকাত, ১ম খন্ড, ৯৫ পৃ: হাদিস নং ১১; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৩৯৭ পৃ: হাদিস নং ৩৫৩০; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৮৬ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৫১৬৯

১১. ফাদ্বাইলে আওকাত লিল বায়হাক্বী, ১ম খন্ড, ৯৫ পৃ: হাদিস নং ১২;

সুতরাং বুঝা গেল, হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) এর হাদিসের সমর্থনে আরেকটি দুর্বল সনদের হাদিস রয়েছে। আর একই বিষয়ে একাধিক হাদিস বর্ণিত থাকলে ইহা হাছান লি'গাইরিহী এর স্তরে পৌঁছে যায়। এই হাদিস দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত হয় যে, ২৭ রজব তথা শবে মি'রাজে রোজা রাখা এবং ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৭ শে রজব রাতে নফল নামায পড়া আল্লাহর নবী ﷺ এর ভাষায় একশত বৎসরের নফল নামায ও একশত বৎসরের রোজার সমান সওয়াব। আফছুছ! ওহাবীরা এই হাদিস গুলো চোখ থাকতেও দেখেনা! এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبُخَارَى، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ خَلَفٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ الْغُنْجَارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبَانَ، **عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجَبٍ لَيْلَةٌ يُكْتَبُ لِلْعَامِلِ فِيهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ سَنَةٍ، وَذَلِكَ لِثَلَاثٍ بَقَيْنَ مِنْ رَجَبٍ، فَمَنْ صَلَّى فِيهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُسَلِّمُ فِي آخِرِهِنَّ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَيُصْبِحُ صَائِمًا فَإِنَّ اللهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُو فِي مَعْصِيَةٍ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) নবী পাক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় নবী করিম ﷺ বলেছেন: এই রজব মাসে একটি রাত রয়েছে যাতে আমল কারীর জন্যে একশত বৎসরের সওয়াব লিখা হয়, আর এ রাতটি হলো ২৭শে রজব। যে ব্যক্তি এ রাতে ১২ রাকাত নফল নামায পড়বে, পত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা সহ। প্রত্যেক দু'রাকাতে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে এবং শেষে সালাম দিবে। অতঃপর "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি

১২. ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৩৯৭ পৃ: হাদিস নং ৩৫৩০;

ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" একশত বার, ইস্তেগফার একশত বার এবং নবী পাক ﷺ এর উপর একশত বার দূরুদ পাঠ করবে। অতঃপর সে নিজের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের যেকোন বিষয়ে দোয়া করবে আল্লাহ পাক তার সকল দোয়া করবেন তবে কোন অন্যায় কাজের জন্যে দোয়া কবুল করবেন না।"[১৩]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ফাদ্বাইলুল আওকাত কিতাবে এই হাদিসকে ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) রজব মাসে দোয়া কবুলের হাছান হাদিসের মতই বলেছেন। অতএব, এই হাদিস হাছান সনদের।

সুবহানাল্লাহ! কি মহান এই রাত। একটি প্রশ্ন হলো, আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন রজবের ২৭ তারিখ রাতে নফল নামায পড়ার জন্যে আর ওহাবীরা বলে বিদয়াত, এখন সাধারণ মানুষ কোন পথে যাবে? কিছু আলেম রূপী জালেমরা কথায় কথায় বিদয়াত বিদয়াত বলে ভয় দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভিন্ন নফল আমল থেকে অনেক দূরে সড়িয়ে নিয়ে গেছে। তাই অবশ্যই রাসূল ﷺ যা যা বলেছেন তাই আমল করা আমাদের জন্যে আবশ্যক, কারণ শবে মি'রাজের নফল রোজা ও নফল আমল করা স্বয়ং রাসূলে পাক ﷺ এর কউলী হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এবিষয়ে আরেকটি বর্ণনা ইমাম খতিবে বাগদাদদী (রঃ) ওফাত ৪৬৩ হিজরী তদীয় তারিখে এবং ইমাম ইবনু আসাকির (রঃ) তদীয় তারিখে বর্ণনা করেছেন,

أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أخبرنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ حَبْشُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْخَلالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:... وَمَنْ صَامَ يَوْمَ**

১৩. ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৩৯৮ পৃ: হাদিস নং ৩৫৩১; ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বাইলে আওকাত, হাদিস নং ১২; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৮৬ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৫১৭০

سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْرًا، وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ،

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মাওকুফরুপে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ রোজা রাখবে আল্লাহ পাক তার জন্যে ৬০ মাস রোজা রাখার সমান সওয়াব দান করবে। ইহা সেই দিন যেদিন জিবরাইল (আঃ) আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উপর রিসালাত অর্পন করেছেন।"[১৪]

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইরাকী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন,

بالرسالة رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي كتاب فَضَائِل اللَّيَالِي وَالْأَيَّام من رِوَايَة شهر بن حَوْشَب عَنهُ.

-"ইমাম আবু মূসা মাদিনী তার 'ফাদ্বাইলুল লাইয়ালি ওয়াল আইয়াম গ্রন্থে বণনাকারী শাহর ইনু হাওশাব হতে বর্ণনা করেছেন।"[১৫]

এই হাদিসটি মুনকার যা আমলের বেলায় উৎসাহ প্রদানে অন্যান্য রেওয়াতের সাথে সাদৃশ্য রেখে বয়ান করা যেতে পারে। তবে নাছিরুদ্দিন আলবানী তার ছিলছিলার মধ্যে বলেছেন,

أخرجه الخطيب في "التاريخ" (8/ 290)، **وابن عساكر** (12/ 118/ 1-2) **. وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لضعف شهر ومطر.**

-"খতিব তার তারিখ গ্রন্থে ও ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণনাকারী 'শাহর' ও 'মাতর' এর দুর্বলতার কারণে এমনিভাবে এই সনদও দুর্বল।"[১৬]

এই হাদিস থেকেও ২৭ রজব রোজা রাখার বিশেষ ফজিলত প্রমাণিত হয়। যা আমল করার জন্য যথেষ্ঠ। কারণ ইহার বিপরীতে কোন ছহীহ্ বর্ণনা নেই।

---

১৪. খতিবে বাগদাদী: আত তারিখ, ৪৩৪৫ নং রাবীর ব্যাখ্যায়, ২৭৭৭ নং হাদিস; ইমাম ইবনু আসাকির: তারিখু ইবনু আসাকির, ৪২তম খন্ড, ২৩৩ পৃ:; আল্লামা নূরুদ্দিন কেনানী: তানজিহুশ শারিয়াহ, ২য় খন্ড, ১৬১ পৃ:; সিরাতে হালবিয়া, ১ম খন্ড, ৩৪০ পৃ:; ইমাম গাজ্জালী: এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন; হাফিজ ইরাকী: তাখরিজু আহাদিছিল এহইয়া, ১ম খন্ড, ৪৩০ পৃ:;

১৫. হাফিজ ইরাকী: তাখরিজু আহাদিছিল এহইয়া, ১ম খন্ড, ৪৩০ পৃ:;

১৬. আলবানী: ছিলছিলাতু আহাদিছিদ দ্বাফিয়া, হাদিস নং ৪৯২৩;

মূলনীতি মোতাবেক ফাজাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল সনদের উপর আমল করা সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয।

হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ এরশাদ করেন: রজব মাসের ২৭ তারিখ রোজা আদায় কারী ৬০ মাস রোজা রাখার সওয়াব লাভ করবে। (গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম খন্ড)। এর সনদ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) আরো উল্লেখ করেছেন,

হযরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ২৭শে রজব রাত ইতেকাফে কাটিয়ে দিতেন। তিনি ঐ দিন সকাল হতে জোহর পর্যন্ত নফল নামাজে কাটিয়ে দিতেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা কদর ৫০ বার ও সূরা এখলাছ পাঠ করতেন। আছর পর্যন্ত দোয়া দূরুদ পাঠ করতেন আর বলতেন রাসূলেপাক ﷺ এনরূপ আমল করতেন। (গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম খন্ড)। এর সনদ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

সুতরাং শবে মি'রাজের রাতে এবাদত করা অতীব উত্তম ও অধিক সওয়াবের কাজ। এজন্যেই **মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী (রঃ) ওফাত ১৩০৪ হিজরী বলেন,**

وَقِيلَ فِي رَجَبٍ فِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَقَوَّاهُ بَعْضُهُمْ. وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ الْقَسْطَلَانِيُّ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُّ إِحْيَاءُ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَكَذَا سَائِرِ اللَّيَالِي الَّتِي قِيلَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ بِالإِكْثَارِ فِي الْعِبَادَةِ شُكْرًا

-"কেউ কেউ বলেন, রাসূলে পাক ﷺ এর মি'রাজ রজব মাসের ২৭ তারিখ আর এই মতটিকে ইমামদের অনকে শক্তিশালী বলেছেন। আর বিস্তারিত ইমাম কাস্তালানী (রঃ) ও অন্যান্যরা তাদের কিতাবে এই কথা ব্যক্ত করেছেন। **ফলে ২৭ রজব রাত জেগে এবাদত করা মুস্তাহাব**, এমনিভাবে

সবগুলো রাতেও। অধিক এবাদত ও আল্লাহর কৃতজ্ঞতার জন্যই এ রাতকে লাইলাতুল মি'রাজ বলা হয়।"[১৭]

শবে মি'রাজের রাতেই আল্লাহর নবী ﷺ 'বাইতুল মোকাদ্দাছে' এবং 'বাইতুল মামুরে' সকল নবীদের নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়েছিলেন। এই রাতেই উম্মতে মুহাম্মদী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পেয়েছেন। তাই যে রাতে প্রিয় নবীজি ﷺ সকল নবীদের নিয়ে একত্রিত হয়ে নামায পড়েছেন আমরাও নবী পাক ﷺ এর অনুসরণে মি'রাজের রাতে শুকরিয়া আদায়ার্থে নফল নামায পড়া উচিত। যে রাতে নামায পেয়েছি সে রাতে স্মৃতি স্বরূপ নফল নামায পড়া উচিত।

শবে বরাতের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের কোন দলিল ভিত্তিক প্রশ্ন নেই। কারণ মি'রাজের রাতের আমলের বিরুদ্ধে কোন দলিল নেই। শবে মি'রাজের ব্যাপারে যেহেতু মারফূ ও কউলী হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায়, সেহেতু এটি বিদ'আত হতে পারে না। বরং এই রাতে নফল বন্দেগী করা ইবাদত।

প্রিয় নবীজি ﷺ'র মি'রাজ ছিল স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায়

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরামের মতে, রাসূলে মাকবুল ﷺ এর পবিত্র মি'রাজ শরীফ ও ইসরা স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সংঘঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দালাইল উল্লেখ করা হল,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

-"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত।" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং ১)

উক্ত আয়াতে কালিমায় **بِعَبْدِهِ** দ্বারা রাসূলে পাক ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজের ঈঙ্গিত বহন করছে। কেননা মানুষের ক্ষেত্রে **عَبْد** (আব্‌দ) বা আবেদ হওয়ার জন্য দেহ ও রুহ দুটিই প্রয়োজন। রুহের কোন এবাদত নাই এবং রুহ ব্যতীত শুধু মৃত লাশেরও কোন এবাদত নেই। পাশাপাশি যেহেতু **سُبْحَانَ** শব্দ দ্বারা ইসরার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু অবশ্যই ইসরা ছিল স্বশরীরে,

১৭. আছারুল মারফুয়া, ১ম খন্ড, ৭৭ পৃঃ;

যা আশ্চর্যজনক। কেননা রাসূলে পাকের মি'রাজ যদি রুহানীভাবে হতো তাহলে এটা আশ্চর্যজনক ঘটনা হতো না। কেননা রুহানীভাবে মি'রাজ আরো বহুবার সংঘঠিত হয়েছে। তাই প্রিয় নবীজি ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজ বা ইসরা সম্পর্কে ইমাম কুরতবী (রহঃ) ওফাত ৬৭১ হিজরী বলেছেন,

وَذَهَبَ مُعْظَمُ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ إِسْرَاءً بِالْجَسَدِ وَفِي الْيَقَظَةِ، وَأَنَّهُ رَكِبَ الْبُرَاقَ بِمَكَّةَ، وَوَصَلَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ أُسْرِيَ بِجَسَدِهِ.

-"সবচেয়ে বেশী সালাফ বা পূর্ববর্তীরা ও মুসলমানরা ইহা গ্রহণ করেছেন যে, নিশ্চয় রাসূলে পাক ﷺ এর ইসরা হয়েছে জাগ্রহ অবস্থায় ও স্বশরীরে। নিশ্চয় তিনি বোরাকে আরোহন করেছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাছে পৌছেছেন। সেখানে নামায আদায় করেছেন অতঃপর স্বশরীরে ইসরা করা হয়েছে।"[১৮]

প্রিয় নবীজি ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজ বা ইসরা সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস ও মহিউস সুন্নাহ, ইমাম বাগভী (রঃ) (ওফাত ৫১৬ হিজরী) বলেছেন,

وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ أُسْرِيَ بِجَسَدِهِ فِي الْيَقَظَةِ، وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ.

-"অধিকাংশ আইম্মাগণের মত হল, নিশ্চয় রাসূলে পাক ﷺ এর ইসরা স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। এ বিষয়ে তাওয়াতুর পর্যায়ের ছহীহ্ হাদিস রয়েছে।"[১৯]

প্রিয় নবীজি ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজ বা ইসরা সম্পর্কে ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রহঃ) ওফাত ৩১০ হিজরী তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেছেন-

وَلَوْ كَانَ الْإِسْرَاءُ بِرُوحِهِ لَمْ تَكُنِ الرُّوحُ مَحْمُولَةً عَلَى الْبُرَاقِ، إِذْ كَانَتِ الدَّوَابُّ لَا تَحْمِلُ إِلَّا الْأَجْسَامَ.

---

১৮. তাফছিরে কুরতুবী, ১০ম খন্ড, ২০৮ পৃঃ;

১৯. তাফছিরে বাগভী, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃঃ;

-"যদি রাসূলে পাক ﷺ এর ইসরা শুধু রুহের দ্বারা হতো তাহলে বোরাকের উপর আরোহন করা প্রয়োজন ছিল না। চতুষ্পদ প্রাণীতে শরীর ব্যতীত রুহ বহন করার প্রয়োজন হয়না।"[২০]

প্রিয় নবীজি ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজ বা ইসরা সম্পর্কে ইমাম কাজী নাছিরুদ্দিন বায়দ্বাবী (রঃ) (ওফাত ৬৮৫ হিজরী) বলেছেন,

والأكثر على أنه أسرى بجسده إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السموات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى،

-"অধিকাংশ আইম্মাগণের মত হল, নিশ্চয় রাসূলে পাক ﷺ এর ইসরা বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত স্বশরীরে হয়েছে। অতঃপর তিনাকে আসমান সমূহে উর্ধ্বগমন করানো হয় এমনকি সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নেওয়া হয়।"[২১]

প্রিয় নবীজি ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজ বা ইসরা সম্পর্কে আল্লামা শামছুদ্দিন শাফেয়ী (রঃ) ওফাত ৯৭৭ হিজরী বলেন,

والأكثرون على أنه أسري بجسده في اليقظة وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك

-"অধিকাংশ আইম্মাগণের মত হল, নিশ্চয় রাসূলে পাক ﷺ এর ইসরা শরীফ স্বশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। এ বিষয়ে তাওয়াতুর পর্যায়ের ছহীহ্ হাদিস রয়েছে।"[২২]

প্রিয় নবীজি ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজ বা ইসরা সম্পর্কে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) ওফাত ১০১৪ হিজরী বলেছেন,

وَالْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَمُعْظَمُ السَّلَفِ، وَعَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْمُحَدِّثِينَ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ، أَنَّهُ أُسْرِيَ بِجَسَدِهِ،

-"আর হক্ব বা সত্য হলো যেটার উপর অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরাম রয়েছেন যে, সবচেয়ে বেশী সালাফ বা পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তী ফোকাহাগণ,

---

২০. তাফছিরে তাবারী, ১৪তম খন্ড, ৪৪৬ পৃ:;

২১. তাফছিরে বায়দ্বাবী, ৩য় খন্ড, ২৪৭ পৃ:;

২২. তাফছিরে সিরাজুম মুনীর, ২য় খন্ড, ২৪৭ পৃ:;

মুহাদ্দেছীন, ও মুতাকাল্লিমীনগণ বলেছেন: নিশ্চয় রাসূলে পাক ﷺ এর ইসরা হয়েছে স্বশরীরে।"[২৩]

অনুরুপ বয়ান করেছেন রঈসুল মুফাসসিরীন ও বিশিষ্ট ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। যেমন-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ رَأَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন (**وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ**): এটা হলো চর্মচক্ষু দ্বারা দর্শন যা ইসরার রাতে দেখেছেন।"[২৪]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) ও যাহাবী (রঃ) বলেন: **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ** এই হাদিস ইমাম বুখারীর শর্তে ছহীহ্। অর্থাৎ রাসূলে পাক ﷺ মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছে ও চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন।

প্রিয় নবীজি ﷺ মি'রাজ একাধিকবার হয়েছে, তবে স্বশরীরে মি'রাজ হয়েছে একবার। হযরত আয়েশা (রাঃ), আনাস (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে প্রিয় নবীজি ﷺ ঘুমন্ত অবস্থায় মি'রাজের বিবরণ পাওয়া যায়। তবে সেগুলো এই মি'রাজ নয়। কেননা রাসূলে পাকের স্বশরীরে মি'রাজ সম্পাদিত হয়েছিল নবুয়ত প্রচারের ১০ম বছরে রজব মাসের ২৭ তারিখ। যেমন শারিহে মুসলীম **ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রঃ) বলেন-**

لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ،

২৩. মেরকাত শরহে মেসকাত, বাবুল মি'রাজেরর প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৪. মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১২৬৯ পৃ: হাদিস নং ৩৩৮০; মুসানাদু আহমদ, হাদিস নং ৩৫০০; তাফছিরে দুররুল মানছুর, ফাতহুল কাদীর

-"পবিত্র ইসরা বা মি'রাজ ছিল মক্কায়, যা নবুয়্যত প্রচারের ১০ বছর ৩ মাস এর সময় রজব মাসের ২৭ তারিখ।"[২৫]

তাই এখানে প্রিয় নবীজি ﷺ এর স্বশরীরে মি'রাজ সম্পর্কে আলোচনা করছি। অতএব, পূর্বসূরী আইম্মায়ে কেরামের আকিদা হলো রাসূলে পাক ﷺ এর পবিত্র ইসরা ও মিরাজ ছিল স্বশরীরে। তাই স্বশরীরে মি'রাজ ও ইসরা অস্বীকার করা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা। অথবা হাদিসে মুতাওয়াতির অস্বীকার করার কারণে কুফূরী হবে। কেননা বিষয়টি আল্লামা শামছুদ্দিন শাফেয়ী (রঃ) বর্ণনা মতে হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত।

হাদিস শরীফ থেকে পবিত্র মি'রাজ

রাসূলে পাক ﷺ এর পবিত্র মি'রাজ সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে। সবগুলো বর্ণনা আনতে গেলে কিতাবের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই সংক্ষেপে মূল বিষয়টি উত্থাপন করার চেষ্টা করছি। পবিত্র মি'রাজ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন,

-"কাতাদা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত মালেক ইবনে সা'সাআ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ কে যে রাত্রে মি'রাজ করানো হয়েছিল, সে রাত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সাহাবীদেরকে বলেছেন। একদা আমি কা'বার হাতিম অংশে কাত হয়ে শুয়েছিলাম।[২৬] রাবী (কাতাদা) বলেন, কখনো কখনো 'হিজর' শব্দ

---

২৫. রওদ্বাতুত তালেবীন, ১০ম খন্ড, ২০৬ পৃঃ;

২৬. অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলে পাক ﷺ উম্মে হানীর ঘরে ছিলে। যিনি আবু তালেবের মেয়ে ও রাসূলে পাক ﷺ এর চাচাত বোন। রাসূলে পাক ﷺ ছোট বেলা থেকেই সেই ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কেননা সেটা মূলত আবু তালিবের ঘর ছিল। মূলত উম্মে হানীর ঘর ছিল কাবার হেরেম শরীফের ভিতরেই। তাই সেই ঘরটি কাবার অংশ ছিল। (তাফছিরে জালালাইন, সূরা ইসরার প্রথম আয়াতের তাফছিরে হাশিয়ায়)

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলে পাক ﷺ নিজের ঘরে ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেন,

বলেছেন। (বস্তুত উভয়ই একই স্থানের নাম) এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং তিনি এই স্থান থেকে এই স্থান পর্যন্ত চিড়ে ফেললেন। অর্থাৎ হলকুমের নিচ হতে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত চিড়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি আমার ক্বলব বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হল। এরপর আমার ক্বলবকে ধৌত করা হয়। তারপর ইহাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর যমযমের পানি দ্বারা আমার পেট ধৌত করা হয়, পরে ঈমান ও হিকমতে ইহাকে পরিপূর্ণ করা হয়। তারপর আকারে খচ্চরের চাইতে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় সাদা বর্ণের বাহন আমার সামনে আনা হল। ইহাকে বলা হয় 'বোরাক'। ইহার দৃষ্টি যতদূর যেত সেখানেই ইহা পা রাখিত। অতঃপর আমাকে ইহার উপর আরোহন করানো হল। এবার হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে (উর্ধ্বলোকে) যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে? বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হল। যখন আমি ভিতরে পৌছলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত আদম (আঃ) কে। (তার প্রতি ইঙ্গিত করে) জিবরাইল (আঃ) বললেন, ইনি হলেন আপনার পিতা আদম (আঃ), তাকে সালাম করুন। তখন আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর

فُرِجَ عني سقفُ بَيْتِي وَأَنا بِمَكَّة فَنزل جِبْرِيل فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ

-"আমি মক্কায় থাকাকালীন আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হল এবং জিবরাইল (আঃ) অবতরণ করলেন। এরপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর ইহাকে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন।.. (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬৪)

হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে আরো উর্দ্ধে আরোহন করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন বলা হল, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হল। যখন আমি ভিতরে পৌছলাম। তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) কে। তাঁরা দুজন পরস্পর খালাত ভাই।[২৭] জিবরাইল (আমাকে) বললেন, ইনি হলেন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) আর ওনি হলেন হযরত ঈসা (আঃ)। আপনি তাদেরকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম তারা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্বে আরোহন করলেন এবং তৃতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হল। যখন আমি ভিতরে পৌছলাম। তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত ইউছুফ (আঃ) কে। জিবরাইল (আমাকে) বললেন, ইনি হলেন ইউছুফ (আঃ)। আপনি তাকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

---

২৭. হযরত ঈসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) পরস্পর খালাত ভাই নহেন; বরং হযরত ঈসা (আঃ) এর মাতা মারইয়াম (আঃ) ও ইয়াহইয়া (আঃ) পরস্পর খালাত ভাই ছিলেন। এখানে সম্ভবত সেটাকেই পরোক্ষভাবে ঈঙ্গিত করা হয়ছে।

অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে আরো উর্দ্ধে আরোহন করলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হল। যখন আমি ভিতরে পৌঁছলাম। তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত ইদ্রিস (আঃ) কে। জিবরাইল (আমাকে) বললেন, ইনি হলেন ইদ্রিস (আঃ)। আপনি তাকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্বে আরোহন করলেন এবং পঞ্চম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হল। যখন আমি ভিতরে পৌঁছলাম। তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত হারুন (আঃ) কে। জিবরাইল (আমাকে) বললেন, ইনি হলেন হযরত হারুন (আঃ)। আপনি তাকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্বে আরোহন করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর

সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হল। যখন আমি ভিতরে পৌঁছলাম। তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত মূসা (আঃ) কে। জিবরাইল (আমাকে) বললেন, ইনি হলেন মূসা (আঃ)। আপনি তাকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর আমি যখন তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এই জন্যে কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে (নবী বানিয়ে) পাঠানো হল, যার উম্মত আমার উম্মত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহন করলেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হল। যখন আমি ভিতরে পৌঁছলাম। তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে। জিবরাইল (আমাকে) বললেন, ইনি হলেন ইব্রাহিম (আঃ)। আপনি তাকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর আমাকে ছিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত উঠানো হল। আমি দেখতে পেলাম,[২৮] উহার ফল হাজার নামক অঞ্চলের মটকার ন্যায়। এবং উহার পাতা হাতির কানের মত। জিবরাইল বললেন, ইহা ছিদরাতুল মুন্তাহা। আমি

---

২৮. সেখানে একটি বড়ই গাছ রয়েছে, যার ফল মটকার মত ও পাতা হাতির কানের লতির মত। যে গাছের কথা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে **إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى** -"যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার ছিল তদ্বারা আচ্ছাদিত হল। (সূরা নাজম: ১৬)

(সেখানে) আরো দেখতে পেলাম চারটি নহর। দুই নহর অপ্রকাশ্য আর দুইটি নহর প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল! এই নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপকাশ্য দুইটি নহর হল, জান্নাতে প্রবাহিত দুইটি নহর।[২৯] আর প্রকাশ দুইটি হল, নীলনদ ও ফোরাত নদী। অতঃপর আমাকে বাইতুল মা'মুর দেখানো হল।[৩০] তারপর আমার সামনে হাজির করা হল, একপাত্র শরাব, একপাত্র দুধ ও একপাত্র মধু। ইহার মধ্য হতে আমি দুধ গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাইল আঃ বললেন, ইহা ফিতরাতের নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মত এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।[৩১] অতঃপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হল। আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। হযরত মূসা (আঃ) এর সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তিনি আমাকে বললেন, আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম, দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামায সম্পাদনে সক্ষম হবেনা। আল্লাহর কসম! আপনার পূর্বে আমি বনী ইসরাইলদের লোকদিগকে পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং বনী ইসরাইলদের হেদায়েতের জন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব, আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে নামায আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম, আল্লাহ আমার উপর হতে ১০ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি হযরত মূসা (আঃ) নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এইবারও অনুরুপ কথা বললেন। ফলে আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার উপর হতে

---

২৯. জান্নাতের দুটি নহর হচ্ছে হাউজে কাউছার ও রহমতের পানি। (মেরকাত)

৩০. **الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ** বাইতুল মামুর হল কাবা ঘরের বরাবর উপরে সপ্তম আকাশে একটি ঘর। যেখানে ৭০ হাজার ফেরেস্তা দৈনিক প্রবেশ করে যারা কেয়ামতের পূর্বে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ পাবেনা। (মেরকাত)

৩১. ছহীহ্ বুখারীর কিতাবুদ তাওহীদে ৭৫১৭ রয়েছে, হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, **ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذٰلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ،** -"অত:পর এত উপরের দিকে নেওয়া হল যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা।"

আরো ১০ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (আঃ) এ নিকট ফিরে আসলাম। তিনি অনুরুপ কথাই বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আরো ১০ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা (আঃ) এর নিকট ফিরে আসলে আবারও তিনি ঐ কথাই বললেন, আমি আবারও ফিরে গেলাম। আল্লাহ আমার জন্য ১০ ওয়াক্ত নামায কম করে দিলেন এবং আমাকে প্রত্যেহ ১০ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হল।[৩২] আমি মূসার নিকট ফিরে আসলাম। এবারও তিনি অনুরুপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ ৫ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হল। আমি হযরত মূসা (আঃ) এর কাছে আবারও ফিরে আসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে সর্বশেষ কি করতে আদেশ করা হল? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত প্রত্যেহ ৫ ওয়াক্ত নামায সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি বনী ইসরাইলের লোকদিগকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং বনী ইসরাইলের হেদায়েতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি। তাই আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো হ্রাস করার প্রার্থনা করুন। নবী করিম ﷺ বললেন, আমি আমার রবের কাছে এত অধিকবার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনর্বার প্রার্থনা জানাইতে আমি লজ্জাবোধ করতেছি। বরং আমি (আল্লাহর এই নির্দেশের উপর) সন্তুষ্ট।[৩৩] এবং আমি (আমার ও আমার উম্মতের ব্যাপার) আল্লাহর

---

৩২. কোন কোন বর্ণনায় প্রতিবারে ৫ ওয়াক্ত করে কমানোর কথাও রয়েছে।

قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِى. فَحَطَّ عَنِّى خَمْسًا

-"অতঃপর আমি রবের দরবারে প্রত্যাবর্তন করলাম ও আবেদন করলাম, ওহে রব তা'য়ালা! আমার উম্মতের জন্য কিছু সালাত কমিয়ে দেন। ফলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন।" (ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪২৯; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬৩; তাফছিরে জালালাইন, হাশিয়া)

৩৩. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেছেন,

উপর সোপর্দ করতেছি। নবী পাক ﷺ বললেন, আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হলাম, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষনাকারী ঘোষনা দিলেন, আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারি করে দিলাম।[৩৪] এবং আমার বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম।[৩৫]

অর্থাৎ ৫ ওয়াক্ত নামায পড়লে ৫০ ওয়াক্তের সাওয়াব দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, মেরাজ থেকে ফিরার পথে রাসূলে পাক ﷺ কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল। যেমন ছহীহ্ রেওয়ায়েতে আছে,

ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

-"অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখতে পেলাম ইহাতে মুক্তার গুম্বজসমূহ এবং ইহার মাটি মেসকের।"[৩৬]

আরেক বর্ণনায় আছে, হযরত ছাবেত আল বুনানী হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: আমার সম্মুখে বোরাক উপস্থিত করা হল। ইহা শ্বেত বর্ণের লম্বা কায়া বিশিষ্ট একটি প্রাণী। গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট। এর দৃষ্টি যতদূর যেত সেখানে পা রাখতো। আমি এতে আরোহন করে বাইতুল মুকাদ্দাছে এসে পৌঁছলাম। এবং অন্যান্য নবীগণ যেস্থানে নিজেদের সওয়ারী বাধতেন আমিও আমার বাহনকে সেখানে

وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، -"অবশ্যই ইজমা বা ঐক্যমত হয়েছে যে, ইসরার রাতেই নামায ফরজ হয়েছে।" (মেরকাত শরহে মেসকাত, বাবুল মি'রাজ, ৫৮৬২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়)

৩৪. অন্য হাদিসে আছে, **هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ** এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরজ, আর ইহা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মেসকাত শরীফ, ৫৮৬৪)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন: **لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ** -আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন নাই। (সূরা ইউনুছ: ৬৪)

৩৫. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৮৮৭; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৩৪; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৬১২;

৩৬. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৩৪২; ছহীহ্ মুসলীম, হাসি নং ৪৩৩; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬৪;

বাধলাম। নবী পাক ﷺ বলেন, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাছ মসজিদে প্রবেশ করে তথা দুই রাকাত নামায পড়লাম।[৩৭] তারপর মসজিদ হতে বাহিরে আসলাম। তখন জিবরাইল আমার কাছে, একপাত্র শরাব ও একপাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন হযরত জিবরাইল (আঃ) বললেন, আপনি ফিতরাত গ্রহণ করেছেন।[৩৮] এরপরের হাদিসটুকু প্রায় পূর্বের হাদিসের অনুরুপ। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেন,

فُرِجَ عني سقفُ بَيْتِي وَأَنا بِمَكَّة فَنزل جِبْرِيل فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ

-"আমি মক্কায় থাকাকালীন আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হল এবং জিবরাইল (আঃ) অবতরণ করলেন। এরপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর এটিকে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন।"[৩৯]

এভাবেই রাসূলে করিম ﷺ এর পবিত্র মি'রাজ সংগঠিত হয়েছে।

প্রিয় নবীজি ﷺ সিদরাতুল মুন্তাহায় গমন

এক জামাত উলামায়ে কেরামের মতে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর পবিত্র মি'রাজে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফর অকাট্যভাবে প্রমাণিত, যা অস্বীকার করলে কুফুরী হবে। মসজিদুল আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সফর হাদিসে মশহুর দ্বারা প্রমাণিত, যা অস্বীকার করলে পথভ্রষ্ট

---

৩৭ সে নামাযে রাসূলে করিম ﷺ ইমামতি করেছেন। যেমন ছহীহ্ রেওয়ায়েতে আছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, **فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ** -"ইত্যবসরে নামাজের সময় হল ও আমিই নামাজে তিনাদের ইমামতি করলাম। (ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৪৮; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬৬)

সেই জামাতে তথা বাইতুল মুকাদ্দাছে সকল নবীগণ উপস্থিত ছিলেন। যেমন প্রিয় নবীজি ﷺ বলেছেন: **وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ** -"আমাকে নবীগণের এক বিশাল জামাত দেখানো হল।" (ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৪৮; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬৬)

৩৮. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪২৯; মেসকাত শরীফ, ৫৮৬৩;

৩৯. মুত্তাফাকুন আলাইহি, মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬৪;

জাহান্নামী হবে। কেউ কেউ বলেছেন, মসজিদুল আকসা তথা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সফরও পবিত্র কোরআন ও হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত। মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আছে,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

-"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় প্রিয় বান্দাকে রাতে বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং ১)

এই আয়াতে রাসূলে পাক ﷺ এর মি'রাজে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে অন্য আয়াতে 'সিদরাতুল মুন্তাহায়' যাওয়ার কথাও পাওয়া যায়। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

-"আর নিশ্চয় তিনি (নবীজি ﷺ) তাকে (আল্লাহকে) আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত।" (সূরা নাজম, ১৩-১৫ নং আয়াত)

আলোচ্য আয়াতে রাসূলে করীম ﷺ এর সিদরাতুল মুনতাহার সফরের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। অতএব, মি'রাজ রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ সিদরাতুল মুনতাহায় গমনের বিষয়টি পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে একাধিক হাদিস শরীফেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম ইবনে খুজাইমা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন,

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان، عن شريك بن عبد الله، أنه قال: **سمعت أنس بن مالك، يقول: ليلة أسري برسول الله ﷺ من مسجد الكعبة،... حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى**

كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا شَاءَ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى

-"তাবেয়ী হযরত শারিক ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,... যখন জিবরাইল (আঃ) আমাকে মি'রাজে ছিদরাতুল মুন্তাহায় নিয়ে যায় তখন মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমার নিকটে আসেন এবং মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল। অতঃপর যা ওহী করার ওহী করলেন।"[৪০]

এই হাদিসে রাসূলে পাক ﷺ এর সিদরাতুল মুন্তাহায় গমনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলে পাক ﷺ এর সিদরাতুল মুন্তাহায় গমনের বিষয়ে আরেকটি হাদিসেও আছে, হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ) উল্লেখ করেন:-

اخْرُج ابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عَن أَبِيه عَن جده **عَن أَسمَاء بن أبي بكر قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يصف سِدْرَة الْمُنْتَهى.. فَقلت يَا رَسُول الله مَا رَأَيْت عِنْدهَا قَالَ رَأَيْت عِنْدهَا يَعْنِي ربه**

-"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ছিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে কি কি দেখেছেন? প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন, আমি সেখানে আমার রবকে দেখেছি।"[৪১]

এ বিষয়ে আরো অনেক বর্ণনা উল্লেখ করা যাবে। বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ পবিত্র মি'রাজ রাত্রে সিদরাতুল মুন্তাহায় স্বশরীরে গমন করেছেন ইহা অকাট্য দলিল অথবা হাদিসে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত। ছহীহ্ বুখারী ও সহীহ

৪০. ছহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৭৫১৭; ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃ:; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানাহ, হাদিস নং ৩৫৭; বায়হাক্বী: আসমা ওয়াস সিফাত, হাদিস নং ৯৩০; কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৮৮ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৭৮ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৩ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১৭তম জি: ৭০ পৃ:;

৪১. ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃ.

মুসলিমের হাদিসে রয়েছে, হযরত মালেক ইবনে ছা'ছা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ: هَذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى

-"অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হল। আমি দেখতে পেলাম,[৪২] উহার ফল হাজার নামক অঞ্চলের মটকার ন্যায়। এবং উহার পাতা হাতির কানের মত। হযরত জিবরাইল (আঃ) বললেন, ইহা ছিদরাতুল মুন্তাহা।"[৪৩]

অতএব, আল্লাহর রাসূল ﷺ সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়েছেন ইহা পবিত্র কোরআন ও বহু সংখ্যক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

রাসূলে পাক ﷺ এর আরশ গমন

আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম বিশ্বাস করেন, আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম ﷺ পবিত্র মি'রাজ রজনীতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আরশে আযীমে এমনকি ইহার উপরেও গমন করিয়েছেন। এ বিষয়ে একাধিক দালাইল বিদ্যমান রয়েছে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

আকিদার কিতাবে- রাসূলে পাক ﷺ'র আরশ গমন

আকাইদের কিতাব সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাব হল **'শারহু আকাইদিন নাসাফি'**। উক্ত কিতাবে রাসূলে আকরাম ﷺ এর আরশ গমন কিংবা আরো উপরে আরোহন সম্পর্কে আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (রহঃ) পরিস্কার করে বলেছেন-

وقوله ثم الى ما شاءالله تعالى اشارة الى اختلاف اقوال السلف فقيل الى الجنة وقيل الى العرش وقيل الى فوق العرش وقيل الى طرف العالم

---

৪২. সেখানে একটি বড়ই গাছ রয়েছে, যার ফল মটকার মত ও পাতা হাতির কানের লতির মত। যে গাছের কথা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে **إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى** -"যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার ছিল তদ্বারা আচ্ছাদিত হল। (সূরা নাজম, আয়াত নং-১৬)

৪৩. মিশকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬২

فالاسراء وهو من المسجد الحرام الى بيت المقدس قطعى ثبت بالكتاب والمعراج من الارض الى السماء مشهور ومن السماء الى الجنة او الى العرش او الى غير ذلك احاد

-"অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা যা চেয়েছেন' এই কথার ব্যাখ্যা হল, পূর্ববর্তীগণের মাঝে এই ইশারার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন জান্নাত পর্যন্ত, কেউ বলেছেন আরশ পর্যন্ত, কেউ বলেছেন আরশের উপরে পর্যন্ত, কেউ বলেছেন জগতের শেষ পর্যন্ত। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এই ইসরা হল কিতাবুল্লাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। যমিন থেকে আসমান পর্যন্ত মি'রাজ হাদিসে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত। আর আসমান থেকে জান্নাত পর্যন্ত অথবা আরশ পর্যন্ত অথবা অন্যান্য স্থানে যাওয়ার বিষয়টি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত।"[৪৪]

সুতরাং শারহু আকাইদে নাসাফীর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ মি'রাজ রাত্রে আরশে কিংবা আরশের উপরে আরোহনের বিষয়টি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রিয় নবীজি ﷺ এর পবিত্র মি'রাজ রজনীতে আরশ গমন কিংবা আরশের উপরে আরোহন সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ্, ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) **'শারহু ফিকহিল আকবার'** গ্রন্থে লিখেন,

ولذا اختلف فى الانتهاء فقيل الى الجنة وقيل الى العرش وقيل الى ما فوقه وهو مقام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى

-"পবিত্র মি'রাজে রাসূল ﷺ এর সর্বশেষ প্রান্ত নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন জান্নাত পর্যন্ত, কেউ বলেছেন আরশ পর্যন্ত, কেউ বলেছেন আরশের উপরেও আর ইহা হল কাবা কাউছাইনে আও আদনা।"[৪৫]

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) অন্যত্র আরো বলেছেন,

وَبِهَذَا لَمَّا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَوِيَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْأَرْوَاحُ عُرِجَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَكْمَلُهُمْ قُوَّةً نَبِيُّنَا، فَعُرِجَ بِهِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.

-"এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবীগণ (আঃ) শক্তি দান করেছেন, ফলে তিনাদের রুহ সমূহ আসমানে আরোহন করেছেন। আর আমাদের

৪৪. আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী, শারহু আকাইদিন নাসাফী, ১৪৪ পৃ.
৪৫. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, শারহু ফিকহিল আকবার, ১৮৯ পৃ.

নবীর উছিলায় সকল নবীগণের শক্তিকে পরিপূর্ণ করেছেন। ফলে রাসূলে পাক ﷺ কে কা'বা কাউছাইনে আও আদনা পর্যন্ত আরোহন করিয়েছেন।"[৪৬]

অতএব, ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর দলিল থেকে পরিস্কার বুঝা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ আরশে আযীম কিংবা আরশের উপরেও আরোহর করেছেন। কেননা 'কাবা কাওছাইনে আও আদনা' এই মাকাম আরশের উপরে, যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ গমনের বিষয়টি সুস্পষ্ট।

এ বিষয়ে আরেকটি আকিদার কিতাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আব্দির রহমান খামিছ (রহঃ) এভাবে বলেছেন,

وقد أُسري بالنبي ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق في صحبة جبريل، ثم عُرج به إلى السماوات العلا، فرأى في الأولى آدم، وفي الثانية يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، عليهم السلام، وكلهم قد رحَّب به، وأقر بنبوته ﷺ، ثم رُفع إلى سدرة المنتهى، ثم رُفع إلى البيت المعمور، ثم عُرج به إلى الجبار ﷻ، فدنا حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة،

-"অবশ্যই রাসূলে আকরাম ﷺ কে হযরত জিবরাইলকে সাথী করে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত বোরাকের মাধ্যমে সফর করানো হয়েছে। অতঃপর সর্বোচ্চ আকাশে নেওয়া হয়েছে। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ) কে দেখলেন। দ্বিতীয় আসমানে ইউসূফ (আঃ) কে দেখলেন। তৃতীয় আসমানে ইউসূফ (আঃ) কে দেখলেন। চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস (আঃ) দেখলেন। পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ) কে দেখলেন। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আঃ) কে দেখলেন। সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহিম (আঃ) কে দেখলেন। প্রত্যেকেই তাঁকে স্বাগতম জানালেন এবং তাঁর নবুয়তের সাথে একাত্যতা পোষণ করলেন। অতঃপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় উর্ধ্বগমন করালেন। অতঃপর বাইতুল মামুর উর্ধ্বগমন করালেন। অতঃপর আল্লাহু

৪৬. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেশকাত, ৯/৩৭৫৭ পৃ. হা/৫৮৬১

জাব্বার জালালুহু এর নিকটবর্তী করানো হল[৪৭] এমনকি দুই ধনুক কিংবা আরো নিকটবর্তী করালেন। অতঃপর প্রতি দিন ও রাতে তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করলেন।"[৪৮]

এই দলিল থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম ﷺ সিদরাতুল মুন্তাহা পার হয়ে বাইতুল মা'মুর অতঃপর আরো উপরে গিয়েছেন। যা কাবা কাওছাইনে আও আদনার স্তরে পর্যন্ত পৌঁছেছেন।

আল্লামা সদরুদ্দিন মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনে আবীল উজ্জা হানাফী দামেস্কী (রহঃ) (ওফাত ৭৯২ হিজরী) আল্লাহর রাসূল ﷺ মি'রাজ রাত্রে আরশে কিংবা আরশের উপরে আরোহনের বিষয়ে লিখেছেন-

ثم عرج إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَلَقِيَ فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَّبَ بِهِ وَأَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ثُمَّ رُفِعَ لَهُ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً،

-"অতঃপর রাসূল ﷺ কে সপ্তম আসমানে উর্ধগমন করানো হল। সেখানে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি রাসূল ﷺ কে স্বাগতম জানালেন ও নবুয়্যাতের সাথে একাত্যতা পোষন করলেন। অতঃপর তিনাকে সিদরাতুল মুন্তাহায় উর্ধগমন করালেন। অতঃপর বাইতুল মামুর উর্ধগমন করালেন। অতঃপর আল্লাহু জাব্বার জালালুহু এর নিকটবর্তী করানো হল, যার নামসমূহ পুতঃপবিত্র। এমনকি দুই ধনুক কিংবা আরো নিকটবর্তী করালেন। অতঃপর তিনার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। আর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করলেন।"[৪৯]

---

৪৭. এখানে নিকটবর্তী হওয়া মূলত নৈকট্য হাসিলের অর্থে।

৪৮. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আব্দির রহমান খামিছ: এ'তেকাদু আহলিস সুন্নাহ শারহু আসহাবিল হাদিস, ১ম খণ্ড, ১৫৩ পৃ.

৪৯. আল্লামা সদরুদ্দিন হানাফী: শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃ:;

এখানেও আল্লাহর রাসূল ﷺ সিদরাতুল মুন্তাহা অতিক্রম করে বাইতুল মা'মুর গমন অতঃপর আরো উপরে আরোহনের বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। এমনকি 'কাবা কাউছাইনে আও আদনা' স্তরে গমন করেছেন, যা আরশে আযীমের উপরে অবস্থিত। অতএব, আকাইদের কিতাবের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল ﷺ পবিত্র মি'রাজ রজনীতে সাত আসমান অতিক্রম করে, সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছেন ও বাইতুল মা'মুরে গমন করেছেন। অতঃপর আরশে আযীমে কিংবা আরশের উপরেও আরোহন করেছেন, যাকে 'কাবা কাউছাইনে আও আদনা' বলা হয়।

হাদিস থেকে রাসূল ﷺ আরশ গমন

আল্লাহর রাসূল ﷺ পবিত্র মি'রাজ রজনীতে আরশে আযীমে কিংবা আরশের উপরে আরোহনের বিষয়টি বহু সংখ্যক হাদিস থেকে প্রমাণিত রয়েছে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। যেমন ছহীহ্ হাদিসে রয়েছে,

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُرِجَ بِي حَتَّى مَرَرْتُ بِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ

-"হযরত ইবনে শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবেয়ী হযরত ইবনু হাজেম (রহঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নিশ্চয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু হাব্বা আনছারী (রাঃ) উভয়ে হাদিস বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, অতঃপর আমাকে আরও উপরে উঠানো হল অতঃপর এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই যেখানে আমি কলম সমূহের লেখার শব্দ শুনতে পাই।"[৫০]

---

৫০. ছহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪৯; ছহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৩৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬৬৬১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১২৮৮; মুসনাদে আবি ই'য়ালা, হাদিস নং ২৫৩৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং ৭৪০৬; ইমাম তাবরানী, মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ৮২১; ইমাম বাগভী: শারহু সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৭৫৪

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ মি'রাজ রজনীতে এমন স্থানে গমন করেছেন যেখানে কলমের লেখার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। এবার অন্য হাদিস থেকে জানব, এই কলম লেখার স্থানটি আরশের উপরে নাকি আরশের নিচে। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন সৃষ্টির কাজ সম্পাদন করলেন, তখন তিনি তার কিতাব লাওহে মাহফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তার নিকট আছে। নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।"[৫১]

এই হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে কলম লেখার স্থানটি বা কিতাবটি **فَوْقَ العَرْشِ** আরশের উপরে অবস্থিত। এজন্যেই ফুরফুরা শরীফের বিখ্যাত আলিম, আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি (রহঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

"ছহিহ বোখারী ও মোছলেমের হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে,- নবী ﷺ মে'রাজের রাত্রে সাত আসমান অতিক্রম করিয়া আরশের উপর আরোহন করিয়াছিলেন! প্রত্যেক আসমানে এক একজন নবীর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।"[৫২]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিজুল হাদিস, ইমাম ইবনু হাজার আস্কালানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

قَوْلِهِ فَوْقَ الْعَرْشِ فِي بَابِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ أَيْضًا وَالْغَرَضُ مِنْهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فَوْقَ الْعَرْشِ

---

৫১. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩১৯৪; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৭১৪৫; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ৭৫০০; ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭৭০৩; ইমাম আবু বকর খাল্লাল: আস সুন্নাহ, হাদিস নং ৩২৬; ইমাম বায়হাক্বী: আল এ'তেকাদ, ১ম খন্ড, ১১৪ পৃ:; ইমাম ইবনে আছেন: আস সুন্নাহ, হাদিস নং ৬০৮; ছহীহ্ ইবনু হাব্বান, হাদিস নং ৬১৪৩; ইমাম বাগভী: শারহু সুন্নাহ, হাদিস নং ৪১৭৭; মেসকাত, হাদিস নং ৫৭০০; তাফছিরে আব্দির রায্যাক, হাদিস নং ৭৮০;

৫২. আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি: ইসলাম ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা নং ৬;

-"রাসূলে পাক ﷺ এর বাণী 'আরশের উপর' এবং অন্য অনুচ্ছেদে আছে 'আরশ ছিল পানির উপর'। পূর্বেই এই হাদিসের ব্যাখ্যা করেছি। ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত রয়েছে যে, লাওহে মাহফুজ আরশের উপরে বিদ্যমান।"[৫৩]

কিতাব যেখানে লিখে সে স্থানের নাম সম্পর্কে শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

قَوْله: كتب فِي كِتَابه ، أَي: أَمر الْقَلَم أَن يكْتب فِي كِتَابه وَهُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ،

-"রাসূলে পাক ﷺ এর বাণী 'তিনি তার কিতাবে লিখলেন' অর্থাৎ কলমকে আদেশ দিলেন তার কিতাবে লিখার, আর ইহা হল লাওহে মাহফুজ।"[৫৪]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) তদীয় কিতাবে আরো বলেছেন-

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يُشِير بِهِ إِلَى أَن اللَّوْح الْمَحْفُوظ فَوق الْعَرْش.

-"এই হাদিসের সাথে সম্বন্ধ রয়েছে যে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে লাওহে মাহফুজ আরশের উপরের ব্যাপারে ঈঙ্গিত রয়েছে।"[৫৫]

উল্লেখিত বর্ণনা গুলোর আলোকে বলা যায়, লাওহে মাহফুজ বা কলম লিখার স্থানটি আল্লাহ তা'য়ালার আরশের উপরে। আর ইহা স্পষ্টত যে, আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম ﷺ কলম লেখার আওয়াজ যেখানে হয় তথা লাওহে মাহফুজের কাছে গিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে ইমাম কাসতালানী (রহঃ) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন-

وقال أنس بن مالك وغيره من السلف: اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل. وقال مقاتل: هو عن يمين العرش.

---

৫৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১৩তম খণ্ড, ৫২৬ পৃ: ৭৫৫৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়।

৫৪. ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ২৫ তম খন্ড, ১৯৭ পৃ: ৭৫৫৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়।

৫৫. ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ২৫ তম খন্ড, ১৯৭ পৃ: ৭৫৫৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

-"হযরত আনাস (রাঃ) ও অন্যান্য সালাফগণ বলেছেন, লাওহে মাহফুজ হযরত ইসরাফিল (আঃ) এর সামনে। হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেছেন, ইহার আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত।[৫৬]

এই বর্ণনা মোতাবেকও প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ আরশে গিয়েছেন। কেননা লাওহে মাহফুজ আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত। আর সেখানেই আল্লাহর হাবীব ﷺ গিয়েছেন ও কলমের লেখার আওয়াজ শুনেছেন। তবে ইমাম কাসতালানী (রহঃ) এ বিষয়ে পরিস্কার করে বলেছেন-

إن الله عز وجل كتب كتابًا إما حقيقة عن كتابة اللوح المحفوظ أي خلق صورته فيه أو أمر بالكتابة قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش.

-"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তার কিতাব লিখলেন, এর হাকিকত হল লাওহে মাহফুজের সূরত সৃষ্টি করলেন এবং লিখার আদেশ দিলেন। আর ইহা ছিল সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে। নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল। আর লাওহে মাহফুজ আল্লাহর কাছে আরশের উপর রয়েছে।"[৫৭]

সুতরাং উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল আরশের উপরে লাওহে মাহফুজ পর্যন্তও গিয়েছেন। (সুবহানাল্লাহ)

ইমাম কুরতবী (রহঃ) ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) আরেকটি রেওয়ায়েতের কথা তদীয় স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

قُلْتُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (دَنا فَتَدَلَّى) أَنَّهُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، أَيْ تَدَلَّى الرَّفْرَفُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ فَدَنَا مِنْ رَبِّهِ.

-"আমি (কুরতবী) বলি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী 'দানা ফাতাদাল্লা' এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় তিনি

---

৫৬. ইমাম কাসতালানী: এরশাদুছ ছারী শরহে বুখারী, ৫ম খন্ড, ২৫২ পৃ: ৩১৯৪ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

৫৭. ইমাম কাসতালানী: এরশাদুছ ছারী শরহে বুখারী, ১০ম খন্ড, ৪৭১ পৃ: ৭৫৫৪ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

অগ্রজ এবং পশ্চাদ। অর্থাৎ মি'রাজ রাতে নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্য রফরফ প্রস্তুত করা হল। ফলে তিনি রফরফে বসলেন এমনকি রব তা'য়ালার নিকটে[৫৮] নেওয়া হল।"[৫৯]

এই হাদিস মোতাবেক আল্লাহর রাসূল ﷺ সিদরাতুল মুন্তাহা অতিক্রম করে রফরফের মাধ্যমে আরশের উপরেও গমন করেছেন। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন,

لمحمّد صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ وفي نسخة حتى (رفع) أي بصيغة المجهول أي لربه فدنا من ربّه

-"মি'রাজ রাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্য রফরফ প্রস্তুত করা হল। ফলে তিনি রফরফে বসলেন। 'ছুম্মা' অন্য ছাপার মধ্যে 'হাত্তা' রয়েছে। 'রুফিয়া' অর্থাৎ মাজহুলের সিগাহ উল্লেখ রয়েছে এটা আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য বুজানোর কারণে।"[৬০]

এখানে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) রাসূলে পাক ﷺ এর সিদরাতুল মুন্তাহা পার হয়ে রফরফের মাধ্যমে অজানা পর্যন্ত গমনের বিষয়টা ইঙ্গিত করেছেন। আর এ কারণেই **رفع** শব্দটি মাজহুলের সিগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ কারণেই ছহীহ্ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে ৭৫১৭ নং হাদিসে হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ،-"অতঃপর এত উপরের দিকে নেওয়া হল যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানে না।" অর্থাৎ, পবিত্র মি'রাজ রজনীতে রাসূলে আকরাম ﷺ শুধু আরশে আযীমে গিয়েছেন তা নয়! বরং এমন অজানা স্থানেও গিয়েছেন যেস্থান সম্পর্কে সৃষ্টি জগতের কেউ অবগত নন। (সুবহানাল্লাহ)

---

৫৮. এটা আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যের নিকটবর্তী বুঝানো হয়েছে।

৫৯. তাফসিরে কুরতবী, ১৭তম খণ্ড, ৯৮ পৃ. সূরা নাজমের তাফসিরে; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে শিফা, ১ম খণ্ড, ৪৪০ পৃ.

৬০. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে শিফা, ১ম খণ্ড, ৪৪০ পৃ:;

এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলে পাক ﷺ মি'রাজ রজনীতে নৈকট্যের দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহর তা'য়ালার নিকটবর্তী হয়েছেন, এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে। যেমন নিচের বর্ণনা গুলো লক্ষ্য করুন-

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} قَالَ: هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَا فَتَدَلَّى إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা' ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মদ ﷺ তাঁর নিকটবর্তী হলেন।"[৬১]

এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْأُمَوِيِّ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى قَالَ: دَنَا رَبُّهُ فَتَدَلَّى**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা' ব্যাখ্যায় বলেছেন: তার রব তার নিকটবর্তী হলেন।"[৬২]

আর এ বিষয়টিই ছহীহ্ বুখারীর মধ্যে এভাবে রয়েছে,

وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ: خَمْسِينَ صَلاَةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

-"ফলে তিনি জাব্বার রাব্বুল ইজ্জাত এর নিকটবর্তী হলেন এমনকি দুই ধনুক কিংবা আরো কম দূরত্ব ছিল। অতঃপর তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। তার উম্মতের জন্য প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত নামায দিলেন।"[৬৩]

---

৬১. ইমাম তাবরানী, মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ১১৩২৮; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭২ পৃ:; তাফসিরে কুরতুবী, ১৭তম খণ্ড, ৭০ পৃ. ইমাম কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১/২৪২ পৃ.

৬২. ইমাম তাবারী, তাফসিরে তাবারী, ২২তম খণ্ড, ১৪ পৃ.

৬৩. ছহীহ বুখারী, হাদিস নং ৭৫১৭

অতএব, রাসূলে আকরাম ﷺ নৈকট্যের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর তা'য়ালার নিকটবর্তী হয়েছিলেন, যাকে 'কাবা কাওছাইনে আও আদনা' বলা হয়। ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) শারহু ফিকহিল আকবার গ্রন্থে পরিস্কার উল্লেখ করেছেন, কাবা কাউছাইনে আও আদনা' এই স্তরটি আরশেরও উপরে অবস্থিত।

এ ব্যাপারে শারিহে বুখারী ইমাম শিহাবুদ্দিন কাসতালানী (রহঃ) তদীয় কিতাবে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন,

وفى رواية: فتقدمت وجبريل على أثرى، حتى انتهى بى إلى حجاب فراش الذهب فحرك الحجاب، فقيل من هذا؟ قال: أنا جبريل ومعى محمد ﷺ فقال الملك: الله أكبر،... فلم أزل كذلك من حجاب إلى حجاب، حتى جاوزت سبعين حجابا، غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام، فقال لى: تقدم يا محمد، فمضيت فانطلق بى الملك، ثم دلى لى رفرف أخضر يغلب ضوؤه ضوء الشمس، فالتمع بصرى، ووضعت على ذلك الرفرف، ثم احتملت حتى وصلت إلى العرش،... الحديث. رواه والذى قبله فى كتاب شفاء الصدور

-"হাদিসের মধ্যে আছে, (আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন) আমি ও জিবরাইল (আঃ) সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি স্বর্ণের গদির পর্দার নিকট পৌছলাম ও সেথায় আঘাত করা হল। বলা হল, কে? আমি জ্রিাইল ও আমার সাথে নবী মুহাম্মদ ﷺ। ফেরেস্তা বলে উঠল: আল্লাহু আকবার।... এমনিভাবে একটি পর্দা থেকে আরেকটি পর্দায় নেওয়া হল এমনকি ৭০ টি পর্দায় গেলাম। প্রতিটি পর্দার দূরত্ব ৫০০ বছরের রাস্তা। একজন ফেরেস্তা ঘোষণা করল, ওহে মুহাম্মদ ﷺ! সামনে অগ্রসর হোন। অতঃপর আমার জন্য সবুজ 'রফরফ' প্রস্তুত করা হল, যার ঔজ্জল্য সূর্যের আলোর উপর বিরাজ করছিল এমনকি আমার চোখ ঝলকানি দিল। ফলে আমি রফরফের উপর আরোহন করলাম ও ঝলসানি সয্য করলাম অতঃপর আরশে আজিমে পৌঁছলাম।... আল হাদিস।

এই হাদিস এবং ইহার পূর্বের হাদিসটি কিতাবু শিফাইছ সূদুর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"[৬৪]

এই রেওয়ায়েতের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে,

حتى وصلت إلى العرش -"এমনকি আরমে আজিমে পৌঁছলাম।" অতএব, রাসূলে পাক ﷺ এর আরশ গমনের বিষয়টি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। যা বহু সংখ্যক হাদিস থেকে প্রমাণিত রয়েছে। এ বিষয়ে আরো কিছু হাদিস উল্লেখ করা যায়। যেমন লক্ষ্য করুন,

واخرج الدَّارَقُطْنِيّ فِي الافراد والخطيب وَابْن عَسَاكِر **عَن أبي الدَّرْدَاء عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رَأَيْت لَيْلَة أسرِي بِي فِي الْعَرْش فِرْنَدَةً خَضْرَاءَ فِيهَا مَكْتُوب بِنور أَبيض لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله ابو بكر الصّديق عمر الْفَارُوق**

-"হযরত আবু দারদা (রাঃ) প্রিয় নবীজি ﷺ এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: যখন আমাকে ইসরায় নেওয়া হল তখন দেখলাম আরশের খুটির মধ্যে সাদা নূরের দ্বারা লিখিত আছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আবু বাকর সিদ্দিক ও উমর ফারুক।"[৬৫]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, মি'রাজ রাতে রাসূলে পাক ﷺ আরশে আযীমে লেখা নিজের চোখে দেখেছেন। কেননা সেখানে **رَأَيْت** (রাআইতু) শব্দ রয়েছে এবং **أسرِي بِي** (উসরিয়া বী) আমাকে ইসরা করানো হয়েছে এই কথা রয়েছে। অতএব, রাসূলে পাক ﷺ ইসরার সময় নিজের চোখে দেখেছেন।

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

وَأخرج ابْن أبي الدُّنْيَا **عَن أبي الْمخَارِق قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرَرْت لَيْلَة أسرِي بِي بِرَجُل فِي نور الْعَرْش قلت: من هَذَا ملك**

---

৬৪. ইমাম কাসতালানী: মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ৪৮৪ পৃ.

৬৫. ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ১৩ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৫ম খণ্ড, ২১৯ পৃ.

قيل: لَا قلت: نَبِي قيل: لَا قلت: من هَذَا قَالَ: هَذَا رجل كَانَ فِي الدُّنْيَا لِسَانه رطب من ذكر الله وَقلبه مُعَلّق بالمساجد وَلم يستسب لوَالِديهِ

-"হযরত আবুল মাখারিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: আমি ইসরার রাত্রে আরশের নূরের মধ্যে রয়েছে এমন একজন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমি (জিবরাইলকে) বললাম, ইহা কি ফিরিশতা? আমাকে বলা হল, না। আমি বললাম, তিনি কি নবী? আমাকে বলা হল, না। আমি বললাম, ইহা কে? তিনি বললেন, সে এমন একজন ব্যক্তি যার দুনিয়া থাকা অবস্থায় জিহবায় সর্বদায় আল্লাহর জিকিরে তাজা থাকত ও মসজিদের প্রতি আসক্ত ছিল এবং তার সন্তানদের দ্বারা বিভ্রাটে পড়তনা।"[৬৬]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসরার রাতে আরশের নূরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন ও এই নূরের মধ্যে যারা ছিল তাদেরকেও দেখেছেন। (সুবহানাল্লাহ) এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন-

واخرج ابْن عدي وَابْن عَسَاكِر **عَن انس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما عرج بِي رَأَيْت على سَاق الْعَرْش مَكْتُوبًا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: যখন আমাকে মি'রাজে নেওয়া হল, তখন আরশের খুটির মধ্যে লিখিত দেখলাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"[৬৭]

এই হাদিস থেকেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাসূল ﷺ মি'রাজ রাত্রে আরশের মধ্যে কালিমা শরীফ লেখা নিজের চোখে দেখেছেন। আর এই দেখা ছিল মি'রাজের যাওয়ার মাধ্যমে। স্বপ্নে বা অন্তরচক্ষু দ্বারা নয়। কেননা সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে **لما عرج بِي** যখন আমাকে মি'রাজ করানো হয়েছে তখন দেখেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

---

৬৬. ইমাম সুয়ূতি, তাফছিরে দুররুল মানসুর, ১ম খন্ড, ৩৬২ পৃ:;

৬৭. ইমাম ছিয়তী: খাছাইছুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৩ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ২১৯ পৃ:;

وَأخرج ابْن عَسَاكِر **عَن سهل بن سعد رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لما أسرى بِي جِبْرِيل سَمِعت تسبيحاً فِي السَّمَاوَات العلى فَرَجَفَ فُؤَادِي فَقَالَ لي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام: تقدم يَا مُحَمَّد وَلَا تخف فَإِن اسْمك مَكْتُوب على الْعَرْش لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله**

-"হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন, যখন আমাকে জিবরাইল (আঃ) ইসরা করাচ্ছিল তখন আমি সর্বোচ্চ আসমানে তাসবীহের আওয়াজ শুনতে পেলাম। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমাকে বললেন, আপনি সামনে অগ্রসর হোন এবং ভয় পাবেন না। কেননা আল্লাহর আরশের মধ্যে লেখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।"[৬৮]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, হযরত জিবরাইল (আঃ) এর শেষ সীমানা সিদরাতুল মুন্তাহার পরেও আল্লাহর রাসূল ﷺ অগ্রসর হয়েছেন। সেখানে জিবরাইল (আঃ) কর্তৃক আরশে কালিমা শরীফের লেখার কথা দ্বারা বুঝা যায় রাসূলে পাক ﷺ আরশে আযীমে গিয়েছেন। যেমন- অনেক সময় কারো সফরের সময় বলা হয়, তুমি চিন্তা করোনা ঢাকায় তোমার চাচা রয়েছে। তার মানে যেখানে চাচা রয়েছে সফরকারী সেখানে যাচ্ছে, আর এ কারণেই সাহসের জন্য এরুপ বলা হয়। এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন,

واخرج ابْن عَسَاكِر **عَن عَليّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْلَة أسرِي بِي رَأَيْت على الْعَرْش مَكْتُوبًا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله أَبُو بكر الصّديق عمر الْفَارُوق عُثْمَان ذُو النورين**

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: যখন আমাকে ইসরায় নেওয়া হল তখন আরশে লিখিত দেখলাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আবু বাকর সিদ্দিক, উমর ফারুক ও উসমান যুন নূরাইন।"[৬৯]

---

৬৮. ইমাম সুয়ূতি: তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৫ম খন্ড, ২১৭ পৃ:;

৬৯. ইমাম ছিয়তী: খাছাইছুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৩ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ২১৯ পৃ:;

এই হাদিস থেকেও বুঝা যায়, রাসূলে পাক ﷺ ইসরার রাতে আরশে আযীমের লেখা গুলো নিজের চোখে দেখেছেন। এই দেখাটা স্বপ্নে বা অন্তর চোখ দ্বারা নয় বরং চর্ম চোখ দ্বারা ছিল। কেননা হাদিসে **لَيْلَةَ أسرِي بِي رَأَيْت** 'আমাকে ইসরা করানোর রাতে আমি দেখেছি' কথাটি রয়েছে। এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন,

عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ليلةَ أُسريَ بي رأيتُ على العرشِ مَكتوباً: لا إلهَ إلا اللهُ، محمدٌ رسولُ اللهِ، أبوبكرٍ الصديقُ، عمرُ الفاروقُ، عثمانُ ذو النُّورَينِ يُقتلُ مَظلوماً

-"হযরত জাফর ইবনু মুহাম্মদ রাঃ তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, রাতে যখন আমাকে ইসরা করা হল, তখন আমি দেখলাম আরশের মধ্যে লেখা আছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আবু বাকর সিদ্দিক, উমর ফারুক ও উসমান যুন নূরাইন মাযলুম অবস্থায় শহীদ হবে।"[৭০]

এজন্যেই আল্লাহর রাসূল ﷺ হযরত আলী (রাঃ) বললেন,

يا على فى العرش مكتوب أنا الله محمد رسولى (أبو نعيم عن على)

-"ইমাম আবু নুয়াইম হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন: হে আলী আরশের মধ্যে লেখা আছে আমিই আল্লাহ আর হযরত মুহাম্মদ আমার রাসূল।"[৭১]

সুতরাং উল্লেখিত হাদিসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ পবিত্র মি'রাজ রাতে আরশে আযীমে গিয়েছেন এবং আরশের উপরেও গিয়েছেন। যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ অবগত নয়।

আইম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রাসূল ﷺ আরশ গমন:

৭০. আল ইমা ইলা জাওয়াইদে আমালী ওয়াল আযযা;

৭১. ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ২৬১৫৬;

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম ﷺ আরশে আযীমে গমনের বিষয়ে আইম্মায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত সুস্পষ্ট মত পেশ করেছেন। নিচে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে প্রখ্যাত মুফাস্সির, আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী হানাফী (রহঃ) উল্লেখ করেন,

وذكر مولانا عبد الرحمن الدشتي ثم الجامي أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلى ما وراء ذلك بالروح فقط

-"মাওলানা আব্দুর রহমান দাসতী (রহঃ) ও জামী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয় আরশ পর্যন্ত মি'রাজ ছিল রুহ মুবারক ও শরীর মুবারক সহ। এ পরে যা রয়েছে তা শুধু রুহ মুবারক দিয়ে।"[৭২]

এখানে স্পষ্ট করেই আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (রহঃ) আরশে আযীম পর্যন্ত সফরের কথা উল্লেখ করেছেন।

উলামায়ে কেরাম পবিত্র মি'রাজের কয়েকটি ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (রহঃ) তদীয় তাফছির গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

وذكر العلائي في تفسيره أنه كان للنبي عليه الصلاة وَالسَّلَامُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ خمسة مراكب، الأول البراق إلى بيت المقدس، الثاني المعراج منه إلى السماء الدنيا، الثالث أجنحة الملائكة منها إلى السماء السابعة، الرابع جناح جبريل عليه السلام منها إلى سدرة المنتهى، الخامس الرفرف منها إلى قاب قوسين،

-"আল্লামা আলায়ী (রহঃ) স্বীয় তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পবিত্র ইসরার রাতে রাসূলে পাক ﷺ এর পাঁচটি ধাপ রয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বোরাকের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত মি'রাজ যা আসমান পর্যন্ত। তৃতীয়ত ফেরেস্তার ডানার মাধ্যমে ৭ম আসমান পর্যন্ত। চতুর্থত জিবরাইল (আঃ) এর ডানার মাধ্যমে ছিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত। পঞ্চমত রফরফের মাধ্যমে কাবা কাউছাইন পর্যন্ত।"[৭৩]

---

৭২. আল্লামা আলূসী, তাফছিরে রুহুল মাআনী, ৮ম খন্ড, ১১ পৃ: সূরা ইসরার তাফছিরে;

৭৩. আল্লামা আলূসী, তাফছিরে রুহুল মাআনী, ৮ম খন্ড, ১১ পৃ: সূরা ইসরার ব্যাখ্যায়;

এই বর্ণনা মোতাবেক আল্লাহর রাসূল ﷺ রফরফের মাধ্যমে কাবা কাউছাইন পর্যন্ত গমন করেছেন। যা আরশে আযীমেরও বহু উপরে। আল্লামা নূরুদ্দিন আলী হালভী (রহঃ) আরো সুন্দর বলেছেন-

وفاعل دنا محمد ﷺ: أي تدلى الرفرف لمحمد ﷺ حتى جلس عليه، ثم دنا محمد ﷺ من ربه سبحانه وتعالى: أي قرب قرب منزلة وتشريف لا قرب مكان،

-"আর কর্তা হল মুহাম্মদ ﷺ, তিনি নিকটবর্তী হলেন। মি'রাজ রাতে নবী মুহাম্মদ ﷺ এর জন্য রফরফ প্রস্তুত করা হল। ফলে তিনি রফরফে বসলেন এমনকি রব তা'য়ালার নিকটবর্তী হল। অর্থাৎ নিকটবর্তী হল সম্মানের নিকটবর্তী স্থান, কোন স্থানগত নয়।"[৭৪]

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ইমাম ও মুজাদ্দিদ, হাজার বছরের মুজাদ্দেদ হযরত **শায়েখ আহমদ ছেরহেন্দী মুজাদ্দেদ আল্ফেছানী ফারুকী (রঃ)** তদীয় মাকতুবাত শরীফে বলেছেন,

-"হজরত মুহাম্মদ ﷺ জগত পিতার প্রিয় ব্যক্তি এবং পূর্ব ও পরবর্তী যাবতীয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বশরীরে মি'রাজগমন ও আরশ-কুরছী মকান (স্থান) জমান (কাল) অতিক্রম করতঃ উর্ধ্বারোহন করা স্বত্বেও ওলামাগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ আলেম দর্শন না করারই পক্ষপাতী। এমাম গাজ্জালী বলিয়াছেন যে, সত্য কথা এই যে, মে'রাজের রাত্রে তিনি স্বীয় পরওয়ারদেগারকে দর্শন করেন নাই, কিন্তু এই মাথামুন্ডু রহিত ব্যক্তিগণ ভ্রষ্ট ধারণার প্রত্যেক দিবসেই আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে পায়। অথচ ওলামাগণ হজরত মোহাম্মদ ﷺ-এর মাত্র একবার দর্শনের বিষয়েই মতভেদ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা উহাদিগকে শাস্তি প্রদান করুক। ইহারা কতইনা অজ্ঞ।"[৭৫]

রাসূলে পাক ﷺ মি'রাজের বিভিন্ন পর্ব সম্পর্কে ইমাম কাসতালানী (রহঃ), ইমাম যুরকানী (রহঃ) ও ইমাম হালভী (রহঃ) তদীয় স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

---

৭৪. আল্লামা নূরুদ্দিন হালভী: সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১ম খন্ড, ৫৬৬ পৃ:;

৭৫. হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী: মাকতুবাত শরীফ, মাকতুব নং ২৭২;

والمعاريج ليلة الإسراء عشرة، سبع إلى السماوات، والثامن إلى سدرة المنتهى. والتاسع إلى المستوى الذى سمع فيه صريف الأقلام فى تصاريف الأقدار، والعاشر إلى العرش والرفرف والرؤية وسماع الخطاب بالمكافحة والكشف الحقيقى.

-"ইসরার রাতের মি'রাজগুলো দশভাগে রয়েছে। সপ্তমটি হল সাত আসমান পর্যন্ত। অষ্টমটি হল সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত। নবমটি হল ঐস্থান পর্যন্ত যেখানে তাকদীর লেখার কলমের চির চির আওেয়াজ শুনা যায়। দশমটি হল আরশ পর্যন্ত। রফরফ, রুইয়ত, ছিমা এই খেতাবগুলো যথেষ্ঠতা ও হাকিকত প্রকাশ হওয়ার জন্য।"[৭৬]

আল্লামা হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ারবকরী (রহঃ) (ওফাত ৯৬৬ হিজরী) তদীয় তারিখে বলেন-

فظهر له رفرف أخضر غلب نوره على نور الشمس فرفع النبىّ صلّى الله عليه وسلم على ذلك الرفرف وذهب به إلَى قُرْبِ العرش

-"অতঃপর রাসূলে পাক ﷺ এর কাছে রফরফ প্রকাশ করলেন। যার নূরের ঝলক সূর্যের আলোর উপর প্রভাব বিস্তার কর করছে। অতঃপর আল্লাহর নবী ﷺ কে রফরফের দ্বারা উর্ধ্বগমন করালেন এমনকি আরশের নিকটে নিলেন।"[৭৭]

আল্লামা শায়েখ আহমদ মোল্লা জিউন জৈনপুরী (রঃ) তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেছেন-

فركب على رفرف خضرو وصل الى العرش المجيد ثم الى ان كان قاب قوسين او ادنى

-"অতঃপর রাসূলে পাক ﷺ রফরফ নামক বাহনে আরোহন করলে ও আরশে মাজিদ পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতঃপর কাবা কাউছাইন পর্যন্ত গেলেন।"[৭৮]

---

৭৬. ইমাম কাসতালানী: মাওয়াহেবু ল্লাদুন্নিয়া, ২য় খন্ড, ৪৩৩ পৃ:; ইমাম যুরকানী: শরহে মাওয়াহেব; মাওয়াহেব, ৮ম খন্ড, ২৪ পৃ:; ইমাম হালভী: সিরাতে হালভিয়া, ১ম খন্ড, ৫৪৮ পৃ:;

৭৭. দিয়ারবাকরী: তারিখুল খামিছ, ১ম খন্ড, ৩১১ পৃ:;

৭৮. তাফছিরাতে আহমদিয়া, ৩৩১ পৃ:;

উল্লেখিত দালাইলের আলোকে সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্বসূরী উলামা, ফোকাহা ও ফোজালাগণ বিশ্বাস করতেন যে, পবিত্র মি'রাজ রজনীতে রাসূলে আকরাম ﷺ সাত আসমান ও সিদরাতুল মুন্তাহা পার হয়ে আরশে আযীম পর্যন্ত গিয়েছেন। এমনকি আরশের উপরেও কাবা কাউছাইনে গমন করেছেন। যা আমাদের নবী রাসূলে আকরাম ﷺ এঁর এক মহান সম্মান ও মু'জিজা। এছাড়াও বি-বাড়িয়া জেলার ছতুরা শরীফের আল্লামা আব্দুল খালেক (রঃ) এর 'সাইয়েদুল মুরসালীন (সৃষ্টির রহস্য)' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ১৯৬ পৃ:, ছারছিনা শরীফের বিখ্যাত আলিম আল্লামা মোস্তফা হামিদী (রঃ) ছাহেবের 'উর্ধ্বজগতে দ্রুতগতিতে মি'রাজ শরীফ' গ্রন্থের ১৫২-৫৩ পৃ:, সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফের আল্লামা আব্দুর রহমান হানাফী (রঃ) এর 'আনিছুত্তালেবীন' এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্রিত খণ্ডের ১৮ পৃ:; সিলেটের আল্লামা আব্দুল লতিফ ফুলতলী ছাহেব (রঃ) তদীয় 'মুন্তাখাবুস সিয়র' গ্রন্থে, ফুরফুরা শরীফের উজ্জল নক্ষত্র আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি (রঃ) তদীয় 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় আল্লাহর রাসূল ﷺ আরশে আযীমে যাওয়ার বিষয়টি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

একটি ইবারতের ব্যাখ্যা:

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রহঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

وَلا ثَبَتَ أَنَّهُ رُقِيَ عَلَى الْعَرْشِ وَأَنْ وَصَلَ إِلَى مَقَامِ دَنَا مِنْ رَبِّهِ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قوسين أَو أدنى، فَأَوْحَى رَبُّهُ إِلَيْهِ مَا أَوْحَى.

-"নবী পাক ﷺ আরশে অবস্থানের বিষয়টি প্রমাণিত নয় বরং তিনি রবের নিকটের মাকামে পৌঁছেছেন।[৭৯] ফলে আরো নিকটবর্তী হলেন যা দুই ধনুক কিংবা আরো নিকটবর্তী হলেন। অতঃপর তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।"[৮০]

এটির ব্যাখ্যা:

৭৯. ইহার আল্লাহর নৈকট্যের নিকটবর্তী বুঝানো হয়েছে।

৮০. লাখনভী: আছারুল মারফুয়া, ৩৮ পৃ.

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রঃ) এর মতে, রাসূলে পাক ﷺ শুধু আরশে আযীমে অবস্থান করেছেন এতটুকুই নয় বরং **قَابَ قوسين** 'কাবা কাউছাইন' পর্যন্ত গিয়েছেন। আর একথা স্পষ্ট যে, কাবা কাউছাইন হল আরশেরও উপরে যা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর শারহু ফিকহিল আকবার থেকে প্রমাণিত। পাঠক মহলের সুবিধার জন্য ইবারতটি পুনরায় উল্লেখ করা হল। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ফকিহ্, ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) বলেছেন-

ولذا اختلف فى الانتهاء ففيل الى الجنة وقيل الى العرش وقيل الى ما فوقه وهو مقام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى

-"পবিত্র মি'রাজে রাসূল ﷺ এর সর্বশেষ প্রান্ত নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন জান্নাত পর্যন্ত, কেউ বলেছেন আরশ পর্যন্ত, কেউ বলেছেন আরশের উপরেও আর এটি হল কাবা কাউছাইনে আও আদনা।"[৮১]

অতএব, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রঃ) এর বক্তব্যের মাঝে কোন বৈপরিত্ব নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ আরশে আযীম পার হয়েও **قَابَ قوسين أَو أدنى** 'কাবা কাউছাইন আও আদনা' পর্যন্ত গিয়েছেন। যার কথা স্বয়ং কোরআন মাজিদেই রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক তিনার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।

মি'রাজের রাত্রে নবী ﷺ'র আল্লাহ দর্শনঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জা'মাতের দৃষ্টিতে প্রিয় নবীজি ﷺ মি'রাজ রজনীতে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন। এ ব্যাপারে বহু সংখ্যক মারফূ এবং মাওকুফ বর্ণনা রয়েছে। যেহেতু নবী পাকের মি'রাজ ছিল স্বশরীরে সেহেতু খোদা দর্শনও হবে চর্ম চোখে। কারণ তিনি চর্ম চোখে সহকারেই মি'রাজে গিয়েছিলেন। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত দলিলসহ মারফূ হাদিস গুলো উল্লেখ করা হল

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা-

৮১. ইমাম মোল্লা আলীঃ শারহু ফিকহিল আকবার, ১৮৯ পৃ.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: আমি আমার রব তা'য়ালাকে দেখেছি।"[৮২]

এই হাদিসের সকল রাবীগণ বুখারী-মুসলিমের রাবী। এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম নূরুদ্দিন হায়সামী (রহঃ) বলেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. -"ইমাম আহমদ (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন এর সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ।"[৮৩]

এই হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হাফিজ ইবনে কাসির (রহঃ) একমত। যেমন তিনি বলেন-

فَإِنَّهُ حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، -"নিশ্চয় এই হাদিসের সনদ সহীহ।"[৮৪]

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা মানাভী (রহঃ) বলেন,

بِإِسْنَاد صَحِيح -"এর সনদ ছহীহ।"[৮৫] স্বয়ং লা-মাযহাবী নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেছেন, **إِسْنَادُهُ جيد** -"এর সনদ অতি-উত্তম।"[৮৬]

এই হাদিসটি বর্ণনাকারী **حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ** 'হাম্মাদ ইবনে সালামা' থেকে আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে যেমন:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ...

---

৮২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৫৮০, ২৬৩৪; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃ:; ইবনুল হুমাম: ফাতহুল কাদীর, হাদিস নং ৬৫২৫; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৯২০৯; হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ২৪৭; হাদিসটি ছহীহ্।

৮৩. মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ২৪৭;

৮৪. ইমাম ইবনে কাসির, তাফসিরে ইবনে কাসির, ৭ম খন্ড, ৪৫০ পৃ.

৮৫. মানাভী: আত তাইছির শরহে জামেউছ ছাগীর, ২য় খন্ড, ২৫ পৃ:;

৮৬. মুখতাছারু আলু লিলআলী আজিম, হাদিস নং ৭৯;

-"আফ্ফান- আব্দুস সামাদ ইবনে হাচ্ছান- হাম্মাদ ইবনে সালামা....।[৮৭] এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখযোগ্য-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, আমি আমার রবকে উত্তম সুরাতে দেখেছি।"[৮৮]

خَالِد بْن اللَّجْلَاجِ 'খালিদ ইবনে লাজলাজ' বিশিষ্ট তাবেয়ী, হাফিজ ইবনে আব্দিল বার্ (রহঃ) তাকে সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[৮৯]

'হাছান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ছাব্বাহ' থেকে ইমাম মুসলিম (রঃ) ব্যতীত বাকী সবাই হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।[৯০]

এছাড়া বাকী সকল রাবীগণ বুখারী-মুসলিমের রাবী। অতএব, এই হাদিস ছহীহ্। উপরে উল্লেখিত রেওয়ায়েত সমূহের সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: أَتَانِي رَبِّي اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ**

---

৮৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৬৩৪;

৮৮. মুসনাদে আবী ই'য়ালা, হাদিস নং ২৬০৮; মুসনাদে বায্যার, হাদিস নং ৪৭২৭; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ, ২৯৫ পৃ:; ইবনে জরীর; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; ছহীহ সনদ।

৮৯. ইবনে হাজার আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ২১৫;

৯০. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ১৬৬; ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১২৭০;

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল ﷺ বলেছেন: আজ রাতে আমার রব আমার কাছে উত্তম ছুরাতে দেখা দিয়েছে।"[৯১]

এই হাদিস সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন,

فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ

-"ইমাম আহমদ রাহঃ, ইমাম বায্যার রাহঃ, ইমাম তাবারানী রাহঃ তার কবীরে বর্ণনা করেছেন, আহমদ এর বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।"[৯২]

কুখ্যাত তাহকিক্বকারী নাছিরুদ্দিন আলবানী এই হাদিসকে তার 'ছহীহ্ জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা' গ্রন্থের ৩৪৬৬ নং হাদিসে **صحيح** ছহীহ বলেছেন। অন্যত্র এই হাদিস সম্পর্কে নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন: **صحيح لغيره** (ছহীহ্ লি'গাইরিহী)[৯৩]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ)'র বর্ণনা

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، وَسَأَلَهُ، مَكْحُولٌ أَنْ يُحَدِّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ **عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَائِشٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ**

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: আমি আমার রবকে সর্বোত্তম ছুরাতে দেখেছি।"[৯৪]

---

৯১. মুসনাদে আহমদ, ৫ম খন্ড, ৪৩৭ পৃ: হাদিস নং ৩৪৮৪; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃ:; মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ২য় খন্ড, ৩৯৯ পৃ:; সনদ হাছান-ছহীহ্।

৯২. মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ১ম খন্ড, ১৪২ পৃ:;

৯৩. ছহীহ্ তারগীব ওয়া তারহীব, হাদিস নং ৪০৮;

৯৪. মেসকাত শরীফ, ৬৯ পৃ:; তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ১৬৪ পৃ:; সুনানে দারেমী শরীফ, হাদিস নং ২১৯৫; দারাকুতনী: রুইয়াতুল্লাহি, হাদিস নং ২৩৯; ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, হাদিস নং ৫৪; ইমাম তাবরানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ৫৯৭; মাছাবিহুস সুন্নাহ; শরহে সুন্নাহ; ইবনে কাছির: জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ৮ম জি: ২২২৫ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত; ইবনে সা'দ: তবকাতুল কুবরা, ৩৭৯৮ নং রাবীর ব্যাখ্যায়; তারিখুল কবীর মারুফ বি'তারিখি ইবনে আবী হায়ছামা, কৃত: ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আবী হায়ছামা র: ওফাত ২৭৯ হিজরী, রাবী

এই হাদিস সম্পর্কে নাছিরুদ্দিন আলবানী তার মেশকাতের তাহকিকে ৭২৫ নং হাদিসে **صَحِيح** ছহীহ্ বলেছেন। অন্যত্র এই হাদিস সম্পর্কে কুখ্যাত নাছিরুদ্দিন আলবানী **صحيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। দেখুন সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ, হাদিস নং ৩১৬৯।

এই সম্পর্কে ৩টি হাদিস উল্লেখ করে ইমাম হায়ছামী (রহঃ) বলেন,

رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى،

-"প্রত্যেকটি রেওয়ায়েত ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের দিকে বের হয়ে আসলেন..' এই হাদিসের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত যেমন প্রথম রেওয়ায়েতটির রাবীগণ।"[৯৫]

'আব্দুর রহমান ইবনু আইশ (রাঃ)' কি সাহাবী?

عَبْد الرَّحْمَن بْن عَائِشٍ "হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ)" কে অনেকে সাহাবী নয় বলে হাদিসটিকে 'মুরছাল' বলে উড়িয়ে দিতে চান। অথচ তাঁর ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত হল তিনি একজন সাহাবীয়ে রাসূল। যেমন হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু কাছির (রঃ) উল্লেখ করেন,

ذكره في الصحابة: محمد بن سعد والبخاري وابو زرعة الدمشقي والبغبوي وابو زرعة الحراني وابن حبان ابن السكن وغيرهم

-"ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাদ (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম আবু যুরআ দামেস্কী (রহঃ), ইমাম বগভী (রহঃ), ইমাম আবু যুরাআ হারানী (রহঃ), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ), ইমাম ইবনে ছাকান (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁকে সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন।"[৯৬]

ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তার ব্যাপারে বলেন,

নং ১২৪৮ এর ব্যাখ্যায়; ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক, ৩৪তম খন্ড, ৪৬১ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:;

৯৫. ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৭৩৯;

৯৬. ইমাম ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াছ সুনান, ৮ম জি: ২২২৫ পৃ:;

عَبْد الرَّحْمَن بْن عائش الْحَضْرَمِيّ لَهُ صُحْبَة -"আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) ছিলেন সাহাবী।"[৯৭] এই রাবী সম্পর্কে ইমাম ইবনে আসাকির (রহঃ) বলেন,

عبد الرحمن بن عائش الحضرمي له صحبة وقيل لا صحبة له

-"আব্দুর রহমান ইবনে আইশ হাদ্বরামী (রাঃ) ছিলেন সাহাবী, কেউ কেউ বলেছেন তিনি সাহাবী নন।"[৯৮]

ইমাম ইবনে আসাকির (রহঃ) 'সাহাবী নন' এই কথাকে **قيل** (ক্বিইলা) শব্দ প্রয়োগ করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এই রাবী সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন,

وقال ابن السكن: يقال له صحبة. وذكره في الصحابة محمد بن سعد، والبخاري، وأبو زرعة الدمشقيّ، وأبو الحسن بن سميع، وأبو القاسم البغوي، وأبو زرعة الحرّاني وغيرهم.

-"ইমাম ইবনে সাকান (রহঃ) বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), আবু যুরাআ দামেস্কী (রহঃ), আবুল হাছান ইবনে সামী (রহঃ), আবুল কাশেম বাগভী (রহঃ), আবু যুরাআ হারানী (রঃ) ও অন্যান্যরা তাকে সাহাবী বলেছেন।"[৯৯]

অতএব, এক জামাত আইম্মায়ে কেরামের মতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আইশ (রাঃ) একজন সাহাবীয়ে রাসূল, এটাই চূড়ান্ত।

এ ছাড়াও এই হাদিসের আরেকটি সনদ রয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনু আইশ (রাঃ) অন্য একজন সাহাবীর রেফারেন্স দিয়ে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) নিজ কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেন,

---

৯৭. ইবনে হিব্বান: কিতাবুছ ছিক্বাত, রাবী নং ৮৩৮;

৯৮. তারিখে দামেস্ক, রাবী নং ৩৮৪২;

৯৯. আসকালানী: আল ইছাবা ফি তামিজিয ছাহাবা, রাবী নং ৫১৬৪;

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، **عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.**

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، **عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...**

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) নবী করিম ﷺ এর এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন.. পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।"

(আরেকটি সূত্রে) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) নবী পাকের কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন,... পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।"[১০০]এ বিষয়ে আরেকটি সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত আছে, যেখানে আব্দুর রহমান ইবনু আইশ (রাঃ) বর্ণনাকারী মালেক ইবনু ইউখামির হয়ে হযরত মুয়াজ ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম দারাকুতনী (রঃ) বর্ণনা করেন,

فقال يَحْيى بن أبي كثير: عن أبي سلام ممطور عن عَبْد الرَّحْمن بن عائش عن مَالِك بن يخامر عن مُعَاذ بن جبل.

-"ইয়াহইয়া ইবনে কাছির বর্ণনা করেন আবী সালাম মামতুর হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) থেকে তিনি হযরত মালেক ইবনে ইউখামির (রাঃ) হতে, তিনি হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে,... পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।"[১০১]

তাই হাদিসটি কোন দিকেই 'মুরছাল' নয়, বরং 'মুত্তাছিল ছহীহ্' তথা ধারাবাহিক সনদ পরম্বরায় সরাসরি রাসূলে পাক ﷺ থেকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদিস। আফছুছ! বাতিল পন্থিরা বর্ণনাকারী

---

১০০. ইলালে দারাকুতনী, ৯৭৩ নং হাদিস;

১০১. মু'তালিফু ওয়াল মুখতালিফু লিদ দারে কুতনী, ৩য় খন্ড, ১৫৫৮ পৃঃ;

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَائِشٍ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) কে কিভাবে 'সাহাবী নয়' বলেন! অথচ তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ'র একজন সাহাবী।

হযরত মুয়াজ ইবনু জাবাল (রাঃ)**'র বর্ণনা-**

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي سَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، **عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ**

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: আমি আমার রবকে উত্তম ছুরাতে দেখেছি।"[১০২]

হযরত আবু উবাইদা ইবনু জার্‌রাহ (রাঃ)'র বর্ণনা:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ دَلِيلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ حَمَّادُ بْنُ دَلِيلٍ: وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، **عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَبِّيَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ**

-"আবী উবাইদা ইবনে জার্‌রাহ (রাঃ) নবী করিম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার রবকে উত্তম ছুরাতে দেখেছি।"[১০৩]

আমার জানা মতে, এই হাদিসের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। কোন প্রকার সমালোচিত রাবী এই সনদে নেই। 'হাম্মাদ ইবনে দালিল' সম্পর্কে

---

১০২. ইমাম দারাকুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২২৮;

১০৩. তাবারানী: আদ-দোয়া, হাদিস নং ১৪১৬; তারিখে বাগদাদ, ৪২০৬ নং রাবীর ব্যাখ্যায়;

ইমাম ইবনে মাঈন, ইবনে হিব্বান, আবু হাতিম, ইবনে জানিদ, আবু দাউদ ও ইবনে আম্মারা (রঃ) প্রমূখ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।[১০৪]

হযরত আবু রা'ফে (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، **عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ،**

-"হযরত আবি রা'ফে (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের দিকে বের হলেন অতঃপর বলেন, আমি আমার রবকে উত্তম সূরতে দেখেছি।"[১০৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَبِّيَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কাছে বের হলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহকে সর্বোত্তম সূরতে দেখেছি।"[১০৬]

হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ)'র বর্ণনা,

اخْرُج ابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عَن أَبِيه عَن جده **عَن أَسمَاء بن أبي بكر قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم**

---

১০৪. আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ১১, ৩য় খন্ড, ৮ পৃ:;

১০৫. তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৯৩৮; ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ১২৪৩১;

১০৬. ইমাম তাবারানী: আদ-দোয়া, হাদিস নং ১৪২১; ইমাম দারা কুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২৫৭;

وَهُوَ يصف سِدْرَة الْمُنْتَهى.. فَقلت يَا رَسُول الله مَا رَأَيْت عِنْدهَا قَالَ رَأَيْت عِنْدهَا يَعْنِي ربه

-"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে কি কি দেখেছেন? প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন, আমি সেখানে আমার রবকে দেখেছি।"[১০৭]

এই হাদিসে 'ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে যুবাইর (রঃ)' বিশ্বস্ত রাবী। তার 'পিতা আব্দাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রঃ)' বিশ্বস্ত রাবী ও তদীয় পিতা 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)' সাহাবী। হযরত আসমা বিনতে আবী বাকর (রাঃ) প্রিয় নবীজি ﷺ এর মহিলা সাহাবী ও আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর বোন। অতএব, এই হাদিস ছহীহ্।

হযরত আনাস (রাঃ)'র বর্ণনা:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى الْبُحْتُرِيُّ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا رِشْدِينٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، **عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَبَلَ اللَّهُ الْخُلَّةَ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامَ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيَةَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা ইব্রাহিম (আঃ) কে বন্ধুত্ব দান করেছেন আর মুহাম্মদ ﷺ কে দর্শন দান করেছেন।"[১০৮]

হযরত ছাওবান (রাঃ)'র বর্ণনা:

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُزَيْمَةَ الْكَاتِبُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ، **عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ**

---

১০৭. ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃ.

১০৮. ইমাম দারা কুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ৬৬;

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَتَانِي اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ،

-"রাসূলে করিম ﷺ এর কৃতদাস হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাতের সময় আমাদের কাছে বের হলেন, অতঃপর বললেন: নিশ্চয় আজ রাতে মহান প্রভূ আল্লাহ তা'য়ালা উত্তমরুপে আমার কাছে এসেছেন তথা আমাকে দেখা দিয়েছেন।"[১০৯]

হযরত ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ)'র বর্ণনা:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابٌ خَلِيفَةُ، ح وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، **عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ**

-"হযরত ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: আজ রাতে মহান প্রভূ উত্তমরুপে আমার কাছে এসেছেন তথা আমাকে দেখা দিয়েছেন।"[১১০]

হযরত জাবের (রাঃ)'র বর্ণনা:

হযরত গাউছ পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) উল্লেখ করেন,

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ **وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى** এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: "আমি আমার রবকে সরাসরি ও সামনা সামনি দেখেছি" এতে কোন সন্দেহ নেই। **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى** এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: আমি তাঁকে ছিদরাতুল মোন্তাহার নিকটে দেখেছি। (গাউছ পাক আব্দুল কাদের জিলানী: গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম জি: ৬৫ পৃ:)

সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনা গুলোর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে চর্মচক্ষু এবং অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখেছেন। যা

---

১০৯. ইমাম দারা কুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২৫৪;

১১০. ইমাম দারা কুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২৫১;

আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে নূন্যতম ১১ জন সাহাবী হতে মারফূরুপে বর্ণিত রয়েছে।

এ বিষয়ে মাওকুফ হাদিস সমূহঃ

মেরাজ রজনীতে প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন এই মর্মে বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে মাওকুফ পর্যায়ের বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা সমূহ উল্লেখ করা হল,

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অভিমতঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ، قُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ} قَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، وَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন। ইকরামা বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেননি যে, **لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ** কোন চোখ তাঁকে দেখতে পারেনা বরং তিনি চোখের গতিবিধি দেখতে পান। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: ইহা সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ পূর্ণ নূর বিকশিত করবেন, অবশ্যই নবী ﷺ তাঁর রবকে দুই বার দেখেছেন।"[১১১]

ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন। ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেন:- **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ** -"এই হাদিসের সনদ

---

১১১. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ১৬৩ পৃ: হাদিস নং ৩২৭৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩২৩৪; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৪ পৃ:; তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; কাসতালানী: মাওয়াবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ৩য় খন্ড, ৯৯ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৮১ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; মোল্লা আলী: মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৩২৭ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৫০১ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:; আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৫০৩ পৃ:;

ছহীহ্।"[১১২] এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، **عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ.**

-"হযরত শা'বী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আরাফার ময়দানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) এর সাথে মিলিত হলেন, ইবনে আব্বাস তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। ফলে তিনি উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বললেন এমনকি পাঁহাড়ে প্রতিধ্বণি হতে লাগল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি বনী হাশেম গোত্রের লোক। অতঃপর কা'ব (রাঃ) বললেন: আল্লাহ পাক মুসা (আঃ) ও মুহাম্মদ ﷺ এর মাঝে দর্শন ও কথা ভাগ করে দিয়েছেন। মুসা (আঃ) পেয়েছেন দু'বার কথা বলার সুযোগ আর মুহাম্মদ ﷺ পেয়েছেন দু'বার দর্শন।"[১১৩]

এই হাদিস সম্পর্কে নাছিরুদ্দিন আলবানী তার মেশকাতের তাহকিকে ৫৬৬১ নং হাদিসে **صَحِيح** (সহীহ) বলেছেন। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ**

---

১১২. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩২৩৪

১১৩. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ১৬৩ পৃ: হাদিস নং ৩২৭৮; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৪ পৃ:; তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৮১ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৫০১ পৃ:; মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৩৩০ পৃ:; তাফছিরে খাজেন শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:;

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ তার রবকে দেখেছেন।"[১১৪] এই হাদিস সম্পর্কে নাছিরুদ্দিন আলবানী তার গ্রন্থে বলেছেন:-

قلت: هذا صحيح ثابت عن ابن عباس لكن موقوفا عليه. وقد أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي التَّوْحِيدِ بسند صحيح عنه

-"আমি (আলবানী) বলি, এই হাদিস মাওকুফরূপে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে। ইবনে খুজাইমা তার 'তাওহীদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"[১১৫] এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন-

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, লোকেরা কি আশ্চর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ হযরত ইবরাহিম (আঃ) কে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে দেখা দিয়েছেন?[১১৬]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রহঃ) ও ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন:

---

১১৪. ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, ২য় খন্ড, ৪৯০ পৃ:; তাফছিরে ওয়াছিত লিল ওয়াহেদী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃ:;

১১৫. মুখতাছারু আলু লিল আলী আজিম, হাদিস নং ৬৮;

১১৬. মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৪০৪ পৃ: হাদিস নং ২১৬ ও ৩১১৪; নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১১৪৭৫; তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; ইমাম দারা কুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২৬১; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৮১ পৃ:; তাফছিরে তাবারী শরীফ, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; মোল্লা আলী: মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৩২৮ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:; গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম খন্ড, ৬৫ পৃ:; তাফছিরে মায়ালেমুত্তানজিল, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃ:; আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৫০৩ পৃ:;

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، -"এই হাদিস ইমাম বুখারীর শর্তে ছহীহ্।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, ১৪০৪ পৃ:)

এই হাদিসের **الرُّؤْيَة** 'রুইয়া' শব্দের অর্থ চাক্ষুস দর্শন, কল্পনা বা স্বপ্নে নয়। এ ব্যাপারে রঈসুল মুফাসসিরীন ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ رَأَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন **(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ)** : এটা হলো চর্ম চক্ষু দ্বারা দর্শন যা ইসরার রাতে দেখেছেন।"[১১৭]

ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) ও যাহাবী (রঃ) বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ এই হাদিস ইমাম বুখারীর শর্তে ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আস্কালানী (রঃ) ও ইমাম কাজী আয়্যাজ মালেকী (রঃ) স্ব স্ব কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরো উল্লেখ করেছেন,

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ نَعَمْ

-"নিশ্চয় ইবনে উমর (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট গিয়েছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: হ্যাঁ।"[১১৮]

---

১১৭. মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১২৬৯ পৃ: হাদিস নং ৩৩৮০; তাফছিরে দুররুল মানছুর, ফাতহুল কাদীর;

১১৮. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৬ পৃ:; আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৫০৩ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ১৫তম খন্ড, ১৪৩ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: শারহু শিফা, ১ম খন্ড, ৪২৪ পৃ:

অনুরুপ আরেকটি বর্ণনা ইমাম দারাকুতনী (রঃ) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، **عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ**

-"হযরত ইকরিমা (রঃ) হতে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ কি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ দেখেছেন।"[১১৯]

ইমাম দারা কুতনী (রঃ) তদীয় কিতাবে অনুরুপ আরেকটি মাওকুফ বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، قَالَ: رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'য়ালার বাণী **وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى** এর ব্যাখ্যায় বলেন, রব তা'য়ালা কে দেখেছেন।"[১২০]

সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রাসূলে পাক ﷺ এর খোদা দর্শনের বিষয়টি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম ক্বাজী আয়্যাজ মালেকী (রঃ) ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রঃ) তদীয় স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সু-প্রসিদ্ধ মত হল, নিশ্চয় নবী করিম ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন।"[১২১]

---

১১৯. ইমাম দারাকুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২৭০;

১২০. ইমাম দারাকুতনী: রইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২৭৫;

১২১. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৬ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারীম ১৫তম খন্ড, ১৪৩ পৃ: ৪৩২৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: শারহু শিফা, ১ম খন্ড, ৪২৪ পৃ:;

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)'র অভিমত,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَحْرٍ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيَّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রভূকে দেখেছেন।"[১২২]

এই হাদিস উল্লেখ করার সময় ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ), আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ও আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন:- **وروى ابْن خُزَيْمَة بِإِسْنَاد قوي**-"ইমাম ইবনে খুজাইমা (রহঃ) 'শক্তিশালী' সনদে এটি বর্ণনা করেন।"[১২৩]

হযরত জাবের (রাঃ) এর অভিমত,

ইমাম আব্দুর রউফ আল মানাভী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

لقوله عليه السلام إنّ الله أعْطى مُوسَى الْكَلَام وَأَعْطَانِي الرُّؤْيَة ابْن عَسَاكِر عَن جَابر بِإِسْنَاد ضَعِيف

-"রাসূল ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আঃ) কে কালাম দান করেছেন আর আমাকে রুইয়া তথা চাক্ষুস দর্শন দান করেছেন। ইমাম ইবনু আসাকির (রঃ) দুর্বল সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন।"[১২৪]

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) এর অভিমত-

ইমাম ক্বাজী আয়্যাজ মালেকী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

---

১২২. ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, ২য় খন্ড, ৪৮৭ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; কাসতালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃ:; আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৬০৪ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃ:;

১২৩. আল্লামা আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ১৯তম খণ্ড, ১৯৮ পৃ:; আল্লামা মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৮ম খণ্ড, ৩৫১ পৃ:; ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, ৬০৮ পৃ.

১২৪. মানাভী: আত তাইছির শরহে জামেউছ ছাগীর, ১ম খন্ড, ৪৪৬ পৃ:; মানাভী: ফায়জুল কাদীর, হাদিস নং ৩৪৭৯; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:;

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ قَالَ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رَبَّهُ

-"হযরত শারিক (রহঃ) হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়াতের (সূরা নাজমের) তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, নবী পাক ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন।"[১২৫]

<u>হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এর অভিমত,</u>

ইমাম কাযি আয়্যায মালেকী (রহঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَرَوَى مالك ابن يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَبِّي

-"হযরত মুয়াজ (রাঃ) নবী পাক ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবীজি ﷺ বলেন, আমি আমার রবকে দেখেছি।"[১২৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর অভিমতঃ

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আস্কালানী (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

وَحَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ نَعَمْ

-"নিশ্চয় মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছেন? আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ।"[১২৭]

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর অভিমতঃ

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

---

১২৫. ইমাম কাযি আয়্যায, শিফা শরীফ, ১/২৩৭ পৃ., আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা, ১ম খণ্ড, ৪২৬ পৃ., ইমাম দারাকুতনী, রুইয়াতুল্লাহ, হা/২৫৯

১২৬. ইমাম কাযি আয়্যায, শিফা শরীফ, ১/২৩৭ পৃ., আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা, ১ম খণ্ড, ৪২৬ পৃ.

১২৭. শিফা শরীফ, ১ম জিঃ ২৩৭ পৃঃ; শরহে শিফা, ১ম খন্ড, ৪২৮ পৃঃ কৃতঃ মোল্লা আলী ক্বারী রঃ;

وَحَكَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ **عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ حَلَفَ أَنَّ مُحَمَّدًا رأى ربه**

-"হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর কসম করে বলেন, অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন।"[১২৮]

হযরত ইকরিমা (রহঃ) এর অভিমত:

হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু জাফর ইবনু জারির আত তাবারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: ثَنَا **عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، وَسُئِلَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ رَأَى رَبَّهُ**

-"ঈসা ইবনে উবাইদ বলেন, তিনি বলেন আমি ইকরিমা (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ, অবশ্যই নবী করিম ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন।"[১২৯]

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত ইমাম আবু জাফর ইবনু জারির আত তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ **عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رأى مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ربه**

-"হযরত ইকরিমা (রহঃ) বলেছেন: মুহাম্মদ ﷺ তার প্রভূকে দেখেছেন।"[১৩০]

অতএব, এক জামাত সাহাবী ও তাবেঈদের অভিমত হল, রাসূলে মকবুল ﷺ স্বীয় রব তা'য়ালাকে দেখেছেন।

প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন:

---

১২৮. আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৫০৩ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারীম ১৫তম খন্ড, ১৪৪ পৃ: ৪৩২৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২২৩ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃ:;

১২৯. তাফছিরে তাবারী শরীফ, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:;

১৩০. তাফছিরে তাবারী, ২২তম খন্ড, ২২ পৃ:; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৭ম খন্ড, ৬৪৭ পৃ:;

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস হল, রাসূলে পাক ﷺ স্বীয় চর্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখেছেন। এ বিষয়ে বহু সংখ্যক বর্ণনা বর্ণিত আছে। প্রথমেই এ সম্পর্কে নিচের রেওয়ায়েতটি লক্ষ্য করুন, হাফিজুল হাদিস ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয় নবী করিম ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন।"[১৩১] এ সম্পর্কে আরেকটি সূত্র লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُمْهُورُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِبَصَرِهِ، وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহকে দুই বার দেখেছেন। একবার চর্মচক্ষু দ্বারা, আরেকবার অন্তর চক্ষু দ্বারা।"[১৩২] এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، خَلَا جَهْوَرِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكُوفِيِّ، وَجَهْوَرُ بْنُ مَنْصُورٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

-"ইমাম তাবারানী (রহঃ) তার আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এর সকল বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ শুধু 'যাহওয়ার ইবনে মানছুর কুফী' ছাড়া। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"[১৩৩]

---

১৩১. তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৬ পৃ:; শাওকানী: তাফছিরে ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃ:;

১৩২. তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১২৫৬৪; তাবারানী: মুজামুল আওছাত লিত, হাদিস নং ৫৭৬১; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃ:; তাবারানী তাঁর আওছাতে; ইবনে হিব্বান; ইবনে হাজার আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৫০৪ পৃ:; হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ২৪৯; হাদিসটি হাছান-ছহীহ্।

১৩৩. হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ২৪৯;

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ) বলেন,

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ -"ইমাম তাবারানী (রহঃ) তার মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে শক্তিশালী সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন।"[১৩৪]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) আরেকটি বর্ণনা তাঁর মুসনাদ কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، **حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ [الإسراء: 60] قَالَ: شَيْءٌ أُرِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقَظَةِ، رَآهُ بِعَيْنِهِ حِينَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ**

-"হযরত আমর ইবনু দিনার (রহঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় হযরত ইকরিমা (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

(সব লোক আপনার রবের আয়ত্বাধিন রয়েছে এবং আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছিলাম তা।-সূরা বানি ইসরাঈল, আয়াত নং-৬০) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি এমন কিছু যা নবী পাক ﷺ জাগ্রত অবস্থায় দেখিয়েছেন। যখন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উর্ধ্বজগতে যান তখন তিনি ইহা চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৩৫]

ইমাম ক্বাজী আয়্যায মালেকী (রহঃ) ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) তদীয় স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেন-

وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ -"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সু-প্রসিদ্ধ মত হল, নিশ্চয় নবী করিম ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন।"[১৩৬]

---

১৩৪. আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৭ম খন্ড, ২১৮ পৃ:;

১৩৫. ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, হা/৩৫০০; শারহু ত্বীবী, ৫৮৬২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

১৩৬. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৬ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারীম ১৫তম খন্ড, ১৪৪ পৃ: ৪৩২৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) উল্লেখ করেন,

حكى عن ابن عباس وكعب رويته ﷺ ربه بعينه

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তার রবকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৩৭]

উল্লেখিত দালাইলের আলোকে প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাসূল ﷺ মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন।

এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদার ইমাম, আবুল হাসান আশ'আরী (রাঃ) এর অভিমত-

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيل الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ رَأَى اللَّه تعالى ببصره وعينى رَأسِهِ

-"হযরত আবুল হাছান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ'আরী (রহঃ)[১৩৮] এবং তিনার একদল সাথীগণ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী ﷺ স্বীয় মস্তকের চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৩৯]

এ ব্যাপারে আরো উল্লেখ আছে-

وقولُ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ: وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَنَسٍ والحسنُ وَعِكْرِمَةُ.

-"ইমাম বাগভী (রহঃ) তার তাফসির গ্রন্থে বলেন, একদল মুফাসসিরীন এই মত গ্রহণ করেছেন যে, নিশ্চয় নবী করিম ﷺ তার রবকে চর্মচক্ষু দ্বারা

---

১৩৭. তাফসিরে মাযহারী, ৯ম খণ্ড, ১১০ পৃ.

১৩৮. তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার ইমাম।

১৩৯. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:;

দেখেছেন। আর এই অভিমত হল হযরত আনাস (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও ইকরিমা (রঃ) এর।"[১৪০]

শারিহে মুসলিম ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রহঃ) এর অভিমত,

قال الامام النووي الراجع عند اكثر العلماء انه رأى ربه بعيني رأسه

-"ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হল, নবী পাক ﷺ আল্লাহকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৪১]

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

فَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: الْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، وَإِثْبَاتُ هَذَا لَيْسَ إِلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَكَّ فِيهِ.

-"ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, মূল কথা হল, নিশ্চয় অধিকাংশ উলামাগণের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হল, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ মি'রাজ রাতে তিনার স্বীয় চর্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন। ইহা প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে শুনার মাধ্যমে। তাই ইহার উপর সন্দেহ রাখা উচিৎ নয়।"[১৪২]

তাফসিরে সাভীর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে,

راه بعينه حقيقة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وانس بن مالك

-"প্রকৃতপক্ষে নবী পাক ﷺ আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন, আর এই অভিমত হল অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ীগণের। ইহার মধ্যে হযরত ইবনে

---

১৪০. তাফছিরে ইবনে কাছির, ৭ম খন্ড, ৪৪৮ পৃ:; তাফছিরে বাগভী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৪ পৃ:; তাফছিরে ছিরাজুম মুনীর, ৪র্থ খন্ড, ১২৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ১০৭ পৃ:;

১৪১. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ১২২ পৃ:;

১৪২. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫৬৬০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

আব্বাস, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) অন্যতম।"[১৪৩]

এ ব্যাপারে আল্লামা কাযি আয়্যায (রহঃ) উল্লেখ করেন:

وَحَكَى النَّقَّاشُ **عَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَقُولُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس بِعَيْنِهِ: رَآهُ رَآهُ حَتَّى انْقَطَعَ نَفَسُهُ يَعْنِي نَفَسَ أَحْمَد**

-"ইমাম নাক্কাশ (রহঃ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিস **بِعَيْنِهِ** (বি আইনিহি) সম্পর্কে বলছি যে, প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন, আল্লাহকে দেখেছেন, এরুপ বলতে বলতে ইমাম আহমদের গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।"[১৪৪]

অন্যত্র উল্লেখ আছে: **أن أحمد قال: رأى ربه بعينى رأسه.** (ইন্না আহমদ ক্বালা: রায়া রাব্বাহু বি'আয়নে রা'ছিহী) -"ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, নবী পাক ﷺ আল্লাহকে স্বীয় মাথার চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৪৫]

এ ব্যাপারে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহঃ) উল্লেখ করেন:

قال بعضهم رأه بقلبه دون عينه وهذا خلاف السنة والمذهب الصحيح انه عليه السلام رأى ربه بعين رأسه

-"কিছু কিছু লোক বলেন যে, নবী ﷺ আল্লাহকে অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছেন, চর্ম চক্ষু দ্বারা নয়। এই কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও ছহীহ্ মাযহাব বিরুধী, বরং বিশুদ্ধ মাযহাব হল, আল্লাহর নবী ﷺ আল্লাহকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৪৬]

---

১৪৩. তাফছিরে ছাবী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮ পৃ:;

১৪৪. আল্লামা কাযি আয়্যায, শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী, তাফসিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খণ্ড, ২৫০ পৃ.

১৪৫. কাসতালানী: আল-মাওয়াহিবুল ল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃ:;

১৪৬. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫১ পৃ:;

উল্লেখিত দলিলগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে রাসূলে পাক ﷺ আল্লাহ তা'য়ালাকে সরাসরি ও সামনা-সামনি চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন। ইহা বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

মি'রাজের রাসূল ﷺ'ই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছেন[১৪৭]

মেরাজ রজনীতে রাসূলে করীম ﷺ আল্লাহ তা'য়ালার নিকটবর্তী হয়েছে, এই মর্মে বহু হাদিস বর্ণিত রয়েছে। নিচে তা উল্লেখ করা হল। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম ইবনে খুজাইমা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন,

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان، عن شريك بن عبد الله، أنه قال: **سمعت أنس بن مالك، يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة،... حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا شَاءَ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى**

-"শারিক ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:... যখন জিবরাইল (আঃ) আমাকে মি'রাজে ছিদরাতুল মুন্তাহায় নিয়ে যায় তখন মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমার নিকটে আসেন এবং মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল। অতঃপর যা ওহী করার ওহী করলেন।"[১৪৮]

এই হাদিসে রাসূলে পাক ﷺ মহান আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী হওয়ার কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ،

---

১৪৭. আল্লাহ তা'য়ালা নিকটবর্তী হওয়া মূলত নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্য, স্থানগত নিকটে নয়।

১৪৮. ছহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৭৫১৭; ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃ:; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানাহ, হাদিস নং ৩৫৭; বায়হাক্বী: আসমা ওয়াস সিফাত, হাদিস নং ৯৩০; কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৮৮ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৭৮ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৩ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১৭তম জি: ৭০ পৃ:;

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} قَالَ: هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَا فَتَدَلَّى إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই আয়াত প্রসঙ্গে **ثُمَّ دنا فَتَدَلَّى** তিনি বলেন: ইহার অর্থ হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'য়ালা নিকটবর্তী হলেন।"[১৪৯] এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْأُمَوِيِّ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {ثُمَّ دَنَا} فَتَدَلَّى قَالَ: دَنَا رَبُّهُ فَتَدَلَّى**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি 'ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা' সম্পর্কে বলেন: রবের কাছাকাছি গেলেন।"[১৫০]

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত ইমাম কাযি আয়্যায (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَدْنَاهُ رَبُّه مِنْهُ حَتَّى كَانَ مِنْهُ كقاب قوسين.

-"হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা নবী পাক ﷺ এর নিকটবর্তী হলেন ফলে দুই ধনুক ব্যবধান ছিল।"[১৫১]

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত ইমাম কাজী আয়্যায (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

وَعَنْ محمد بن كَعْبٍ هُوَ مُحَمَّدٌ دَنَا مِنْ رَبّه فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ.

-"হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ তাঁর রবের নিকটবর্তী হলেন দুই ধনুকের ন্যায়।"[১৫২]

---

১৪৯. তাবারানী: মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ১১৩২৮; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭২ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১৭তম খন্ড, ৭০ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৪২ পৃ:। এরূপ আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

১৫০. তাফছিরে তাবারী, ২২তম খন্ড, ১৪ পৃ:;

১৫১. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৪৩ পৃ:;

১৫২. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৪৩ পৃ:;

এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত ইমাম কাযি আয়্যায (রহঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

وَحَكَى النَّقَّاشُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَنَا مِنْ عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَدَلَّى فَقَرُبَ مِنْهُ

-"নাক্কাশ হযরত হাছান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাঁর বান্দা হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর খুব নিকটবর্তী হলেন।"[১৫৩]

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মি'রাজের রাতে রাসূলে পাক ﷺ আল্লাহ তা'য়ালার নিকটবর্তীই হয়েছেন। ইহাই ছহীহ্ ও সঠিক আকিদা যা বিভিন্ন ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

জমহুরের মতে নবীজি ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন

জমহুর তথা অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরামের মতে রাসূলে করীম ﷺ মি'রাজ রজনীতে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস। নিচে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়,

راه بعينه حقيقة وهوقول جمهور الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وانس بن مالك

-"প্রকৃতপক্ষে নবী পাক ﷺ আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন, আর এই অভিমত হল অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ীগণের। এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক ও হাসান (রাঃ) অন্যতম।"[১৫৪]

এ ব্যাপারে আল্লামা ইমাম বাগভী (রহঃ) বলেন-

وقولُ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ: وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَنَسٍ والحسنُ وَعِكْرِمَةُ.

-"ইমাম বাগভী (রহঃ) তার তাফছির গ্রন্থে বলেন, একদল মুফাসসিরীন এই মত গ্রহণ করেছেন যে, নিশ্চয় নবী করিম ﷺ তার রবকে চর্ম চক্ষু দ্বারা

---

১৫৩. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৪৩ পৃ:;

১৫৪. তাফছিরে ছাবী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮ পৃ:;

দেখেছেন। আর এই অভিমত হল হযরত আনাস (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও ইকরামা (রহঃ) এর।"[১৫৫]

এ সম্পর্কে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

(وَرَآهُ مُحَمَّدٌ) عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْ فِي الْمِعْرَاجِ (مَرَّتَيْنِ). كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}

-"তাকে (রব তা'য়ালাকে) হযরত মুহাম্মদ ﷺ দুইবার দেখেছেন। যেমনটি দলিল দেওয়া হয় আল্লাহ তা'য়ালার বানী 'আর তিনি দ্বিতীয়বার তাকে দেখলেন'।"[১৫৬]

শারিহে মুসলিম ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রহঃ) এর অভিমত,

قال الامام النووي الراجع عند اكثر العلماء انه رأى ربه بعيني رأسه

-"ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হল, নবী পাক ﷺ আল্লাহকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৫৭]

এ ব্যাপারে আল্লামা কাযি আয়্যায (রঃ) উল্লেখ করেন:

وَحَكَى النَّقَّاشُ **عَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَقُولُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس بِعَيْنِهِ: رَآهُ رَآهُ حَتَّى انْقَطَعَ نَفَسُهُ يَعْنِي نَفَسَ أَحْمَد**

-"ইমাম নাক্কাশ (রঃ) ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিস بِعَيْنِهِ (বি আইনিহি) সম্পর্কে বলছি যে, প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন, আল্লাহকে দেখেছেন, এরুপ বলতে বলতে ইমাম আহমদের গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।"[১৫৮]

অন্যত্র উল্লেখ আছে-

أن أحمد قال: رأى ربه بعينى رأسه.

---

১৫৫. তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃ:; তাফছিরে মায়ালেমুত্তানজিল, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃ:;

১৫৬. মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫৬৬১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

১৫৭. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ১২২ পৃ:;

১৫৮. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:;

-"নিশ্চয় ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, নবী পাক ﷺ আল্লাহকে স্বীয় মাথার চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৫৯]

এ ব্যাপারে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহঃ) উল্লেখ করেন:

قال بعضهم رأه بقلبه دون عينه وهذا خلاف السنة والمذهب الصحيح انه عليه السلام رأى ربه بعين رأسه

-"কিছু কিছু লোক বলেন যে, নবী ﷺ আল্লাহকে অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছেন, চর্ম চক্ষু দ্বারা নয়। এই কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও সহীহ মাযহাব বিরুধী, বরং আল্লাহর নবী ﷺ আল্লাহকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৬০]

হানাফী মাযহাবের ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) আল্লাহকে ৯৯ বার দেখেছেন।

أَنَّ الْإِمَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْت رَبَّ الْعِزَّةِ فِي الْمَنَامِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ مَرَّةً

-"নিশ্চয় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, আমি আমার রব'কে স্বপ্ন যোগে ৯৯ বার দেখেছি।"[১৬১]

এ ব্যাপারে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রঃ) দু'রকম তাফছির উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি যে ব্যাপারটি প্রাধান্য দিয়েছেন তা হলো:

وَلَقَدْ رَآهُ يعنى والله لقد راى محمد ﷺ ربه جل وعلا

অর্থাৎ, **وَلَقَدْ رَآهُ** (অলাকাদ্ রায়াহু) আল্লাহর কসম! অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন।[১৬২]

মা আয়েশা (রাঃ) এর খোদা দর্শনের অস্বীকৃতি এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত মারফু হাদিসের খোদা দর্শনের স্বীকৃতির ব্যাপারে আল্লামা ইমাম কাসতালানী (রহঃ) ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন:

---

১৫৯. কাসতালানী: মাওয়াহিবুল ল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃ:;

১৬০. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫১ পৃ:;

১৬১. ফতোয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, ১৪৪ পৃ:;

১৬২. তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৮৩ পৃ:;

قَالَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّي قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنْ قَوْلِهَا

-"তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন- رَأَيْتُ رَبِّي (রাইতু রাব্বী) আমি রবকে দেখেছি, সুতরাং নবী ﷺ এর কথা অবশ্যই আয়েশা (রাঃ) এর কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অধিক গ্রহণযোগ্য।"[১৬৩]

গাউসে সাকালাইন, শায়েখ সায়্যেদ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত রাসূলে করিম ﷺ মি'রাজের রাত্রে স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে নিজের চর্ম চক্ষু দ্বারা অবলোকন করেছেন।[১৬৪]

অতএব, আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বীয় প্রভুকে মি'রাজ রজনীতে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের আকিদা।

সূরা নজমের ৫-১৪ নং আয়াত পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত তাফসির

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى -"তাঁকে শিক্ষা দান করেন মহা শক্তিশালী ও অপার কুশলী।" (সূরা নাজম: আয়াত নং ৫)

এই আয়াতে বলা হয়েছে **عَلَّمَهُ** (আল্লামাহু) তাঁকে শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ নবী পাক ﷺ কে শিক্ষা দেয়।

কে শিক্ষা দেয়? উত্তর হবে: **شَدِيدُ الْقُوى** (শাদিদুল কুয়া) তথা মহা শক্তিশালী ও অপার কুশলী। তাহলে এই মহা শক্তিশালী ও অপার কুশলী কে? যিনি নবী পাক ﷺ এর শিক্ষক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা মোতাবেক রাসূলে পাক ﷺ এর শিক্ষক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। কারণ নবীজিকে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই শিক্ষা দেন। যেমন: **عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** (আল্লামাহুল

---

১৬৩. ইমাম কাসতালানী: আল-মাওয়াহিবুল ল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃ:; আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৫০৪ পৃ:;

১৬৪. গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম খন্ড, ৬৫ পৃ:;

বায়ান) আল্লাহ তাঁকে (নবীজিকে) বায়ান শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আর রহমান: ৪ নং আয়াত)

এই আয়াত প্রমাণ করে নবীজিকে শিক্ষা দেন সয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে আল্লাহর নবী ﷺ বলেন: **عَلَّمَنِي رَبِّي** (আল্লামানি রাব্বী) আমার রব আমাকে শিক্ষা দেন।[১৬৫]

তাহলে নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক ﷺ এর শিক্ষক হল আল্লাহ তা'য়ালা। তাই **شَدِيدُ الْقُوى** (শাদিদুল কুয়া) দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালাকেই বুঝাবে, জিবরাইল কে নয়। যারা **شَدِيدُ الْقُوى** (শাদিদুল কুয়া) দ্বারা মধ্যস্থ হিসেবে জিবরাইল (আঃ) কে বুঝাতে চান তাদের উদ্দেশ্যে বলব, **عَلَّمَ** হলো **فعل** (ফেল), **ه** (হা) জমীর 'মফউল' হিসেবে নবীজির প্রতি নিছবত হয়েছে, আর 'ফায়েল' হলো **شَدِيدُ الْقُوى** (শাদিদুল কুয়া)। এখানে মধ্যস্থ হিসেবে কারো কথা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ নেই, সরাসরি 'ফায়েল' এর কথা উল্লেখ। সুতরা **شَدِيدُ الْقُوى** (শাদিদুল কুয়া) দ্বারা আল্লাহ'কেই বুঝাবে, জিবরাইল নয়। এছাড়াও কোন হিসেবে জিবরাইল (আঃ) নবীজির শিক্ষক হতে পারেনা, কারণ জিবরাইল হলো পিউন বা বার্তা পৌছানে ওয়ালা। যেমন পিউন প্রাপকের কাছে চিঠি পৌছায় কিন্তু পিউন জানেনা চিঠির ভিতরে কি আছে। যেমন একটি ঘটনা আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী (রহঃ) তদীয় তাফছির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, একদা জিবরাইল (আঃ) ওহী নিয়ে নবীজির কাছে এসে বললেন: **ق** (ক্বাফ) নবীজি বললেন: **علمت** (আলিমতু) অর্থাৎ, আমি ইহা পূর্বে থেকেই জানি। জিবরাইল বললেন: **ه** (হা) নবীজি বললেন: **علمت** (আলিমতু) আমি ইহা পূর্বে থেকেই জানি। জিবরাইল বললেন **ي** (ইয়া), নবীজি বললেন **علمت** (আলিমতু) আমি ইহা পূর্বে থেকেই জানি। জিবরাইল বললেন **ع** (আইন), নবীজি বললেন **علمت** (আলিমতু) আমি ইহা পূর্বে থেকেই জানি। জিবরাইল বললেন **ص** (ছোয়াদ), নবীজি বললেন **علمت** (আলিমতু) আমি ইহা পূর্বে থেকেই

১৬৫. ছহীহ্ বুখারী, ৬৯৯২ নং হাদিসের পূর্বে;

জানি। জিবরাইল (আঃ) আশ্চয্য হয়ে বললেন **كيف علمت ما لم اعلم**-"আপনি কিভাবে জানলেন? অথচ আমিও ইহার অর্থ জানিনা।"[১৬৬]

সুতরাং জিবরাইল (আঃ) নবীজির শিক্ষক হতে পারে না, বরং নবী পাক ﷺ এর শিক্ষক হলো সয়ং আল্লাহ তা'য়ালা।

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (যু মির্‌রাতিন ফাসতাওয়া) -"সহজাত শক্তি সম্পন্য, তিনি নিজে প্রকাশিত হলেন।" (সূরা নাজম: ৬ নং আয়াত)

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (অহুয়া বিল উফুকিল আ'লা) -"তখন তিনি সর্বোচ্চ দিগন্তে।" (সূরা নাজম: ৭ নং আয়াত)

এই দুই আয়াতে বলা হয়েছে যিনি প্রকাশিত হয়েছেন তিনি সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন, কারণ **أُفُقِ الْأَعْلَى** (উফুকিল আ'লা) অর্থ সর্বোচ্চ দিগন্তে। **على** (আলা) অর্থ উচু দিগন্তে, আর **أَعْلَى** (আ'লা) অর্থ সর্বোচ্চ দিগন্তে, যার উপরে সৃষ্টি জগতের আর কোন দিক নেই। এখন আমার প্রশ্ন হলো জিবরাইল (আঃ) কি সর্বোচ্চ দিগন্তে যেতে পারেন? অথচ তিনি শুধুমাত্র ছিদরাতুল মোনতাহা পর্যন্ত যেতে পারেন। আর সেখান থেকে চুল পরিমান সামনে অগ্রসর হলে আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে জ্বলে পুরে ছারখার হয়ে যাবে।[১৬৭]

তাহলে তিনি সর্বোচ্চ দিগন্ত হলো ছিদরাতুল মোন্তাহার আরো বহু উপরে হুব্বে ছেরফা, মাবুদিয়াতে ছেরফা পর্যন্ত। যেখানে আল্লাহর নবী ﷺ জিবরাইল (আঃ) ছাড়াই 'রফরফ' দ্বারা গিয়েছিলেন। সুতরাং **أُفُقِ الْأَعْلَى** (উফুকিল আ'লা) পর্যন্ত জিবরাইল (আঃ) যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাই সর্বোচ্চ দিগন্তে প্রিয় নবীজির কাছে যিনি প্রকাশিত হলেন তিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালা। যারা এই আয়াত দ্বারা জিবরাইল (আঃ) কে বুঝাতে চান তাদের'কে বলতে চাই প্রিয় নবীজি ﷺ জিবরাইল (আঃ) কে তাঁর আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন ১, মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে বিশাল আকৃতি ধারণ করে আকাশ পর্যন্ত ছেয়ে আছেন এরুপ।

---

১৬৬. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৩৩ পৃ:;

১৬৭. মাসাবিহুছ সুন্নাহ; মেসকাত শরীফ, ৫১০ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড;

২. ছিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে।

পবিত্র কোরআনের **أُفُقِ الْأَعْلَى** (উফুকিল আ'লা) দ্বারা সেই মক্কার উন্মুক্ত ময়দানের দেখা দেওয়া বুঝাবে না, কারণ জিবরাইল দেখা দেওয়ার স্থান মাত্র মক্কার ময়দান থেকে প্রথম আসমান পর্যন্ত, যা কোন মতেই **أُفُقِ الْأَعْلَى** (উফুকিল আ'লা) বা সর্বোচ্চ দিগন্ত হতে পারেনা। কারণ এর পরে আরো ৬টি আসমানসহ বহু দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা) -"অতঃপর নিকটবর্তী হলেন ও ঝুকিলেন।" (সূরা নাজম: ৮ নং আয়াত)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (ফাকানা কাবা কাউছায়নে আও আদনা) -"তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরো কম।" (সূরা নাজম: ৯ নং আয়াত)

এখানে আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ দিগন্তে যিনি ছিলেন নবী ﷺ তাঁরই নিকটবর্তী হয়েছেন। আর এটা স্পষ্ট'ত যে উফুকিল আ'লা তথা সর্বোচ্চ দিগন্তে আল্লাহ পাক'ই বিদ্যমান, জিবরাইল (আঃ) নয়। কারণ জিব্রাইলের সীমানা ছিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত। তাই নবী ﷺ আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছেন, এই মত পোষন করেছেন নবী করিম ﷺ এর দীর্ঘ ১০ বৎসরের খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) এবং প্রিয় নবীজির আপন চাচাত ভাই, ফকিহ্ সাহাবী ও রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রাঃ) যিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী। ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) প্রমূখ। প্রয়োজনে আমাদের পূর্বে উল্লেখিত দলিলগুলো আরেক বার লক্ষ্য করুন।

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (ফা আওহা ইলা আব্দিহী মা আওহা) -"অতঃপর তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার ওহী করলেন।" (সূরা নাজম: আয়াত নং ১০)

যারা বলতে চান যে, নবী পাক ﷺ জিবরাইল (আঃ) এর নিকটবর্তী হয়েছিলেন, তাদের কথা মতে আয়াতের ধারাবাহিক অর্থ হবে: অতঃপর জিবরাইল তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার ওহী করলেন। তাহলে কি নবী ﷺ জিবরাইলের বান্দা? (নাউজুবিল্লাহ) সুতরাং আয়াগুলোর ধারাবাহিকতায়

প্রমাণিত হয়, নবী পাক ﷺ আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছিলেন ও আল্লাহ'কেই দেখেছেন।

১৩. **وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى** (অলাকাদ্ব রায়াহু নাজলাতান উখরা)

-"নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন।" (সূরা নাজম: ১৩ নং আয়াত)

১৪. **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى** (ইন্দা ছিদরাতিল মুন্তাহা) -"ছিদরাতুল মোন্তাহার নিকটে।"

এই আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে নবী পাক ﷺ উফুকিল আ'লায় যাকে দেখেছেন তাঁকে ছিদরাতুল মোন্তাহায় দেখেছেন। আর এটা স্পষ্ট'ত যে, নবী করিম ﷺ উফুকিল আ'লায় আল্লাহ'কেই দেখেছেন, তারই প্রেক্ষিতে ছিদরাতুল মোন্তাহায়ও প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহ'কে দেখেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবীগণের উক্তি শুনুনঃ-

গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) উল্লেখ করেন:-

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ﷺ **وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى** (অলাকাদ রায়াহু নাজলাতান উখরা) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: "আমি আমার রবকে সরাসরি ও সামনা সামনি দেখেছি" এতে কোন সন্দেহ নেই। **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى** (ইন্দা ছিদরাতিল মুন্তাহা) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: আমি তাঁকে ছিদরাতুল মোন্তাহার নিকটে দেখেছি।[১৬৮]

হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রাঃ) উল্লেখ করেন:-

اخْرُج ابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عَن أَبِيه عَن جده **عَن أَسمَاء بن أبي بكر قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يصف سِدْرَة الْمُنْتَهى.. فَقلت يَا رَسُول الله مَا رَأَيْت عِنْدهَا قَالَ رَأَيْت عِنْدهَا يَعْنِي ربه**

-"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ছিদরাতুল মুন্তাহার

---

১৬৮. গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম জি: ৬৫ পৃ: কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী র:;

নিকটে কি কি দেখেছেন? নবীজি ﷺ বললেন: আমি সেখানে আমার রবকে দেখেছি।"[১৬৯]

অতএব, রাসূলে করীম ﷺ মেরাজ রাতে উফুকিল আ'লা তথা সর্বোচ্চ দিঘন্তে এবং সিদরাতুল মুন্তাহায় মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)'র বর্ণিত জিবরাইলকে দেখার হাদিসের ব্যাখ্যা:

প্রশ্নঃ ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ হযরত জিবরাইল (আঃ) কে দু'টি রেসমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন (তাফছিরে ইবনে কাছির)। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, নবী পাক ﷺ জিবরাইল'কে দেখেছেন, আল্লাহ'কে নয়।

উত্তর: এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রিয় নবীজি ﷺ ফেরেস্তা জিবরাইল'কে দেখেছেন। তবে এই হাদিস দ্বারা ইহা প্রমাণ হয়না যে প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহকে দেখেননি। কারণ হাদিসের কোথাও এরূপ বলা হয়নি যে, রাসূল ﷺ আল্লাহ'কে দেখেননি। মারফূ ও ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন: আমি আমার রবকে উত্তম ছুরাতে দেখেছি।"[১৭০]

---

১৬৯. ইমাম ছিয়তী: খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ৩৮৪ পৃ:;

১৭০. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ২৬০৮; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪৭২৭; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ, ২৯৫ পৃ:; ইবনে জরীর; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; ছহীহ সনদ।

সুতরাং আমাদের বিশ্বাস হল, দয়াল নবীজি ﷺ জিবরাইল (আঃ) কেও দেখেছেন অপরদিকে আল্লাহ তা'য়ালাকেও দেখেছেন।

"প্রিয় নবীজি ﷺ জিবরাইলকে অন্তর দ্বারা দুইবার দেখেছেন" এর ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: রাসূল ﷺ জিবরাইল'কে অন্তর দ্বারা দুই বার দেখেছেন। (তাফছিরে ইবনে কাছির) এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, নবী পাক ﷺ জিবরাইল (আঃ) কে দেখেছেন, আল্লাহ'কে নয়।

উত্তর: এই হাদিসের কোথাও কি বলা আছে যে, নবীজি ﷺ আল্লাহ'কে দেখেননি? অবশ্যই না। বরং বলা হয়েছে প্রিয় নবীজি ﷺ হযত জিবরাইল (আঃ) কে অন্তরচক্ষু দ্বারা দুইবার দেখেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি ছহীহ্ হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন: আমি আমার রবকে উত্তম ছুরাতে দেখেছি।"[১৭১] অন্যত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ আল্লাহকে দেখেছেন।"[১৭২]

---

১৭১. মুসনাদে আবী ইয়লা, হাদিস নং ২৬০৮; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪৭২৭; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ, ২৯৫ পৃ:; ইবনে জরীর; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; ছহীহ সনদ।

১৭২. ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, ২য় খন্ড, ৪৯০ পৃ:; তাফছিরে ওয়াছিত লিল ওয়াহেদী, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃ:;

সুতরাং আল্লাহর রাসূল ﷺ ফেরেস্তা জিবরাইল (আঃ) যেমন দেখেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালাকেও দেখেছেন। দুইটি বিষয়ই হাদিস থেকে প্রমাণিত।

অনুরুপ আরেকটি প্রশ্নঃ

প্রশ্নঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মুহাম্মদ ﷺ অন্তর দ্বারা তাঁর রব'কে দুই বার দেখেছেন (মুসলিম)। এই হাদিস প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ আল্লাহ'কে অন্তর দ্বারা দেখেছেন, চর্ম চক্ষু দ্বারা নয়।

উত্তরঃ এই হাদিস অন্তর চক্ষু দ্বারা খোদা দর্শন স্বীকৃতি দেয়, তবে চর্ম চক্ষু দ্বারা খোদা দর্শন অস্বীকার করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসের দিকে নজর করুনঃ

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করিম ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন।"[১৭৩] এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন, ইমাম তাবরানী (রহঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُمْهُورُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِبَصَرِهِ، وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন। একবার চর্ম চক্ষু দ্বারা, আরেকবার অন্তর চক্ষু দ্বারা।"[১৭৪]

---

১৭৩. তাফছিরে দুররুল মানসূর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃঃ; কাজী আয়্যাযঃ শিফা শরীফ, ১ম জিঃ ২৩৬ পৃঃ; শাওকানীঃ তাফছিরে ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃঃ;

১৭৪. তাবারানীঃ মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১২৫৬৪; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃঃ; তাবারানী তাঁর কবীরে; মাজমুয়ায়ে জাওয়ায়েদ; কাস্তালানীঃ মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃঃ; তাবারানী তাঁর আওছাতে; ইবনে হিব্বান; আসকালানীঃ ফাতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৫০৪ পৃঃ; হাদিসটি হাছান-ছহীহ্।

হযরত রাসূলে করিম ﷺ বলেন, আমি আমার রবকে চর্ম চোখ ও অন্তর দ্বারা দেখেছি।[১৭৫]

সুতরাং আল্লাহর নবী ﷺ নিজেই বলছেন আমি আল্লাহ'কে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছি। অপরদিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেন, প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহ'কে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন। তাই বলা যায়, নবী পাক ﷺ আল্লাহ'কে অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখেছেন আবার চর্ম চক্ষু দ্বারাও দেখেছেন। কারণ কোন হাদিস'কে অস্বীকার অথবা ইনকার করা যাবে না।

'আমি নূর দেখেছি' এই হাদিসের ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: ছহীহ্ হাদিসে রয়েছে: হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন: رَأَيْتُ نُورًا আমি নূর দেখেছি (মুসলিম)। সুতরাং নবীজি নূর দেখেছেন, আল্লাহ'কে নয়।

উত্তর: হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকে নূর দেখার হাদিস যেমন বর্ণিত আছে তেমনি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখার হাদিসও রয়েছে। হযরত শারিক (রহঃ) হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে-

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ قَالَ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رَبَّهُ

-"হযরত শারিক (রহঃ) হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, নবী পাক ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন।"[১৭৬]

আপনাদের উল্লেখিত হাদিসে খোদা দর্শন অস্বীকার করে না, কারণ বলা হয়েছে আমি নূর দেখেছি। তার মানে এ নয় যে, আমি আল্লাহ'কে দেখিনি। আমাদের উল্লেখিত হাদিসে হযরত আবু যার (রাঃ) নিজেই বলছেন: রাসূল ﷺ আল্লাহ'কে দেখেছেন। জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর একটি নাম হলো "নূর"। তাই আমি নূর দেখেছি এর অর্থ হল আমি আল্লাহ'কে দেখেছি।

---

১৭৫. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫১ পৃ:;

১৭৬. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:;

'আমি নূর ছাড়া কিছুই দেখিনি' এর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন: হযরত আবুল আলিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কি রব'কে দেখেছেন? তিনি বলেছেন: আমি একটি নদী দেখেছি, নদীর পিছনে একটি পর্দা দেখেছি, আর পর্দার আড়ালে 'নূর' দেখেছি। এছাড়া কিছুই দেখিনি।" (তাফসিরে ইবনে কাসির)

এই হাদিস প্রমাণ করে, নবীজি ﷺ পর্দার আড়ালে 'নূর' ছাড়া কিছুই দেখেননি।

উত্তর: এই হাদিস মুরছাল, আর মুরছাল হাদিস কোন আইনী ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। মুত্তাছিল ও ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন: আমি আমার রবকে উত্তম ছুরাতে দেখেছি।"[১৭৭]

আর একথা সকলেই অবগত যে, মুরছাল হাদিস মুত্তাছিল হাদিসের মোকাবেলায় মরদূদ বা পরিত্যায্য। আবুল আলিয়ার হাদিসে বলা হয়েছে, নদীর পিছনে পর্দার আড়ালে নূর ব্যতীত কিছুই দেখিনি। অথচ অসংখ্য ছহীহ্ হাদিস ও পবিত্র কোরআনে রয়েছে প্রিয় নবীজি ﷺ অনেক কিছুই দেখেছেন। যেমন:

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى -"নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার বড় বড় নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।" (সূরা নাজম: ১৮ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, নবী পাক ﷺ জান্নাত-জাহান্নাম সহ আল্লাহর অনেক নিদর্শন সমূহ দেখেছেন। এ কারণেই হাদিসটি মরদুদ, কারণ ইহা

---

১৭৭. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ২৬০৮; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪৭২৭; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ, ২৯৫ পৃ:; ইবনে জরীর; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; ছহীহ সনদ।

একদিকে মুরছাল ও অন্য দিকে অসংখ্য মুত্তাছিল ছহীহ্ হাদিস ও কোরআনের মুখালেফ বা বিপরীত।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক প্রিয় নবীজি ﷺ এর খোদা দর্শনের অস্বীকৃতির ব্যাখ্যাঃ

প্রশ্নঃ তাবেয়ী আমের (রহঃ) বলেন, তাবেয়ী মাসরুক (রহঃ) একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ কি আল্লাহ'কে দেখেছেন? মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমার কথা শুনে আমার গায়ের লোম শিহরিয়া উঠেছে। মনে রেখ! তোমাকে যে তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যাবাদী। ১. যে বলবে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রব'কে দেখেছেন সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন **لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ** -"কোন চক্ষু তাঁকে দেখতে পারেনা।" **وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ** -"সকল চক্ষু তিনি দেখতে পান।" এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল পাক ﷺ আল্লাহ'কে দেখেছেন বলা মিথ্যা।

জবাবঃ এই হাদিসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কউল বা ব্যক্তিগত অভিমত। এটি সরাসরি রাসূল ﷺ এর থেকে প্রমাণিত নয়। বরং আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন। ইতোপূর্বে বর্ণনা সমূহ উল্লেখ করেছি। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ক্বাওলের বিপরীতে আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ব্যক্তিগত ক্বওলকে প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদিস একজন সাহাবী কর্তৃক, আর 'আল্লাহকে দেখেছেন' এই অভিমত অসংখ্য সাহাবীর। একজনের বর্ণনার তুলনায় অধিক সংখ্যক সাহাবীর অভিমত অধিক গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি মুত্তাসিল ও ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন: আমি আমার রবকে উত্তম ছুরাতে দেখেছি।"[১৭৮]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَحْرٍ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيَّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রভূকে দেখেছেন।"[১৭৯]

এই হাদিসগুলো প্রমাণ করে, স্বয়ং আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, আমি মহান আল্লাহ'কে দেখেছি।

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) এর খোদা দর্শনের অস্বীকৃতি এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত মারফু হাদিসের খোদা দর্শনের স্বীকৃতির ব্যাপারে আল্লামা ইমাম কাসতালানী (রঃ) ও ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قَالَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّي قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنْ قَوْلِهَا

-"তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন: رَأَيْتُ رَبِّي (রাইতু রাব্বী) আমি রবকে দেখেছি, সুতরাং নবী ﷺ এর কথা অবশ্যই আয়েশা (রাঃ) এর কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অধিক গ্রহণযোগ্য।"[১৮০]

---

১৭৮. মুসনাদে আবী ইয়লা, হাদিস নং ২৬০৮; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪৭২৭; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ, ২৯৫ পৃ:; ইবনে জরীর; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; ছহীহ সনদ।

১৭৯. ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, ২য় খন্ড, ৪৮৭ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃ:; আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৬০৪ পৃ:; সনদ ক্বাবী বা শক্তিশালী।

১৮০. ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহিবুল ল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৭ পৃ:; ইবনে হাজার আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৫০৪ পৃ.

সুতরাং মা আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইহা একদিকে মাওকুফ ও মারফূ ছহীহ্ হাদিসের মুখালেফ। অন্যদিকে ইহা অসংখ্য সাহাবীদের বর্ণনার বিপরীত। রাসূলে পাক ﷺ এর মি'রাজ যখন সংগঠিত হয় তখন মা আয়েশা (রাঃ) এর বয়স ছিল মাত্র ৫-৬ বছর। অর্থাৎ নবীজির সাথে বিয়ে হয়েছে কিন্তু তখনও তিনি নবী পাকের ঘরে যাননি। আর খোদা দর্শনের পক্ষে অন্যান্য সাহাবীদের বয়স ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক। তাই মা আয়েশা (রাঃ) এর অভিমতের তুলনায় অন্যান্য সাহাবীগণের অভিমত অধিক গ্রহযোগ্য।

لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ، قُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: {لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ} قَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، وَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ.**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন। ইকরিমা (রহঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেননি যে, **لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ** কোন চোখ তাঁকে দেখতে পারে না বরং তিনি চোখের গতিবিধি দেখতে পান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: ইহা সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ পূর্ণ নূর বিকশিত করবেন। অবশ্যই নবী ﷺ তাঁর রবকে দুই বার দেখেছেন।"[১৮১]

---

১৮১. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ১৬৩ পৃ: হাদিস নং ৩২৭৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩২৩৪; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৪ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃ:; কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৯৯ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ৮১ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ২৭তম জি: ৫১ পৃ:; মোল্লা আলী: মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৩২৭ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৫০১ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:; আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৫০৩ পৃ:; হাদিসটি হাছান সনদের।

জেনে রাখা দরকার যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হলেন, উম্মতের মাঝে "রইছুল মুফাচ্ছেরিন" তথা মুফাসসিরগণের মাথা। সাহাবীগণের মাঝে ৭ জন ফকিহ্ বিদ্যমান, তাঁদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অন্যতম। এমনকি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) অনেক সময় ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ফাতওয়া অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। সূফীগণ এর একটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন যে, **لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ** কোন চোখ আল্লাহ'কে দেখতে পারেনা...। এই আয়াতের অর্থ হলো দুনিয়াতে থেকে কেউ আল্লাহকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখতে পারবে না। আর আমরা'ত বলি না যে, আল্লাহর নবী ﷺ দুনিয়ায় থেকে আল্লাহ'কে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন বরং আমাদের আকিদা হলো, প্রিয় নবীজি ﷺ সাত আসমান পারি দিয়ে জর জগত, নূরের জগত ও সিফাতের জগত পারি দিয়ে 'কাবা কাউছাইনে' আল্লাহ'কে দেখেছেন।

এই আয়াতে খোদা দর্শন (**مطلقا**) মত্লকান সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে, অথচ সিহাহ সিত্তাহর কিতাব গুলোতে অনেক ছহীহ্ হাদিস বিদ্যমান জান্নাতে লোকেরা আল্লাহ'কে দেখবেন যেমনি চাঁদ দেখা যায়। যেমন অন্য হাদিসে রয়েছে, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন:-

وَقَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا

-"ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে স্পষ্ট হাদিস উল্লেখ করেছেন, প্রিয় নবীজি ﷺ বলেন, তোমরা জেনে রেখ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ'কে দেখবেনা যতক্ষণ না মৃত্যু বরণ করবে।"[১৮২]

তাহলে এই হাদিসগুলোর ব্যাপারে কি জবাব দিবেন? সুতরাং দুনিয়া থেকে চর্ম চক্ষু দ্বারা কেউ আল্লাহ'কে দেখা সম্ভব নয় বরং ইন্তেকালের পরে কিংবা দুনিয়ার বাহিরে কোথাও আল্লাহ'কে দেখা সম্ভব, যেমনি আল্লাহর হাবীব ﷺ

১৮২. ইবনে হাজার আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৮ম খন্ড, ৫০৩ পৃ:;

'কাবা কাউছাইনে' আল্লাহ'কে সরাসরি দেখেছেন। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রঃ) বলেছেন,

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيل الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ رَأَى اللَّه تعالى ببصره وعينى رَأسِهِ

-"ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ'আরী (রহঃ) ও তাঁর একজামাত সাথীগণ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী ﷺ স্বীয় মস্তকের চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৮৩]

হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণিত 'চর্ম চোখ দ্বারা নয়' এর ব্যাখ্যাঃ

প্রশ্নঃ হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ আল্লাহ'কে অন্তর দ্বারা দেখেছেন, চর্ম চোখে নয়। (নাসাঈ) এই হাদিস প্রমাণ করে, রাসূল ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখে দেখেননি।

উত্তরঃ চর্ম চোখ দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখার একাধিক বর্ণনা রয়েছে। যেমন, **قال عليه السلام رأيت ربى بعيني وبقلبي** -"হযরত রাসূলে করিম ﷺ বলেন, আমি আমার রবকে চর্ম চোখ ও অন্তর দ্বারা দেখেছি।" (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খণ্ড, ২৫১ পৃ:)

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: নিশ্চয় নবী করিম ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন।"[১৮৪]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُمْهُورُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِبَصَرِهِ، وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ**

---

১৮৩. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:;

১৮৪. তাফছিরে দুররুল মানসুর মানসুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৬ পৃ:; শাওকানী: তাফছিরে ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃ:;

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন। একবার চর্ম চোখে দ্বারা, আরেকবার অন্তর চক্ষু দ্বারা।"[১৮৫]

আপনাদের উল্লেখিত হাদিস শুধু একজন সাহাবীর অভিমত আর আমাদের উল্লেখিত হাদিসে অসংখ্য সাহাবীর। তারা সবাই বলছেন, নবী করিম ﷺ আল্লাহ'কে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহর নবী ﷺ নিজেই বলছেন: আমি রব'কে চর্ম চোখে দেখেছি। এখন আপনারাই বলুন! আপনারা কি রাসূল ﷺ ও অসংখ্য সাহাবীর কথা অস্বীকার করতে পারবেন?

সর্বোপরি **'না বোধক'** হাদিসের উপর 'হ্যাঁ বোধক' হাদিস প্রাধান্য পায়। আপনাদের উল্লেখিত হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) এর বর্ণিত রেওয়ায়েত সম্পর্কে বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূল ﷺ কে মি'রাজের আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মি'রাজের পরে জিজ্ঞাসা করলে তিনি দেখেছেন বলে উত্তর দিতেন।[১৮৬]

এ কারণেই ইমাম কাযি আয়্যায (রহঃ) উল্লেখ করেছেন,

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيل الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ رَأَى اللَّه تعالى ببصره وعينى رَأسِهِ

-"ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশ'আরী (রহঃ) ও তাঁর একজামাত সাথীগণ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী ﷺ স্বীয় মস্তকের চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন।"[১৮৭]

'ওহী বা পর্দার আড়াল ছাড়া কথা বলা যায় না' এর ব্যাখ্যা:

---

১৮৫. তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১২৫৬৪; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; তাবারানী তাঁর কবীরে; মজমুয়ায়ে জাওয়ায়েদ; কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৫ পৃ:; তাবারানী তাঁর আওছাতে; আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৫০৪ পৃ:; হাদিসটি হাছান-ছহীহ্।

১৮৬. তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৩ পৃ:;

১৮৭. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৩৭ পৃ:;

প্রশ্ন: পবিত্র কোরআনে আছে-

وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً

-"কোন মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলেন না। তবে ওহীর মাধ্যমে ও পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন..।" (সূরা শুয়ারা, আয়াত নং ৫১)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নবী ﷺ আল্লাহ'কে সরাসরি দেখেননি বরং পর্দার আড়াল থেকে দেখেছেন।

উত্তর: এই আয়াত মূলত আল্লাহর সাথে কথা বলার বিষয়ে, দেখার বিষয়ে নয়। উক্ত আয়াতেও স্পষ্ট বলা আছে

وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ কোন মানুষ কথা বলতে পারবে না। এখানেতো সর্বোচ্চ দিগন্তে দেখার ব্যাপারে পর্দার আড়ালের শর্ত আসেনি বরং কথা বলার ব্যাপারে পর্দার আড়ালের শর্ত এসেছে। সুতরাং আল্লাহর হাবীব ﷺ আল্লাহকে সরাসরি'ই দেখেছেন। অপরদিকে এই আয়াত দুনিয়ায় অবস্থানের ব্যাপারে। আখেরাত কিংবা দুনিয়ার বাহিরের ব্যাপারে নয়। কেননা আখেরাতে সব মানুষ আল্লাহতে পূর্ণিমান চাঁদের মত দেখবে। জেনে দরকার যে, আল্লাহর হাবীব ﷺ আল্লাহর সাথে দুই ভাবে কথা বলতেন, ১. জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে যেমন: ওহীয়ে মাতলু তথা কুরআন। ২. জিবরাইল (আঃ) ব্যতীতও সরাসরি কথা বলতেন, যেমন: ওহীয়ে গায়রে মাতলূ তথা হাদিস শরীফ।

ফকিহগণ কি বলেছেন যে, নবীজি ﷺ আল্লাহকে দেখেননি?

প্রশ্ন: অনেক ফকিহ্গণ অভিমত পেশ করেছেন যে, মি'রাজের রাতে নবী পাক ﷺ ফেরেস্থা জিবরাইল (আঃ) কে দেখেছেন, আল্লাহ'কে নয়।

উত্তর: জমহুর আইম্মায়ে কেরাম বলেছেন প্রিয় নবীজি ﷺ আল্লাহ তা'য়ালাকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখেছেন। আমরা উল্লেখ করেছি অসংখ্য সাহাবী ও তাবেঈগণের কথা যে, রাসূলে পাক ﷺ আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন। যেমন,

راه بعينه حقيقة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وانس بن مالك والحسن وغيرهم

-"প্রকৃতপক্ষে নবী পাক ﷺ আল্লাহকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছেন, আর এই অভিমত হল অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ যেমনঃ হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ)।"[১৮৮] এ ব্যাপারে আল্লামা ইমাম বাগভী (রহঃ) বলেন-

وقولُ الْبَغَوِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ: وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَنَسٍ والحسنُ وَعِكْرِمَةُ.

-"ইমাম বাগভী তার তাফছির গ্রন্থে বলেন, একদল মুফাসসিরীন এই মত গ্রহণ করেছেন যে, নিশ্চয় নবী করিম ﷺ তার রবকে চর্ম চোখে দ্বারা দেখেছেন। আর এই অভিমত হল হযরত আনাস (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও ইকরামা (রহঃ) এর।"[১৮৯]

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহ'কে ৯৯ বার দেখেছি। ইমাম আহমদ (রহঃ) নবীজি আল্লাহ'কে দেখেছেন, দেখেছেন **رای ربه رای ربه رای ربه.....**(রায়া রাব্বাহু রায়া রাব্বাহু রায়া রাব্বাহু.....) বলতে বলতে গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছেন, নবী করিম ﷺ আল্লাহ'কে চর্ম চোখে দ্বারা দেখেছেন। ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহঃ), ইমাম কাজী আয়্যায (রহঃ), ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমাম সুয়ূতি (রহঃ), মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ), প্রমুখ মুজাদ্দেদ ও ফকিহ্গণ খোদা দর্শনের পক্ষে। এমনকি হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এমন খোদার এবাদত করিনা যাকে আমি দেখিনা (সিররুল আসরার)।

---

১৮৮. তাফছিরে ছাবী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮ পৃঃ;

১৮৯. তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃঃ; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃঃ; তাফছিরে মায়ালেমুত্তানজিল, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃঃ;

আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قال بعضهم رأه بقلبه دون عينه وهذا خلاف السنة والمذهب الصحيح انه عليه السلام رأى ربه بعين رأسه

-"তাদের মাঝে কিছু কিছু লোক বলেন যে, নবী ﷺ আল্লাহকে অন্তর চোখে দ্বারা দেখেছেন, চর্ম চোখে দ্বারা নয়। এই কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও সহীহ্ মাযহাব বিরুধী, বরং আল্লাহর নবী ﷺ আল্লাহকে চর্ম চোখে দ্বারা দেখেছেন।"[১৯০]

অতএব, জমহুর আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, রাসুলে করীম ﷺ মেরাজ রজনীতে আল্লাহ তা'য়ালাকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বক্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

১৯০. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫১ পৃঃ

পবিত্র শবে বরাত ও তার করণীয়

অবতরনিকা:

মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** লাইলাতুল বারাত বা শবে বরাত। এই শবে বরাতের সকল মুসলমানগণ আল্লাহ তা'য়ালার দরবার থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি ও তাঁর রহমতের প্রত্যাশায় বিভিন্ন নেক আমল করে থাকেন। রাসূলে আকরাম ﷺ ও তিঁনার প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের জামানা

থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ ধারাবাহিক এই আমল করছেন। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণির পথভ্রষ্ট লোক এর বিরুধিতা করতে দেখা যাচ্ছে। তাই বিষয়টি পবিত্র কোরআন ও রাসূলে পাক ﷺ এর পবিত্র হাদিস থেকে স্পষ্ট করে জানা উচিৎ। নিচে কোরআন ও হাদিসের আলোকে লাইলাতুল বারাত বা শবে বরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

শবে বরাত কি?

'শবে বরাত' এর আরেক নাম **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** 'লাইলাতুল বরাত'। এখানে 'শব' শব্দটি ফারসি, যার বাংলা অর্থ রাত্র। ইহাকে আরবীতে বলা হয় **لَيْلٌ** 'লাইলুন' অথবা **لَيْلَة** 'লাইলাতুন'। **الْبَرَاءَة** 'বারাত' শব্দটিও ফারসি, তবে শব্দটি আরবী ভাষায়ও প্রয়োগ হয়েছে। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে নিষ্কলুষতা, ভাগ্য, কল্যাণ ইত্যাদি। সুতরাং 'শবে বরাত' শব্দটি আরবী ভাষায় হবে **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** 'লাইলাতুল বারাত'। যার বাংলা পুরো অর্থ হচ্ছে: পবিত্র রজনী, ভাগ্য রজনী অথবা কল্যাণময় রজনী ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনের সূরা দোখানের ভাষায় **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** 'লাইলাতুল বারাত' কে **لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ** 'লাইলাতুল মুবারাকাহ' বলা হয়েছে।

লাইলাতুল বারআতের কথা কি কোরআনে আছে?

হুবহু এই শব্দে শবে বারাতের কথা পবিত্র কোরআনে না থাকেলেও ভিন্ন শব্দে শবে বরাতের কথা পবিত্র কোরআনে রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে লাইলাতুল বারাত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন, **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ** -"নিশ্চয় ইহা লাইলাতুল মুবারাকায় তথা বরকতময় রাতে নাযিল করেছি।" (সূরা দোখান: আয়াত নং ৩)

এই আয়াতের তাফছির নিয়ে মুফাচ্ছেরীনে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। তবে এক জামাত মুফাচ্ছিরীন এই আয়াতের তাফছিরে **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** 'লাইলাতুল বারাত' বা **لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ** 'লাইলাতুন নিছফে মিন শাবান' এর কথাও উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআনের সূরা দোখানে উল্লেখিত **لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ** 'লাইলাতুল মুবারাকা' এর মোট ৪টি নাম রয়েছে। যেমন বিশ্ব নন্দিত মুফাচ্ছির ইমাম শামছুদ্দিন কুরতুবী (রঃ) ওফাত ৬৭১ হিজরী তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ: اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ، وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ، وَلَيْلَةُ الصَّكِّ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ.

-"নিশ্চয় ইহার ৪টি নাম, যথা: লাইলাতুল মুবারাকা, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুল ছাক্ব ও লাইলাতুল কাদর।"[১৯১]

এ বিষয়ে বিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা জারুল্লাহ জামাখসারী তদীয় তাফসিরে উল্লেখ করেছেন-

ولها أربعة أسماء: الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصكّ، وليلة الرحمة

-"ইহার ৪টি নাম রয়েছে, যথা: লাইলাতুল মুবারাকা, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুছ ছাক্ব ও লাইলাতুর রহমাত।"[১৯২]

বিশ্ব বরেণ্য মুফাস্সির ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রহঃ) ও আল্লামা মাহমুদ আলুছী বাগদাদী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

أَنَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءَ: اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ، وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ، وَلَيْلَةُ الصَّكِّ، وَلَيْلَةُ الرَّحْمَةِ،

-"নিশ্চয় শাবানের মধ্যবর্তী রাতের ৪টি নাম রয়েছে: লাইলাতুল মুবারাকা, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুস ছাক্ব ও লাইলাতুর রাহমাত।"[১৯৩]

এ সম্পর্কে আল্লামা শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ শারবিনী শাফেয়ী (রহঃ) তদীয় কিতাবে বলেন-

أن لها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة،

-"নিশ্চয় এর ৪টি নাম রয়েছে: লাইলাতুল মুবারাকা, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুছ ছাক্ব ও লাইলাতুর রাহমাত।"[১৯৪]

এ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী ইয়ামানী তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেছেন,

وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ: اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ، وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ، وَلَيْلَةُ الصَّكِّ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ. قَالَ عِكْرِمَةُ: اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ هُنَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

---

১৯১. তাফছিরে কুরতবী, ১৬তম খন্ড ১২৬ পৃ:;

১৯২. তাফছিরে জামখসারী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৯ পৃ:;

১৯৩. তাফছিরে কবীর, ২৭তম খন্ড, ৬৫৩ পৃ:; তাফছিরে ছাবী, ৪র্থ খন্ড, ৫৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ২৫তম জি: ১৪৭ পৃ:;

১৯৪. তাফছিরে সিরাজাম মুনীর, ৩য় খন্ড, ৫৭৯ পৃ:;

-"নিশ্চয় ইহার ৪টি নাম রয়েছে: লাইলাতুল মুবারাকা, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুছ ছাক্ব ও লাইলাতুল কাদর। হযরত ইকরামা (রহঃ) বলেন, লাইলাতুল মুবারাকা হচ্ছে শাবানের মধ্যবর্তী রাত।"[১৯৫]

উল্লেখিত তাফসিরের দলিল সমূহ দ্বারা বুঝা যায়, **لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ** 'লাইলাতুল মুবারাকা' দ্বারা যেমনিভাবে 'লাইলাতুল কাদর' হয়, তেমনিভাবে **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** 'লাইলাতুল বারাত' তথা শবে বরাতও হয়। অর্থাৎ **লাইলাতুল মুবারাকার এর আরেক নাম হল লাইলাতুল বারাত**। অতএব, লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা একই সাথে লাইলাতুল কাদর ও লাইলাতুল বারাতও হবে। তাই উভয়ের মাঝে সমঝোতা করাই উত্তম হবে। ফলে পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার বিষয়টিও খুব সহজে সমাধান করা যাবে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পবিত্র কোরআন পৃথিবীতে এক দফায় নাযিল হয়নি, বরং প্রথম দফায় কোরআন নাযিল হয় 'বাইতুল ইজ্জাতে' যা পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবস্থিত। অতঃপর 'বাইতুল ইজ্জাত' থেকে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে দীর্ঘ ২৩ বছরে দফায় দফায় পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে স্পষ্ট হওয়ার জন্য নিম্ন উল্লেখিত দলিল গুলো লক্ষ্য করুন।

শবে কদরে কোরআন কোথায় নাযিল হয়েছে?

পবিত্র কোরআন থেকে জানা যায়, লাইলাতুল কদরে কোরআন নাযিল হয়েছে। এখন জানার বিষয় হল, লাইলাতুল কদরে কোরআন কোথায় নাযিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন কোন রাতে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে, এ বিষয়ে তাফছিরের কিতাবে যা যা উল্লেখ আছে তা লক্ষ্য করুন:-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَزَلَ مُفَصَّلًا بِحَسْبِ الْوَقَائِعِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনকে এক সাথে 'লাওহে মাহফুজ' থেকে 'বাইতুল ইজ্জাতে'

১৯৫. কাজী শাওকানী: তাফছিরে ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, ৬৫৩ পৃ:;

নাযিল করেছেন। অতঃপর আংশিক আংশিক করে দীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূল ﷺ এর উপর পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে।"[১৯৬]

এ বিষয়ে অপর বর্ণনায় আছে,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً، ثُمَّ نَجَّمَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِي عِشْرِينَ سَنَةً.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অন্যান্যরা বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা লাইলাতুল কদরে পৃথিবীর আকাশে কোরআন নাযিল করেছেন। অতঃপর অংশ অংশ করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর ২০ বছরে নাযিল হয়, কেউ কেউ বলেছেন ২৩ বছরে।"[১৯৭]

ইমাম শামছুদ্দিন কুরতুবী (রহঃ) (ওফাত ৬৭১ হিজরী) তদীয় তাফসির গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেন-

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. ثُمَّ أُنْزِلَ نَجْمًا نَجْمًا

-"এই রাতে (লাইলাতুল কাদরে) পবিত্র কোরআনের সবটুকু একত্রে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নাযিল হয়েছে। অতঃপর নাযিল হয়েছে অংশ অংশ করে।"[১৯৮] এ বিষয়ে অন্য তাফসিরে আছে-

أنه أَنْزَلَه إلى السماءِ الدنيا في هذه الليلةِ. ثم نَزَلَ مُنَجَّماً إلى الأرض في عشرينَ سنة

-"নিশ্চয় ইহা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে এই রাতে (কদরের রাতে) নাযিল হয়েছে, অতঃপর ২০ বছরে অংশ অংশ করে পৃথিবীতে নাযিল হয়েছে।"[১৯৯]

এ ব্যাপারে বরেণ্য মুফাসসির আল্লামা কাযি নাসিরুদ্দিন বায়জাবী (রহঃ) তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেন-

أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، ثم أنزل على الرسول صلّى الله عليه وسلم نجوماً

-"এই রাতেই পবিত্র কোরআন একত্রে 'লাওহে মাহফুজ' থেকে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নাযিল হয়, অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উপর

---

১৯৬. তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৬৫০ পৃ:; তাবারানী, মু'জামুল কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯ পৃ: হাদিস নং ১২৪২৬;

১৯৭. তাফছিরে বাহারে মুহিত, ১০ম খন্ড, ৫১৩ পৃ:;

১৯৮. তাফছিরে কুরতুবী, ১৬তম খন্ড, ১২৬ পৃ:;

১৯৯. তাফছিরে দুর্রে মা'ছুন, ১১তম খন্ড, ৬৩ পৃ:;

আংশিক আংশিক করে নাযিল হয়।"[২০০] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী (রহঃ) তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেছেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ اى الكتاب المبين الذي هو القرآن وهو جواب القسم فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ هى ليلة القدر فانه تعالى أنزل القرآن فى ليلة القدر من شهر رمضان من اللوح المحفوظ الى بيت العزة فى السماء الدنيا دفعة واحدة واملاه جبريل على السفرة ثم كان ينزله على النبي عليه السلام نجوما اى متفرقا فى ثلاث وعشرين سنة

-"নিশ্চয় ইহা নাযিল করেছি' অর্থাৎ সু-স্পষ্ট কিতাব আর ইহা হল পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি। এর একটি জবাব হচ্ছে, লাইলাতুল মুবারাকা বলতে লাইলাতুল কদরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা রমজান মাসে কদরের রাতে 'লাওহে মাহফুজ' থেকে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে 'বাইতুল ইজ্জাতে' একত্রে নাযিল করেছেন। অতঃপর দীর্ঘ ২৩ বছরে জিবরাইলের মাধ্যমে আংশিক আংশিক নবী করিম ﷺ উপর নাযিল হয়।"[২০১]

আল্লামা আবু সাউদ আমাদী (রহঃ) (ওফাত ৯৮২ হিজরী) তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেন-

أنزل فيها جُملةً إلى السماءِ الدُّنيا من اللوحِ وأملاهُ جبريلَ عليهِ السَّلامُ على السَفَرة ثُمَّ كانَ ينزله على النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم نُجوماً في ثلاثٍ وعشرينَ سنةً

-"এই রাতে পবিত্র কোরআন 'লাওহে মাহফুজ' থেকে একত্রে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে জিব্রাইলের মাধ্যমে নাযিল হয়। অতঃপর নবী পাক ﷺ উপর দীর্ঘ ২৩ বছরে আংশিক আংশিক নাযিল হয়।"[২০২] বিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) বলেন,

قال قتادة وابن زيد قالا انزل الله القران فى ليلة القدر من أم الكتاب الى السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل عليه السلام على النبي ﷺ نجوما فى عشرين سنة

-"হযরত কাতাদা (রহঃ) ও ইমাম ইবনে জায়েদ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা লাইলাতুল কদরে উম্মুল কিতাব থেকে পৃথিবীর আকাশে

---

২০০. তাফছিরে বায়জাবী, ৫ম খন্ড, ৯৯ পৃ:;

২০১. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৪০১ পৃ:;

২০২. তাফছিরে আবু সাউদ, ৮ম খন্ড, ৫৮ পৃ:;

কোরআন নাযিল করেছেন। অতঃপর ২০ বছরে জিব্রাইলের মাধ্যমে নবী করিম ﷺ উপর কোরআন নাযিল করেছেন।"[২০৩]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) উল্লেখ করেন,

أنزل الْقُرْآن فِي لَيْلَة الْقدر ثمَّ نزل بِهِ جِبْرِيل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نجوماً بِجَوَاب كَلَام النَّاس

-"লাইলাতুল কদরের রাতেই কোরআন নাযিল হয়েছে। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসূলে পাক ﷺ উপর লোকদের কথার জবাবে আংশিক আংশিক নাযিল হয়েছে।"[২০৪]

ইমাম জালালুদ্দিন মুহাল্লী (রহঃ) বলেন-

هِيَ لَيْلَة الْقَدْر أَوْ لَيْلَة النِّصْف مِنْ شَعْبَان نَزَلَ فِيهَا مِنْ أُمّ الْكِتَاب مِنْ السَّمَاء السَّابِعَة إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا

-"ইহা লাইলাতুল কদর অথবা শাবানের মধ্য রাত। এই রাতেই সপ্তম আকাশের উম্মুল কিতাব থেকে পৃথিবীর আকাশে কোরআন নাযিল করা হয়।"[২০৫]

হাফিজুল হাদিস, মহিউস সুন্নাহ, ইমাম বাগভী (রহঃ) (ওফাত ৫১৬ হিজরী) তদীয় তাফসিরে এভাবে উল্লেখ করেন-

أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُجُومًا فِي عِشْرِينَ سَنَةً

-"আল্লাহ তা'য়ালা কদরের রাতে উম্মুল কিতাব থেকে পৃথিবীর আকাশে নাযিল করেছেন। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে নবী পাক ﷺ এর উপর ২০ বছরে আংশিক আংশিক নাযিল হয়েছে।"[২০৬] অন্য তাফছিরে রয়েছে-

{إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ} يعني القرآن أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا.

---

২০৩. তাফছিরে মাজহারী, ৮ম খন্ড, ৩৬৭ পৃ:;

২০৪. তাফছিরে দুররুল মানসুর, ৭ম খন্ড, ৩৯৮ পৃ:;

২০৫. তাফছিরে জালালাইন, ১ম খন্ড, ৬৫৬ পৃ:;

২০৬. তাফছিরে বাগভী, ৭ম খন্ড, ২২৭ পৃ:;

-"নিশ্চয় এটিকে নাযিল করেছি" অর্থাৎ কোরআনকে লাওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর আকাশে নাযিল করেছি।"[২০৭]

অতএব, লাইলাতুল কদর রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে সত্য তবে লাওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর আকাশে বাইতুল ইজ্জত নামক স্থানে একসাথে সম্পূর্ণ কোরআন নাযিল হয়েছে। আর পৃথিবীতে সম্পূর্ণ কোরআন একসাথে নাযিল হয়নি।

পৃথিবীতে সম্পূর্ণ কোরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়নি

এই পৃথিবীতে পবিত্র কোরআন নাযিল লাইলাতুল কদরেও হয়েছে আবার কদর রজনী ছাড়াও নাযিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রহঃ) এভাবে উল্লেখ করেন-

أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، وَفِي غَيْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

-"আল্লাহ তা'য়ালা এই কোরআনকে উম্মুল কিতাব থেকে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেন। অতঃপর নবীগণ (আঃ) এর উপর লাইলাতুল কদর ব্যতীত অন্য একাধিক দিনে ও একাধিক রাতে কোরআন নাযিল করেন।"[২০৮] ইমাম কাজী মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী ইয়ামানী (রহঃ) তদীয় তাফসিরে বলেন-

وَقَالَ قَتَادَةُ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَنْزَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً،

-"হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা উম্মুল কিতাব আর ইহা হল 'লাওহে মাহফুজ' থেকে এক সাথে লাইলাতুল কদরের রাতে 'বাইতুল ইজ্জাতে' নাযিল করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর নবী ﷺ এর উপর একাধিক রাত ও একাধিক দিনে ২৩ বছরে নাযিল করেছেন।"[২০৯]

সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট যে, **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** -"ইহা আমি কদরের রাতে নাযিল করেছি।" (সূরা কদর: ১নং আয়াত)

---

২০৭. তাফছিরে মাওয়ারদী, ৫ম খন্ড, ২৪৪ পৃ:;

২০৮. তাফছিরে তাবারী, ২২তম জি: ৮ পৃ:;

২০৯. তাফছিরে ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, ৬৫৩ পৃ:;

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে কোরআন নাজিলের যে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা হল, 'লাওহে মাহফুজ' থেকে পৃথিবীর আকাশে 'বাইতুল ইজ্জাতে' কোরআন নাযিল হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, পৃথিবীতে নাযিল হওয়া নয়। কারণ কোরআন পৃথিবীতে এক সাথে এক সময় নাযিল হয়নি। বরং বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন কারণে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নবী পাক ﷺ এর উপর কোরআন নাযিল হয়েছে। অবশ্যই পবিত্র কোরআনের সবগুলো আয়াত অথবা সবগুলো সূরা পৃথিবীতে কদরের রাতে নাযিল হয়নি। যেমনটি তাফছিরে ফাতহুল কাদির নামক কিতাবে কাজী শাওকানী বলেছেন,

وَقَالَ قَتَادَةُ:.. فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً،

-"প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন: ২৩ বছরের একাধিক দিনে ও একাধিক রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে।"[২১০]

আরেক জায়গায় আছে, হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রঃ) উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: **قَالَ ابْنُ زَيْدٍ،.. فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، وَفِي غَيْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ**

-"ইবনে জায়েদ (রঃ) বলেছেন,.. লাইলাতুল কদর ব্যতীত একাধিক রাত ও একাধিক দিনে।"[২১১]

প্রখ্যাত মুফাচ্ছির ইমাম কুরতুবী (রঃ) তদীয় তাফছিরে বলেন,

قَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

-"হযরত কাতাদা ও ইবনে জায়েদ (রঃ) বলেছেন, লাইলাতুল কদরে লাওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর আসমানে বাইতুল ইজ্জত নামক স্থানে কোরআন নাযিল হয়। অতঃপর ২০ বছরে একাধিক দিন ও একাধিক রাতে পৃথিবীতে কোরআন নাযিল হয়।"[২১২]

তাই লাইলাতুল মুবারাকা বলতে লাইলাতুল বারাতকেও বুঝানো যায়। এই প্রেক্ষিতে হযরত ইকরিমা (রাঃ)সহ একাধিক তাফছিরকারক লাইলাতুল

---

২১০. শাওকানী: তাফছিরে ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, ৬৫৩ পৃ:;

২১১. তাফছিরে তাবারী, ২২তম জি: ৮ পৃ:;

২১২. তাফছিরে কুরতবী, ১৬তম খন্ড, ১২৬ পৃ:;

বারাতে কোরআন নাযিল হওয়ার বিষয়টি একবারে উড়িয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ লাইলাতুল মুবারাকা এর আরেক নাম 'লাইলাতুল বারাত'। পৃথিবীতে কোরআন নাযিল হওয়ার সময় নির্দিষ্ট কোন দিন ছিল না, বরং ২৩ বছরের যেকোন দিন বা যেকোন সময় বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় কোরআন নাযিল হয়েছে। জ্বিলহাজ্ব মাসেও বিদায় হজ্বের সময় আয়াত নাযিল হয়েছে এবং অন্যান্য মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে। হয়ত পৃথিবীতে কোরআন নাজিলের কোন একটা সময় 'লাইলাতুল বারাত' ছিল। নচেৎ পবিত্র কোরআনের

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ এই আয়াতের কথা জেনেও হযরত ইকরিমা (রঃ)সহ একদল লাইলাতুল বারাতে কোরআন নাজিলের বিষয়টি বলতেন না। আর এ কথা স্পষ্ট যে, মাহে রামাদ্বান ছাড়াও কোরআন নাযিল হয়েছে। বরং পৃথিবীতে সর্ব প্রথম মাহে রামাদ্বানে লাইলাতুল কদরে কোরআন নাযিল হয়েছে। আর ইহা রামাদ্বানের ২৪ তারিখ হওয়ার ব্যাপারেও বর্ণনা রয়েছে। উল্লেখিত দলিল গুলোর আলোকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, রমজান মাসে লাইলাতুল কদরে পবিত্র কোরআন লাওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে 'বাইতুল ইজ্জাত' নামক স্থানে একসাথে নাযিল হয়। অতঃপর দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রিয় নবীজি ﷺ এর উপর ধারাবাহিক কোরআন নাযিল হয়েছে।

সূরা দোখানে 'লাইলাতুল মুবারাকা' কি লাইলাতুল বারাত?

সূরা দোখানের 'লাইলাতুল মুবারাকা' দ্বারা এক জামাত মুফাসসিরীন লাইলাতুল কদরের কথা বলেছেন। তবে আরেকদল মুফাসসিরীন ও প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইকরিমা (রঃ) (**لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ**) লাইলাতুল মুবারাকা কে (**الْبَرَاءَةِ لَيْلَةُ**) লাইলাতুল বারাত বলেছেন। যেমন এ বিষয়ে হাফিজুল হাদিস, মহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগভী (রঃ) {ওফাত ৫১৬ হি} তদীয় তাফসির গ্রন্থে কিতাবে বলেন-

وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ من شعبان.

-"অন্যান্যরা বলেছেন, ইহা তথা কোরআন নাযিলের সময় শাবানের মধ্যবর্তী দিন বা শবে বরাত।"[২১৩]

২১৩. তাফছিরে বাগভী, ৭ম খন্ড, ২২৭ পৃঃ;

হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রঃ) ওফাত ৩১০ হিজরী তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেছেন,

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

-"অন্যান্যরা বলেছেন, বরং ইহা তথা কোরআন নাযিলের সময় হল লাইলাতুন নিছফে মিন শাবান বা শবে বরাত।"[২১৪]

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফি (রহঃ) (ওফাত ৭১০ হিজরী) তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেন-

أي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان -"অর্থাৎ এটি লাইলাতুল কাদর অথবা লাইলাতুন নিছফে মিন শাবান বা শবে বরাত।"[২১৫]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রহঃ) {ওফাত ৬০৬ হি.} বলেছেন-

وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَطَائِفَةٌ آخَرُونَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ، وَهِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

-"হযরত ইকরিমা (রঃ) ও অন্যান্য একদল বলেছেন: নিশ্চয় ইহা লাইলাতুল বারাত আর ইহা হল শাবানের মধ্যবর্তী রাত।"[২১৬]

ইমাম শামছুদ্দিন কুরতুবী (রঃ) {ওফাত ৬৭১ হি.}তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেন, **وَيُقَالُ: لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ،** -"বলা হয়, ইহা শাবানের মধ্য রাত্রী।"[২১৭]

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী (রঃ) ওফাত ১১২৭ হিজরী তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেন,

وقال بعض المفسرين المراد من الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان

-"কোন কোন মুফাস্সিরিন বলেন, এর দ্বারা অর্থ হবে লাইলাতুন নিছমে মিন শাবান।"[২১৮]

তাই ক্বাতয়ী বা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, রমজান মাসে লাইলাতুল কদরে 'লাওহে মাহফুজ' থেকে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে 'বাইতুল ইজ্জাত' নামক স্থানে একসাথে কোরআন নাযিল হয়েছে। তবে পৃথিবীতে পবিত্র কোরআন

---

২১৪. তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ৯ পৃ:;

২১৫. তাফছিরে নাছাফী, ৩য় খন্ড, ২৮৬ পৃ:;

২১৬. তাফছিরে কবীর, ২৭তম খন্ড, ২১০ পৃ:;

২১৭. তাফছিরে কুরতুবী, ১৬তম খন্ড, ১০০ পৃ:; তাফছিরে আবু সাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৫ পৃ:;

২১৮. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৪০২ পৃ:;

সবটুকু অংশ একসাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূলে পাক ﷺ এর উপর নাযিল হয়েছে। আর পৃথিবীতে কোরআন নাজিলের সেই সবগুলো দিন লাইলাতুল কদরের দিন ছিলনা বরং **وَفِي غَيْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ** লাইলাতুল কদর ছাড়া অন্যান্য দিনেও কোরআন নাযিল হয়। যেমনটি তাফছিরে ফাতহুল কাদিরে বলা হয়েছে বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন-

فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، -"তেইশ বছরের একাধিক দিনে ও একাধিক রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে।"

ভাগ্য নির্ধারণের রাত শবে বরাত

পবিত্র কোরআন ও বহু সংখ্যক হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, **لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ** 'লাইলাতুল মুবারাকায়' আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারণ করেন। এ জন্যেই কোরআন নাজিলের রাত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ -"এ রাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়।" (সূরা দোখান: ৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ এই রাতেই বান্দার ভাগ্য স্থিরকৃত হয়। এ কারণেই এ রাতকে ভাগ্য রজনী বলা হয়। এখন জানতে হবে বাৎসরিক ভাগ্য স্থিরকৃত হয় কোন রাতে। এ সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফে আছে,

وَأخرج ابْن زَنْجوَيْه والديلمي **عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: تقطع الْآجَال من شعْبَان إِلَى شعْبَان حَتَّى أَن الرجل لينكح ويولد لَهُ وَقد خرج اسْمه فِي الْمَوْتَى**

-"ইবনে জানজাবিয়া (রহঃ) ও ইমাম দায়লামী (রহঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: এক শাবান থেকে অপর শাবান পর্যন্ত মানুষের হায়াত চূড়ান্ত হয়। এমনকি ব্যক্তি বিবাহ করবে এবং তাঁর সন্তান জন্ম হবে এবং তার নাম মৃতের তালিকায় উঠবে তা সবই লিখা হয়।"[২১৯] এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحِ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبُخَارَى حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ نَصْرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،

২১৯. তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৭ম খণ্ড, ৪০১ পৃ.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَل تدرين مَا هَذِه اللَّيْلَ؟ يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, তুমি কি জান আজ কিসের রাত? অর্থাৎ শাবানের মধ্যবর্তী রাত সম্পর্কে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন: এটাতে কি হয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন: এই রাতেই লিখা হয় আগামী এক বছরে আদম সন্তানের কে জন্ম হবে এবং আদম সন্তানের কে মারা যাবে। এ রাতেই আদম সন্তানের আমল সমূহ তুলে নেওয়া হয় এবং কার উপর রিজিক কতটুকু দেওয়া হবে।"[২২০]

এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، **عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قَالَ: فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يُبْرَمُ فِيهِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَتُنْسَخُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَيُكْتَبُ الْحَاجُّ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ**

-"হযরত ইকরিমা (রাঃ) এই আয়াত: **{فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}** এর ব্যাখ্যায় বলেন, শাবানের মধ্য রাতে সকল রীতি আদেশ দেন, মৃতদের থেকে কারা জিবীত হবে, যারা হজ্ব করবেন তা লেখা হয়। যা মধ্যে একজনও বাড়ানো হবেনা ও তাদের মধ্য থেকে একজনও কমানো হবেনা।"[২২১] এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيُّ، نَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، **عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَطَّلِعُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛**

---

২২০. ইমাম বায়হাক্বী: দাওয়াতুল কবীরে, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৬০২৮; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১৩০৫; ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বাইলে আওকাত, ১ম খন্ড, ১২৬;

২২১. তাফছিরে তাবারী, ২১তম জি: ৯ পৃ:; তাফছিরে ইবনে আবী হাতেম, হাদিস নং ১৮৫৩১; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০১ পৃ:;

فَيَغْفِرُ لِخَلْقِهِ كُلِّهِمْ؛ إِلَّا الْمُشْرِكَ وَالْمُشَاحِنَ، وَفِيهَا يُوحِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ لِقَبْضِ كُلِّ نَفْسٍ يُرِيدُ قَبْضَهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ

-"ইমাম আদ্ দিনুরী (রহঃ) তাঁর মাজালিছে বর্ণনা করেছেন, রাশিদ ইবনে ছা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা শাবানের মধ্য রাতে সৃষ্টির দিকে তাকান এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত বাকী সকলকে ক্ষমা করে দেন। শাবানের মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ পাক মালাকুল মাউতকে ওহী করেন ঐ বছরে যারা মারা যাবে তাদের প্রত্যেকের রুহ কবজ করার বিষয়ে।"[২২২] এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

وَأخرج ابْن أبي الدُّنْيَا **عَن عَطاء بن يسَار قَالَ: إِذا كَانَ لَيْلَة النّصْف من شعْبَان دفع إِلَى ملك الْمَوْت صحيفَة فَيُقَال اقبض من فِي هَذِه الصَّحِيفَة فَإِن العَبْد ليفرش الْفراش وينكح الْأَزْوَاج وَيَبْنِي الْبُنيان وان اسْمه قد نسخ فِي الْمَوْتَى**

-"ইবনে আবীদ দুনিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আত্বা ইবনে ইয়াছার (রাঃ) বলেন, যখন শাবানের মধ্য রাত আসে মালাকুল মাওতকে একটি পুস্তিকা দান করেন। তাকে বলা হয় যারা বিছানায় শুয়ে যাবে, যারা স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে, তার সন্তানদের মধ্যে সন্তান জন্ম লাভ হবে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।"[২২৩]

হাদিসটি ইমাম বুখারী (রহঃ)'র দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রায্যাক সান'আনী (রহঃ) এভাবে উল্লেখ করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، **عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تُنْسَخُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْآجَالُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مُسَافِرًا، وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، وَيَتَزَوَّجُ وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ**

-"হযরত আতা ইবনে ইয়াছার (রহঃ) বলেন, শাবানের মধ্যবর্তী রাতে হায়াত লিখিত হয় এমনকি কোন ব্যক্তি মুসাফির হয়ে বের হওয়ার কথা,

---

২২২. ইমাম আবু বকর আহম আদ-দিনুরী: মাজালিছাতু জাওয়াহিরিল ইলম, হাদিস নং ৯৪৪; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০১ পৃ:;

২২৩. তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ৪৪৩১৪; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৮২৯১;

কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করার কথা, বিবাহের কথা, জীবিত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকলের কথা রহিত হওয়ার কথা এই রাতে লিখিত হয়।"[২২৪]

এ সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন-

وَأخرج الْخَطِيب فِي رُوَاة مَالك **عَن عَائِشَة: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: يفتح الله الْخَيْر فِي أَربع لَيَال لَيْلَة الْأَضْحَى وَالْفطر وَلَيْلَة النّصْف من شعْبَان ينْسَخ فِيهَا الْآجَال والأرزاق وَيكْتب فِيهَا الْحَاج وَفِي لَيْلَة عَرَفَة إِلَى الْأَذَان**

-"খতিব (রহঃ) এই বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছি: ৪টি রাতে আল্লাহ তা'য়ালা কল্যানের দরজা খুলে দেন। সেগুলো হল: ঈদুল আদ্বহার রাত, ঈদুল ফেতরের রাত, শাবানের মধ্য রাত, এ রাতেই আরোপিত বিষয় নির্ধারিত করা হয়, রিযিক সমূহ বন্টন করা হয়, এ রাতেই লেখা হয় কে হজ্ব করবে। আরেকটি হচ্ছে আরাফার রাত আযান পর্যন্ত।"[২২৫] এ সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে,

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ **عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقْطَعُ الْآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ، وَقَدْ أُخْرِجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى**

-"তাবেয়ী ইমাম যুহুরী (রঃ) বর্ণনা করেন, উছমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা ইবনে আখনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন: নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: এক শাবান থেকে অন্য শাবান পর্যন্ত ভাগ্য বন্টন করা হয়। এমনকি অমুক ব্যক্তি বিবাহ করবে ও সন্তান লাভ করবে এবং মৃতদের তালিকা লিখিত হয়।"[২২৬]

---

২২৪. মুছান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, হাদিস নং ৭৯২৫;

২২৫. তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ২৭১২২; দায়লামী;

২২৬. তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃ:; তাফছিরে দুররুল মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৪ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৫৫৮; ইমাম ইবনে জারির: তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ১০ পৃ:;

হাদিসটি 'মুরছাল' তবে সকল ইমামদের মতে সিকাহ রাবীর মুরসাল বর্ণনা হুজ্জাত হয়। (তাদরিবুর রাবী)

এছাড়া অন্যান্য বর্ণনাগুলোর কিছু দ্বায়িফ এবং কিছু শক্তিশালী। তাই সামগ্রীক বিচারে বিষয়টি একাধিক সূত্রে বর্ণিত থাকায় উসূলে হাদিসের মূলনীতি মোতাবেক শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবে। **সুতরাং উল্লেখিত হাদিস গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শাবানের মধ্য রজনীতে তথা শবে বরাতে ভাগ্য বন্টন করা হয়।** আর আল্লাহ পাক এ কথাই সূরা দোখানের ৪ নং আয়াতে বলেছেন। যেমন: **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** অর্থাৎ এ রাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত করা হয়। যেমন প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইকরিমা (রঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، **عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قَالَ: فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يُبْرَمُ فِيهِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَتُنْسَخُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَيُكْتَبُ الْحَاجُّ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ**

-"হযরত ইকরামা (রহঃ) সূরা দোখানের এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, শাবানের মধ্য রাত্রে ঐ বৎসরের সকল কিছু স্থিরিকৃত হয়। জিবীতদের থেকে কে কে মারা যাবে, কে হজ্ব করবে তা লিখা হয় এর মাঝে একজনের নামও বাড়ানো হবে না এবং একজনের নামও কমানো হবে না।"[২২৭]

উল্লেখিত হাদিস ও আছার সমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, শবে বরাতের রাতে বান্দার বিবাহ সম্পাদন, জন্ম-মৃত্যু, আগত বছরে বান্দার হজ্ব আদায় ইত্যাদি এ রাতেই নির্ধারিত হয়। অনেক গুলো সূত্রে বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে। তাই বিষয়টিকে উড়িয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

লাইলাতুল কদরকেও ভাগ্য রজনী বলে

সূরা দোখানের **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** -"এ রাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত করা হয়। এই আয়াতের তাফসিরে একদল মুফাস্সির বলেছেন এটি লাইলাতুল কদরে স্থিরিকৃত হয়। যেমন নিচে উল্লেখ করা হল:-

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، **عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِيهَا يُقْضَى مَا يَكُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ**

২২৭. তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ৯ পৃ:; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০১ পৃ:;

-"হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, এটি হল লাইলাতুল কদর। এই রাতেই এক বছর থেকে আরেক বছর পর্যন্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়।"[২২৮]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম ইবনে কাছির (রহঃ) তদীয় তাফসিরে বলেন,

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ.

-"অনুরুপ বর্ণিত রয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), হযরত আবী মালেক (রাঃ), তাবেয়ী মুজাহিদ (রহঃ), তাবেয়ী দ্বাহ্হাক (রহঃ) ও অন্যান্যদের থেকে।"[২২৯]

তাই বিষয়টি স্পষ্টত যে, একদল মুফাসিসিরগণের দৃষ্টিতে এই রাতটি হচ্ছে লাইলাতুল কদর। এই রাতেই বান্দার বাৎসরিক ভাগ্য স্থিরিকৃত হয়। তবে আরেকদল মুফাস্সির বলেছেন এটি লাইলাতুল বারাতে স্থিরিকৃত হয়।

উভয় বক্তব্যের সমাধানঃ

উভয় বক্তব্যের সমযোতা করে রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন-

وَرَوَى أَبُو الضُّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: أَنَّ اللَّهَ يَقْضِي الْأَقْضِيَةَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَيُسَلِّمُهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

-"তাবেয়ী হযরত আবু-দ্বোহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা শাবানের মধ্য রাতে সকল কিছু স্থিরকৃত করেন এবং কদরের রাতে দ্বায়িত্বশীল ফিরিশতাদের কাছে অর্পন করেন।"[২৩০]

উল্লেখিত হাদিসগুলোর আলোকে ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও শাবানের মধ্য রজনী তথা লাইলাতুল বারাত পবিত্র কোরআনের ঘোষণাকৃত লাইলাতুল মোবারাকার অন্তর্ভূক্ত হবে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালাই বলেছেন: **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** এ রাতেই স্থিরকৃত হয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী। তাই উল্লেখিত

---

২২৮. তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ৯ পৃ:;

২২৯. তাফছিরে ইবনে কাছির, ৭ম খন্ড, ২৪৬ পৃ: উক্ত আয়াতের তাফছিরে;

২৩০. তাফছিরে মাজহারী, ৮ম খন্ড, ৩৬৮ পৃ:; তাফছিরে ছালাভী, ১০ম খন্ড, ২৪৮ পৃ:; তাফছিরে বাগভী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৪ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ১১৬ পৃ:; তাফছিরে কুরতুবী, ২০তম খন্ড, ১৩০ পৃ:; তাফছিরে সিরাজুম মুনীর, ৪র্থ খন্ড, ৫৬৫ পৃ:;

হাদিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা যায়, লাইলাতুল বারাত বান্দার ভাগ্য রজনী। প্রাথমিক পর্যায়ে বান্দার ভাগ্য লাইলাতুল বারাতে নির্ধারিত হয়।

পবিত্র হাদিসের আলোকে শবে বরাত

ফার্সী ভাষায় যাকে 'শবে বরাত' বলা হয়, কোরআনের তাফসিরের ভাষায় সেটা হচ্ছে **لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ** 'লাইলাতুল বারাত' এবং পবিত্র হাদিসের ভাষায় সেটা হল **لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ** 'লাইলাতু নিছফে মিন শাবান'। অর্থাৎ একটি বিষয়ের ৩টি নাম। কথায় বলে: যেটা লাউ সেটাই কদু। লাইলাতুল বারাতের ব্যাপারে হাদিস শরীফে ছহীহ্, হাছান ও যঈফ সব ধরণের বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত বর্ণনা। নিচে এ বিষয়ে সকল রেওয়ায়েত গুলো উল্লেখ করা হল:-

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এর বর্ণনা

ইমাম আবু বকর ইবনে আছেম (রহঃ) ওফাত ২৮৭ হিজরী, ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) (ওফাত ৩৫৪ হিজরী) ইমাম তাবরানী (রহঃ) (ওফাত ৩৬০ হিজরী)সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন-

ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، **عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ؛ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.**

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি ﷺ বলেছেন: শাবানের মধ্য রজনীতে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশেষ নজরে দৃষ্টিপাত করেন। মুশরীক ও হিংশুক লোক ব্যতীত বাকী সকলকে সেদিন ক্ষমা করে দেন।"[২৩১]

---

২৩১. ইমাম ইবনে আছেম: আস-সুন্নাহ, ৫১২ নং হাদিস; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৬৬৫; ইমাম তাবারানী: আওছাতে, হাদিস নং ৬৭৭৬; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীরে, হাদিস নং ২১৫; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৩৫৫২; ইমাম তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ২০৩; ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯১ পৃ:; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৫৪৬; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০৩ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ৯৬৯৭; আলবানী: তা'লিকাত হাছান আলা ছাহি ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৬৩৬

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.

-"ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর ও মু'জামুল আওসাত নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। দু'টি সনদের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত।"[২৩২]

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস, ইমাম মুনযিরী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه -"ইমাম তাবরানী (রহঃ) ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তার আস-সহীহ্ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।"[২৩৩]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে লা-মাযহাবী স্বয়ং নাসিরুদ্দিন আলবানী তার কিতাবে বলেন,

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة

-"এই হাদিস সহীহ্। একদল সাহাবী বিভিন্ন শব্দে ইহা বর্ণনা করেছেন।"[২৩৪]

কেউ কেউ দাবী করেন যে, তাবেঈ **مَكْحُول** মাকহুল (রঃ) বর্ণনাকারী **مَالِك بْن يُخَامِرَ** 'মালেক ইবনে ইউখামির' থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। কিন্তু মালেক ইবনে ইউখামির (রঃ) থেকে যারা যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের তালিকার মাঝে মুহাদ্দিছিনে কেরাম তাবেঈ **مَكْحُول** মাকহুল শামী (রঃ) এর নাম প্রসিদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন।[২৩৫] যেমন ইমাম যাহাবী (রঃ) উল্লেখ করেন,

حدث عنه معاوية وجبير بن نفير، وعمير بن هانئ، ومكحول، وسليمان بن موسى، وخالد بن معدان، وآخرون.

-"মালেক ইবনে ইউখামির থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন- মুয়াবিয়া, যুবাইর ইবনে নুফাইর, উমাইর ইবনে হানী, **মাকহুল,** সুলাইমান ইবনে মুসা, খালেদ ইবনে মাদান ও অন্যান্যরা।"[২৩৬]

---

২৩২. ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৯৬০;

২৩৩. আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৫৪৬;

২৩৪. আলবানী: ছিলসিলাতু আহাদিছিছ ছহিহা, হাদিস নং ১১৪৪;

২৩৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৪০, **مَالِك بْن يُخَامِرَ** এর ব্যাখ্যায়; ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৯৬; ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৫৭৫৮; ইমাম ইবনে আছির: উছদুল গাবা, রাবী নং ৪৬৬০; ইমাম যাহাবী: আল কাশেফ, রাবী নং ৫২৬৭;

২৩৬. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, **مالك بن يخامر** এর ব্যাখ্যায়;

সুতরাং হাদিসটি ইমাম মুসলীমের শর্তানুসারে ছহীহ্ প্রমাণিত আর ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, লাইলাতুল বরাত তথা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে মহান আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। তাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ঐ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সুতরাং শবে বরাতে বেশী বেশী ইস্তেগফার তথা বেশী বেশী আল্লাহর কাছে তওবা করার প্রয়োজন। তাহলে'ই ছহীহ্ হাদিসের উপর আমল করা হবে।

হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ)'র বর্ণনা:

ইমাম আবু বকর ইবনে আছেম (রহঃ) (ওফাত ২৮৭ হিজরী) ও ইমাম ইবনে মাজাহ কাযবিনী (রহঃ) (ওফাত ২৭৩ হিজরী) বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الزَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ؛ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ .**

-"হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, শাবানের মধ্যবর্তী রাতে প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ হন। মুশরীক ও হিংসুক ব্যতীত বাকী সকল মুসলমানকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেন।"[২৩৭]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে লা-মাযহাবী আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তার কিতাবে উল্লেখ করেন-

ورواه بن مَاجَهْ بِلَفْظِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْبَزَّارِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

-"ইমাম মুনযিরি (রহঃ) বলেছেন: ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) তাঁর হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) এর শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায্যার (রহঃ) ও বায়হাক্বী (রহঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকেও এরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, যে সনদে কোন অসুবিধা নেই।"[২৩৮]

---

২৩৭. ইমাম ইবনে আছেম: আস-সুন্নাহ, হাদিস নং ৫১০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩৯০; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১৩০৬; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৭৪৬৩

২৩৮. তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ৩৬৬, ৭৩৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

এই হাদিস সম্পর্কে কুখ্যাত তাহকিক কারী নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন: **(حسن) ... [هـ] عن أبي موسى.** -"এই হাদিস হাছান, হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত।"[২৩৯]

আবারো প্রমাণিত হল, শবে বরাতের রাতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহগণকে ক্ষমা করেন। তাই ঐ রাতে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ, তবেই রাসূলে পাক ﷺ এর হাদিসের উপর আমল করা হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)'র বর্ণনা:

ইমাম আবু বকর ইবনে আসেম (রহঃ) (ওফাত ২৮৭ হিজরী) বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْمُصْعَبِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ؛ إِلَّا إِنْسَانٍ فِي قَلْبِهِ شَحْنَاءُ، أَوْ مُشْرِكٍ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .**

-"হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী পাক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি ﷺ বলেছেন, শাবানের মধ্যবর্তী রাতে প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নাযিল হন। ঐ সকল মুসলমানকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেদেন শুধু মাত্র যাদের অন্তরে অহংকার আছে ও মুশরিক লোক ব্যতীত।"[২৪০]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে বিখ্যাত পথভ্রষ্ট লা-মাযহাবী মোবারকপুরী তার কিতাবে উল্লেখ করেন,

ورواه بن مَاجَهْ بِلَفْظِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْبَزَّارِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

-"ইমাম মুনযিরী (রহঃ) বলেছেন, ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) তাঁর শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায্যার (রহঃ) ও ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)

---

২৩৯. ছহীহ্ জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, হাদিস নং ১৮১৯;

২৪০. ইমাম ইবনে আছেম: আস-সুন্নাহ, হাদিস নং ৫০৯; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিছ, হাদিস নং ২৬২৫;

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকেও এরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, যে **সনদে কোন অসুবিধা নেই**।"[২৪১]

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস, ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ) বলেন-

فيه عبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات.

-"এর সনদে আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল মালেক রয়েছে, ইবনে আবী হাতিম (রঃ) তাঁর 'জারাহ ওয়া তা'দিল' কিতাবে এই রাবীকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাকে জয়ীফ বলেননি। এছাড়া বাকী সকল রাবী বিশ্বস্ত।"[২৪২]

আবারো রাসূলে পাক ﷺ এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, শবে বরাতের রাতে মহান আল্লাহ পাক মুশরিক ও অহংকারী ব্যতীত বাকী সকল মানুষকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)'র দ্বিতীয় বর্ণনাঃ

ইমাম ইবনে খুজাইমা (রঃ) (ওফাত ৩১১ হিজরী) ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর বায্যার (রহঃ) (ওফাত ২৯২ হিজরী)সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন-

رَوَى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُصْعَبِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، **عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ فِي قَلْبِهِ شَحْنَاءُ، أَوْ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ**

-"কাশেম ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা ও চাচা সূত্রে এবং তাঁর দাদা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, শাবানের মধ্যবর্তী রাতে প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নাযিল হন। সেদিন ঐ সকল

২৪১. তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ৩৬৬, ৭৩৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৪২. ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ২৬২৫;

মুসলমানকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেদেন শুধু মাত্র যাদের অন্তরে অহংকার আছে ও মুশরীক লোক ব্যতীত।"[২৪৩]

এই হাদিসের সনদের রাবীগণ কেউ সমালোচিত নেই। তাফসিরে মাযহারীর হাশিয়াতে হাদিসটিকে **حسن** 'হাসান' বলেছেন।[২৪৪]

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) এই হাদিস সম্পর্কে তদীয় কিতাবে বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنْ كَانَ مُنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ الرَّحْمَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ وَسَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ أَبِيهِ

-"এই হাদিস হাসান। কাশে তার চাচা আর তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাকর (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। নিশ্চয় তিনি তার থেকে হাদিস শুনেছেন এবং আব্দুর রহমান তার পিতার কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন।"[২৪৫]

এই হাদিস সম্পর্কে বিখ্যাত পথভ্রষ্ট নাসিরুদ্দিন আলবানী তার কিতাবে বলেন-

أخرجه البزار أيضا وابن خزيمة في التوحيد (ص 90) وابن أبي عاصم واللالكائي في السنة

وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2 / 2) والبيهقي كما في الترغيب وقال: لا بأس بإسناده! وقال الهيثمي: وعبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه. وبقية رجاله ثقات

-"ইমাম বায্যার (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন, ইমসাম ইবনে খুজাইমা (রহঃ) তাঁর তাওহীদ গ্রন্থে, ইমাম আবু নুয়াইম (রহঃ) তাঁর 'আখবারে ইছবাহান' গ্রন্থে, এবং বায়হাক্বীও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি 'তারগীব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এর সনদে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম হায়হামী (রঃ) বলেন: আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল মালেক সম্পর্কে ইবনে আবী

---

২৪৩. ইমাম ইবনে খুজাইমা: আত তাওহীদ, হাদিস নং ৪৮; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৮০; তাফছিরে মাজহারী, ৮ম খন্ড, ৩০৫ পৃ: হাশিয়া; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান হাদিস নং ৩৫৪৬; তারতিবুল আমালী, ১৯১৮; ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: লিসানুল মিযান, হাদিস নং ৬৮৩;

২৪৪. তাফছিরে মাজহারী, ৮ম খন্ড, ৩০৫ পৃ: হাশিয়া;

২৪৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: الأمالي المطلقة আমালী মুতলকাহ, ১ম খন্ড, ১২২ পৃ:;

হাতেম (রঃ) তদীয় 'জারাহ ওয়া তাদিল' গ্রন্থে এই রাবীকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই রাবীকে জয়ীফ বলেননি। বাকী সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত।"[২৪৬]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে পথভ্রষ্ট লা-মাজহাবী আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তার কিতাবে নিজেই উল্লেখ করেন,

ورواه ابن مَاجَهْ بِلَفْظِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْبَزَّارِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ

-"ইমাম মুনযিরী (রহঃ) বলেছেন: ইবনে মাজাহ (রহঃ) তাঁর শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায্যার (রহঃ) ও বায়হাক্বী (রহঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকেও এরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, যে সনদে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪৭]

সুতরাং এই হাদিস ছহীহ। তাই শবে বরাতে বেশী বেশী তওবা ইস্তেগফার ও নফল বন্দেগীর মাধ্যমে থাকাই হচ্ছে ছহীহ হাদিসের উপর আমল করা নামান্তর।

হযরত জাবের (রাঃ)'র বর্ণনা:

হাফিজুল হাদিস ও শারিহে বুখারী, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) উল্লেখ করেন-

عن عبد الملك أنه حديثه عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه **عن جابر عن رسول الله ﷺ: ينزل الله ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو شرك بالله**

-"কাশেম ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা ও চাচার সূত্রে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি হযরত রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা শাবানের মধ্য রাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর যাদের অন্তরে অহংকার রয়েছে ও যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে এই দুই শ্রেণী ব্যতীত বাকী সকলকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।"[২৪৮]

---

২৪৬. ছিলসিলাতু আহদিছিছ ছাহিহা, হাদিস নং ৬;

২৪৭. তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ৩৬৬, ৭৩৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৪৮. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: লিছানুল মিযান, ১৯৭ নং রাবীর ব্যাখ্যায়;

এই হাদিসের সনদ পূর্বের হাদিসের সনদের প্রায় অনুরূপ। তাই এই হাদিস **حَسَنٌ** হাসান অথবা **صحيح** ছহীহ্। সুতরাং লাইলাতুল বারাতের বিষয়েটি আরেকটি বিশুদ্ধ বর্ণনা প্রমাণিত হল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) (ওফাত ২৪১ হিজরী) বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ**

-"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: শাবানের মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির দিকে বিশেষ নজর করেন, অতঃপর তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেদেন তবে দুই শ্রেণী ব্যতীত: হিংশুক ও আত্ম-হত্যাকারী।"[২৪৯]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا.

-"ইমাম আহমদ (রঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন, এর সনদে 'ইবনে লাহিয়া' রয়েছে যার হাদিস দুর্বল। এছাড়া বাকী সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত।"[২৫০]

তবে 'ইবনে লাহিয়া' ইমাম হায়ছামী (রঃ) উক্ত কিতাবের অন্যত্র বলেছেন:

وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.

-"এর সনদে 'ইবনে লাহিয়া' রয়েছে যার উপর একাধিক ইমাম নির্ভর করেছেন।"[২৫১] আরেক জায়গায় ইমাম হায়ছামী (রঃ) 'ইবনে লাহিয়া' সম্পর্কে বলেছেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

-"ইমাম আহমদ (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন, এর সনদে 'ইবনে লাহিয়া' রয়েছে তার সনদ 'হাছান'।"[২৫২]

---

২৪৯. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৬৬৪২; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ২৫তম খন্ড; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৯৬১;

২৫০. মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৯৬১;

২৫১. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৮;

২৫২. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৬৩;

আরেক জায়গায় 'ইবনে লাহিয়া' সম্পর্কে ইমাম হায়সামী (রঃ) বলেছেন:

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

-"ইমাম বায্যার (রহঃ) , ইমাম তাবরানী (রহঃ) তাঁর মু'জামুল কাবীর সনামক কিতাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর সনদে 'ইবনে লাহিয়া' রয়েছে তার বর্ণিত হাদিস 'হাছান'।"[২৫৩]

তিনি আরেক জায়গায় বলেন:

وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ حَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ،

-"এর মধ্যে 'ইবনে লাহিয়া' রয়েছে সে দুর্বল, তবে ইমাম তিরমিজি (রঃ) 'হাছান' বলেছেন।"[২৫৪]

অন্যান্য জায়গায় বলেন-

وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

-"এর মধ্যে 'ইবনে লাহিয়া' রয়েছে তার বর্ণিত হাদিস 'হাছান'।"[২৫৫]

ইমাম হায়ছামী (রঃ) তদীয় কিতাবে অসংখ্য জায়গায় 'ইবনে লাহিয়া' সম্পর্কে **حَسَنٌ** 'হাসান' বলেছেন। তাই উক্ত রেওয়ায়েতকে সরাসরি 'যঈফ' বলা যাবে না বরং উক্ত বর্ণনা 'হাছান' পর্যায়ের। কারণ 'ইবনে লাহিয়া' এর বর্ণনা অন্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থন থাকলে ইহা 'হাছান' পর্যায়ে পৌঁছে, যদি সহীহ্ হাদিসের 'মুখালেফ' না হয়। সুতরাং হাসান পর্যায়ের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল, লাইলাতুল বারাত ভিত্তিহীন নয়, বরং রাসূলে পাক ﷺ এর বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আয়েশা (রাঃ)'র প্রথম বর্ণনা:

---

২৫৩. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৭০২, ৫৫৬২, ৫৫৭২, ৫৭৭৩, ৫৭৯৪, ৫৯৪১, ৬০২২, ৬১৮২, ৬৩৬২, ৬৪৫৮, ৬৬৯৭;

২৫৪. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৬৭৪;

২৫৫. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৩৫০৯, ৪৭৮৯, ৪৮৩৩, ৪৯৬২, ৫১১৪, ৫৩৩৪, ৫৪৬০, ৫৫০৫, ৬৩৫১, ৬৪৪৩, ৬৪৯৪, ৬৪৯৮, ৬৫৯৮, ৬৭০৬, ৬৮০৪, ৬৮২০, ৭১৫৫, ৭১৮৩, ৭১৯৯, ৭৩৭৪, ৭৩৯০, ৭৬৩৪, ৭৭৩৩, ৭৭৬৫, ৭৭৬৮, ৭৮৬৪, ৭৯০৮, ৭৯২২, ৭৯৩২, ৮০৮৬, ৮০৮৯, ৮৩৫৪, ৮৩৬১, ৮৩৮১, ৮৩৮৮, ৮৬১৪, ৮৭৮৯, ৯৪৬১, ৯৪৮৭, ৯৪৯৫, ৯৫৮২, ১০৩৩৩, ১০৮২১, ১৩৪৮৫, ১৩৫৪৭, ১৬৩৮০, ১৬৪৭৯, ১৩৬০৯, ১৬৭৩৬, ১৬৮০৫, ১৭২৭৬, ১৭৪০৫, ১৭৪২২,.....;

ইমাম ইসহাক্ব ইবনে রাহবিয়া (রহঃ) (ওফাত ২৩৮ হিজরী) ইমাম ইবনে মাজাহ কাযবিনী (রহঃ) (ওফাত ২৭৩ হিজরী), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) (ওফাত ২৪১ হিজরী)সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَزَلَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ مِنَ الذُّنُوبِ عَدَدَ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী পাক ﷺ বলেছেন, যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত আসে তখন আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে আসেন, অতঃপর ছাগলের গায়ে পশমের সম-পরিমান লোকের গোনাহ্ মাফ করে দেন।"[২৫৬]

সুবহানাল্লাহ! শবে বরাতে কত গোনাহ্গারকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)'র দ্বিতীয় বর্ণনাঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) (ওফাত ২৪১ হিজরী), ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) (ওফাত ৪৫৮ হিজরী) স্ব স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحِ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبُخَارَى حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ نَصْرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، **عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَل تدرين مَا هَذِه اللَّيْلُ؟ يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তুমি কি জান আজ কিসের রাত? অর্থাৎ শাবানের মধ্যবর্তী রাত সম্পর্কে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইহাতে কি হয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন: এই রাতেই লিখা হয় আগামী এক বছরে আদম সন্তানের কে জন্ম হবে এবং আদম সন্তানের কে মারা যাবে। এ রাতেই

২৫৬. মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনে রাহবিয়া, হাদিস নং ১৭০০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩৮৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭০০; আখবারু মক্কাতু লিল ফাকেহী, হাদিস নং ১৪৩৯

আদম সন্তানের আমল সমূহ তুলে নেওয়া হয় এবং কার উপর রিজিক কতটুকু দেওয়া হবে।"[২৫৭]

হযরত আয়েশা (রাঃ)'র তৃতীয় বর্ণনাঃ

ইমাম ইসহাক্ব ইবনে রাহবিয়া (রহঃ) (ওফাত ২৩৮ হিজরী), ইমাম তিরমিজি (রহঃ), ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) (ওফাত ৪৫৮ হিজরী) স্ব স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنَبِيُّ، نا الْحَجَّاجُ وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَقِيعِ رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ مَا الَّذِي أَخْرَجَكَ؟ فَقَالَتْ: أَشْفَقْتُ أَوْ خِفْتُ أَنْ تَكُونَ خَرَجْتَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِكَ فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكِ؟ ثُمَّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ مِنَ الذُّنُوبِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূল ﷺ এর পিছনে বের হলাম। আর যখন রাসূল ﷺ জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে দুই হাঁত আকাশের দিকে উঁচু করে দোয়া করছিলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে আবু বকরের কন্যা! কিসে তোমাকে বের করল? আমি বললাম: আমি ভেবে ছিলাম অথবা ভয় পেয়েছিলাম যে, আপনি অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। অতঃপর বললেন, কিসে তোমাকে বের করল, এবং বললেন: যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত আসে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন। বনী কাল্ব গোত্রের ছাগলের পশমের সম-পরিমান লোককে ক্ষমা দেন।"[২৫৮]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযি (রঃ) বলেন:

---

২৫৭. ইমাম বায়হাক্বী: দাওয়াতুল কবীরে, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৬০২৮; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১৩০৫; ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বাইলে আওকাত, ১ম খন্ড, ১২৬

২৫৮. মুসনাদে ইবনে ইসহাক্ব রাহবিয়া, ৮৫০; তিরমিজি শরীফ, ৭৩৯ নং হাদিস; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১২৯৯; আখবারে মক্কা লিল ফাকেহী, হাদিস নং ১৮৩৯; শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৫৪৩

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ، -"আমি ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদিসকে জয়ীফ বলতে শুনেছি।[২৫৯]

তবে একাধিক বর্ণনা শাওয়াহিদ বা সমর্থন থাকার কারণে হাদিসটি হাসান স্তরে পৌঁছবে। যা আমল করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত আবু ছা'লাবা (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম আবু বকর ইবনে আছেম (রঃ) (ওফাত ২৮৭ হিজরী), ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) (ওফাত ৪৫৮ হিজরী), ইমাম তাবরানী (রহঃ) (ওফাত ৩৬০ হিজরী) সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন,

ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مُهَاصِرِ بْنِ حَبِيبٍ، **عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ،**

-"হযরত আবী ছা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি ﷺ বলেছেন, যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত আছে তখন আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির প্রতি বিশেষ নজরে উকি মেরে তাকান[২৬০]। অতঃপর সকল মু'মিনকে ক্ষমা করে দেন।"[২৬১]

এই হাদিস সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেন-

(حسن) ... [هب] عن أبي ثعلبة الخشني. -"সনদ হাসান, শুয়াবুল ঈমান হযরত আবী ছা'লাবা আল-খাশানী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।"[২৬২]

হযরত উসমান ইবনে আবীল আ'স (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রহঃ) (ওফাত ৪৫৮ হিজরী), ইমাম ইমাম হারাইতী (রহঃ) (ওফাত ৩২৭ হিজরী) বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا مَرْحُومٌ الْعَطَّارُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، **عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ**

---

২৫৯. তিরমিজি শরীফ, ৭৩৯ নং হাদিস; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১২৯৯;

২৬০. ইহা মাজাযী অর্থে হবে, হাকিকী অর্থে নয়।

২৬১. ইমাম ইবনে আছেম: আস-সুন্নাহ, হাদিস নং ৫১১; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৫৯০; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৫৫১; ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বাইলে আওকাত, হাদিস নং ২৩, ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে ছাগীর, ১৪৪২

২৬২. ছহীহ জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, ৭৭১;

مِنْ شَعْبَانَ، نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟

-"হযরত উছমান ইবনে আবী আস ছাকাফী (রাঃ) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত আছে তখন একজন আহবানকারী আহবান করেন যে, কে আছ ক্ষমা প্রার্থী? তাকে ক্ষমা করা হবে। কে আছ প্রার্থনাকারী? তাকে দেওয়া হবে।"[২৬৩]

হযরত আবু উমামা (রাঃ)'র বর্ণনা:

আল্লামা হাফিজ ইবনে কাইয়ূম জাওযী (রহঃ) তদীয় কিতাবে আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেন-

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ **عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ هَبَطَ اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا لِكَافِرٍ وَمُشَاحِنٍ** رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ،

-"হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত আসে তখন আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর পৃথিবী বাসীকে ক্ষমা করে দেন শুধু কাফের ও মুশরীক ব্যতীত।"[২৬৪]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ফাদ্বল আল বুখারী (রঃ) মাক্কী ইবনু ইব্রাহিম হতে তিনি জাফর থেকে' এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)'র দ্বিতীয় বর্ণনা:

ইমাম আবুল কাশেম আলী ইবনে হুছাইন ইবনু আসাকির (রঃ) (ওফাত ৫৭১ হিজরী) বর্ণনা করেছেন-

أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد حدثنا نصر بن إبراهيم أنبأنا أبو سعيد بندار بن عمر الروياني أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الخبازي أنبأ أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن بشار الزاهد بهمذان قراءة عليه من أصل سماعه أنبأنا علي بن محمد القزويني حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني حدثنا عبد القدوس حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي قعنب **عن ابي أمامة الباهلي قال قال**

---

২৬৩. ইমাম হারাইতী: মু'ছাবী আখলাকী, হাদিস নং ৪৬৭; ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বায়েলুল আওকাত, হাদিস নং ২৫;

২৬৪. মুখতাছারু ছাওয়াইক্ব, ১ম খন্ড, ৪৬৪ পৃ:;

رسول الله ﷺ خمس ليال لا تر فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر

-"হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করিম ﷺ বলেছেন: পাঁচটি রাতে কোন দোয়া ফিরত আসেনা, তা হল: জুমআর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, **শবে বরাতের রাত**, ঈদুল ফিতরের রাত ও কুরবানীর রাত।"[২৬৫]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ছালেহ ছানআমী (রঃ) ওফাত ১১৮২ হিজরী উল্লেখ করেন,

ورواه عنه الديلمي أيضًا والبيهقي من حديث ابن عمر قال ابن حجر: وطرقه كلها معلولة.

-"আবু উমামা (রাঃ) হতে ইমাম দায়লামী (রঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাক্বী (রঃ) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) বলেছেন: এর প্রত্যেকটি সনদেই ত্রুটি রয়েছে অর্থাৎ এর সনদগুলো জয়ীফ।"[২৬৬]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মানাভী (রঃ) বলেন,

عَن أبي أُمَامَة باسناد ضَعِيف -"হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে জয়ীফ সনদে বর্ণিত।"[২৬৭]

কুখ্যাত তাহকিক কারী নাছিরুদ্দিন আলবানী প্রায়ই অনুমানের উপর নির্ভর করে কথা বলত, তার প্রমাণ সে 'ছিলছিলায়ে জয়ীফা' গ্রন্থে ১৪৫২ নং হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন-

لم يقف على إسناده، فلم يتكلم عليه بشيء، ويبدو أن المناوي

-"ইমাম মানাভী (রহঃ) এই হাদিস সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং এর ব্যাপারে তিনি কিছুই বলেননি।" বড়ই আশ্চর্য! অথচ আমরা দেখেছি ইমাম মানাভী (রহঃ) এর সনদ নিয়ে কথা বলেছেন যা আমি সামান্য পূর্বে উল্লেখ করেছি। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ) এর সনদ সম্পর্কে তার জামেউস

---

২৬৫. ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক, ১০ম খন্ড, ৪০৮ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৬০৭৫; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ১১৯৭৯; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, হাদিস নং ৬৫৯৬; আত তানভীর শরহে জামেউস ছাগীর, হাদিস নং ৩৯৩৬

২৬৬. আত তানভীর শরহে জামেউস ছাগীর, হাদিস নং ৩৯৩৬;

২৬৭. আত তাইছির শরহে জামেউছ ছাগীর, ১ম খন্ড, ৫২০ পৃ:;

ছাগীর কিতাবে **ضَعِيف** জয়ীফ বলেছেন। অতএব, এই হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর হবে জয়ীফ বা দুর্বল, কিন্তু জাল বা মওজু নয়।

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا

-"সকল ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যঈফ সনদের হাদিসের উপরে আমল করা মুস্তাহাব।"[২৬৮]

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর বায্যার (রহঃ) (ওফাত ২৯২ হিজরী) বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْغَفَّارِ بْنَ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، **عَنْ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ**

-"হযরত আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলে পাক ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে সৃষ্টির দিকে বিশেষ নজরে তাকান, শুধু হিংসুক ও মুশরিক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"[২৬৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর বায্যার (রহঃ) (ওফাত ২৯২ হিজরী) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

حدثنا أبو غسان روح بن حاتم حدثنا عَبْد الله بن غالب حدثنا هشام بن عَبْد الرَّحْمن عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالح **عَنْ أَبِي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন, যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত আসে তখন আল্লাহ তা'য়ালা সকল বান্দাদেরকে ক্ষমা করেদেন, শুধু মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।"[২৭০]

---

২৬৮. মোল্লা আলী ক্বারীঃ আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারিল মাওদ্বুআত, ৩১৫ পৃ. হাদিস নং ৪৩৪;

২৬৯. মুসনাদে বায্যার, হাদিস নং ২৭৫৪;

২৭০. মুসনাদে বায্যার, হাদিস নং ৯২৬৮; ইমাম ছিয়তীঃ জামেউল আহাদিছ, হাদিস নং ২৬২৩;

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে হুছাইন জুরযানী (রহঃ) (ওফাত ৪৯৯ হিজরী) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ شَيْخٍ قَالَ: كَانَ يَنْزِلُ بَنِي الشَّعِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْإِمَامُ الشَّهِيدُ أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، **عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ .**

-"আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে (রহমত) নেমে আসেন ও তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেদেন।"[২৭১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম ছান'আনী (রহঃ) (ওফাত ২১১ হিজরী) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ৫ রাতে দোয়া করলে দোয়া খালি ফিরে আসেনা। এগুলো হল: জুম'আর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, **শাবানের মধ্য রাত** ও দুই ঈদের দুই রাত।"[২৭২]

এর সনদে **مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ،** (মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে বায়লামানী) রয়েছে। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) তাকে **ضَعِيفٌ** যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন তাকরীবুত তাহজিব, রাবী নং ৬০৬৭।

---

২৭১. তারতিবুল আমালী, হাদিস নং ১৯১৯;

২৭২. মুছান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, হাদিস নং ৭৯২৭;

قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. -"ইমাম বুখারী (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেন: সে মুনকারুল হাদিস।"[২৭৩]

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম বুখারী (রহঃ) , ইমাম নাসাঈ (রহঃ) , ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) প্রমূখ তাকে **ضَعِيفٌ** দুর্বল রাবী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু কেউ তাকে জাল রেওয়ায়েতকারী বলেননি। দেখুন ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানীর (রহঃ) 'তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৪৮৯। তাই এই হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর হবে **ضَعِيفٌ** যঈফ। আর এরুপ হাদিস আমল করার জন্য যথেষ্ট। ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন-

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا -"সকল ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যঈফ সনদের হাদিসের উপরে আমল করা মুস্তাহাব।"[২৭৪]

হযরত আলী (রাঃ)'র আরেকটি বর্ণনা:

ইমাম ইবনে মাজাহ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ কাযবিনী (রঃ) ওফাত ২৭৩ হিজরী, ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রঃ) ওফাত ৪৫৮ হিজরী বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ**

-"হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন, যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত আসে, তখন তোমরা রাতের বেলা নফল নামায পড় ও দিনের বেলায় রোজা রাখ। কেননা মহান আল্লাহ সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপর পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন: কে আছ ক্ষমা প্রার্থী? তাকে ক্ষমা করা হবে। কে আছ রিজিকের

---

২৭৩. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলামী, রাবী নং ৩৬৩;

২৭৪. মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারিল মাওদ্বুআত, ৩১৫ পৃ. হা/৪৩৪;

তালাশী? তাকে রিজিক দেওয়া হবে।..... এমনকি ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।"[২৭৫]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবুল ফজল যায়নুদ্দিন ইরাকী (রঃ) বলেন-

إذا كَانَت لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فَقومُوا لَيْلهَا وصوموا نَهَارهَا وَإِسْنَاده ضَعِيف.

-"যখন শাবানের মধ্য রজনী আসে তখন রাতের বেলায় নফল বন্দেগী কর এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ।' এটার সনদ যঈফ।"[২৭৬]

এই হাদিস সম্পর্কে শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রঃ) বলেছেন-

وروى ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن أبي سُبْرَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد عَن مُعَاوِيَة بن عبد الله بن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن عَليّ بن أبي طَالب، كرم الله وَجهه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا كَانَت لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فَقومُوا لَيْلهَا وصوموا نَهَارهَا، فَإِن الله تَعَالَى ينزل فِيهَا لغروب الشَّمْس إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا فَيَقُول: ألاَ مَن يستغفرني فَأغْفِر لَهُ؟ أَلا من يسترزق فأرزقه؟ ألاَ من مبتلَى فأعافيه؟ ألاَ كَذَا؟ ألاَ كَذَا؟ حَتَّى يطلع الْفجْر) **. وَإِسْنَاده ضَعِيف،**

-"ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) ইবনু আবী ছুবরা এর বর্ণনা ইব্রাহিম ইবনু মুহাম্মদ হতে, তিনি মুয়াবিয়া ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে জাফর হতে..... । এর সনদ যঈফ।"[২৭৭]

---

২৭৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃ: হাদিস নং ১৩৮৮; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০২ পৃ: হাদিস নং ৩৫৫৫; আমালী ইবনে বাশারানে, ৭০৩; মেসকাত শরীফ, ১১৫ পৃ: হাদিস নং ১৩০৮; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৮২ পৃ:; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৫৫০; ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বায়েলে আওকাত, হাদিস নং ২৪; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ১৪১৮; কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৫১৭৭; মাদারে যুন্নবুয়্যাত, ১ম খন্ড; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৯ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১৬ তম খন্ড, ১০১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম জি: ১৪৯ পৃ:

২৭৬. হাফিজ ইরাকী: তাখরিজু আহাদিসিল এহইয়া, ১ম খন্ড, ২৪০ পৃ:;

২৭৭. ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৮২ পৃ: **بابُ صَوْمَ شَعْبَانَ**

এই হাদিস সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিছ, সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার, ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রঃ) বলেছেন,

ففي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن علي عن النبي ﷺ: "إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر"

-"সুনানু ইবনে মাজাহ'র মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) থেকে যঈফ সনদে রয়েছে: যখন শাবানের মধ্য রজনী আসে তখন রাতের বেলায় নফল বন্দেগী কর এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ।'... ।"[২৭৮]

শারিহে বুখারী ইমাম শিহাবুদ্দিন কাসতালানী (রহঃ) বলেছেন-

وفي سنن ابن ماجه، بإسناد ضعيف، عن علي مرفوعا: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى

-"সুনানু ইবনে মাজাহ'র মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) থেকে দ্বায়িফ সনদে মারফূ রুপে রয়েছে: যখন শাবানের মধ্য রজনী আসে তখন রাতের বেলায় নফল বন্দেগী কর এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ।'... ।"[২৭৯]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুল বাক্বী যুরকানী (রহঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন-

وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف كما جزم به المنذري والعراقي مُبَيِّنًا وَجْهَ ضعفه، لكن ليس فيه كذاب ولا وَضَّاعٌ وله شواهد تدل على ثبوت أصله، عن علي أمير المؤمنين "مرفوعا" عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان" كذا في النسخ،..

-"সুনানু ইবনে মাজাহ'র মধ্যে যঈফ সনদে মারফূ রুপে রয়েছে। যেমনটা ইমাম মুনযিরি (রহঃ) ও ইমাম ইরাকী (রহঃ) দৃঢ়তার সাথে এটিকে স্পষ্ট করেছেন এবং ইহাকে যঈফ বলেছেন। কেননা এর মধ্যে কোন মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা হাদিস বর্ণনাকারী নেই, বরং ইহার বহু শাওয়াহিদ বা সাক্ষ্য রয়েছে যার দ্বারা ইহার ভিত্তি সাব্যস্ত হয়। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ)

---

২৭৮. ইমাম ইবনু রাজব: লাতাইফুল মাআরিফ, ১ম খন্ড, ১৩৬ পৃ:;

২৭৯. ইমাম কাসতালানী: মাওয়াহেবুল ল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৩০০ পৃ:;

হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে মারফূ রুপে বর্ণনা করেন, যখন শাবানের মধ্য রজনী আসে তখন রাতের বেলায় নফল বন্দেগী কর এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ।"[২৮০]

হুজ্জাতুল ইসলাম, ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেছেন-

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها وإسناده ضعيف

-"যখন শাবানের মধ্য রজনী আসে তখন রাতের বেলায় নফল বন্দেগী করো এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ। এর সনদ যঈফ।"[২৮১]

এ বিষয়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম বুছিরী (রঃ) বলেছেন,

قال في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف ابن أبي بسرة، واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد أبي بسرة.

-"জাওয়াইদ গ্রন্থে গ্রন্থকার (রহঃ) বলেছেন, এর সনদ যঈফ। ইবনে আবী ছাবরা (রহঃ) এর দুর্বলতার কারণে। তার মূল নাম হল, আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আবী ছাবরা।"[২৮২]

লা-মাযহাবী কাজী শাওকানী তদীয় গ্রন্থে হাদিসটিকে

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا ضَعِيفٌ.

-"যখন শাবানের মধ্য রজনী আসে তখন রাতের বেলায় নফল বন্দেগী কর এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ। ইহার সনদ দ্বায়িফ।"[২৮৩] তাজকেরাতুল মাওজুয়াত গ্রন্থে আছে,

إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف

-"যখন শাবানের মধ্য রজনী আসে তখন রাতের বেলায় নফল বন্দেগী কর এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ। ইহার সনদ দ্বায়িফ।"[২৮৪]

স্বয়ং আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন: **أَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا** -"নিশ্চয় ইহা স্পষ্ট জয়ীফ।"[২৮৫]

---

২৮০. ইমাম যুরকানী: শরহে মাওয়াহেব, ১০ম খন্ড, ৫৬১ পৃ:;

২৮১. ইমাম গাজ্জালী: এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন;

২৮২. আহাদিসুল কুদসিয়া, হাদিস নং ৭৩;

২৮৩. ফাওয়াইদুল মাজমুয়া, ১ম খন্ড, ৫১ পৃ:;

২৮৪. তাজকেরাতুল মাওজুয়াত;

২৮৫. তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ৩৬৮ পৃ:;

অতএব, পূর্বসূরী মুহাদ্দিছীনে কেরামের দৃষ্টিতে এই হাদিসটি দ্বায়িফ সনদের। তবে ইহা মাওজু বা ভিত্তিহীন নয়। এই হাদিসের সনদে **ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ** (ইবনু আবী ছাবরা) নামক রাবী রয়েছে। যার মূল নাম হল:

أَبُو بَكْرٍ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سَبْرَةَ بنِ أَبِي رُهْمٍ القُرَشِيُّ (আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী ছাবরা ইবনে আবী রুহম কুরেশী)। তার সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

وكان كثير الحديث وليس بحجة وقال الآجري عن أبي داود مفتي أهل المدينة وقال ابن المديني كان ضعيفا في الحديث وقال الجوزجاني يضعف حديثه وقال البخاري ضعيف

-"তার প্রচুর হাদিস রয়েছে কিন্তু হুজ্জত হবেনা। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেছেন: সে মদিনাবাসীর মুফতী ছিলেন। ইবনে মাদানী (রঃ) বলেছেন: সে হাদিস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যুযাজানী (রঃ) তাকে হাদিস বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন: সে যঈফ।"[২৮৬]

হাফিজুল হাদিস ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির (রঃ) উল্লেখ করেন,

وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عباس (ومعاوية بن صالح): سألت ابن معين عنه، فقال: ليس حديثُه بشيء وقال الغَلَابيُّ عن ابن معين: ضعيف.

-"আহমদ ইবনে সাঈদ ইবনে আবী মারিয়াম ইমাম ইবনে মাঈন (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, তার বর্ণনা কিছুই নয়। আব্বাস বলেন, আমি ইবনে মাঈন (রঃ) কে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন: তার বর্ণিত হাদিস কিছুই নয়। ইমাম ইবনে মাঈন (রঃ) থেকে গালাবী বলেন, সে জয়ীফ।"[২৮৭]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রঃ) বলেন:

الفَقِيْهُ الكَبِيْرُ، قَاضِي العِرَاقِ، وَهُوَ ضَعِيْفُ الحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه.

-"তার হিফজের কারণে সে যঈফ ছিল। তিনি বড় মাপের ফকিহ্ ও ইরাকের কাজী বা বিচারক ছিলেন।"[২৮৮]

---

২৮৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ১৩৮;

২৮৭. ইবনে কাছির: তাকমীল ফি জারহে ওয়া তাদিল, রাবী নং ১৮৫৬;

২৮৮. ইমাম যাহাবী: সিয়ারু আলামী নুবালা, রাবী নং ১১৬;

অতএব, এই হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর যঈফ হবে। তবে এই হাদিসটি সম্পর্কে আল্লামা শায়খ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) 'বিশুদ্ধ হাদিস' বলে দাবি করেছেন। (মাদারেজুন নবুয়ত)

সর্বোপরি হাদিসটি যঈফ ধরলেও সর্বসম্মতিক্রমে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে 'যঈফ' হাদিস গ্রহণযোগ্য। কেননা ইহার একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে। ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) ও হানাফী ফোকাহাদের অভিমত হল:-

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ

-"আবু মুহাম্মদ ইবনে হাজম বলেছেন: সকল হানাফীরা ঐক্যমত পোষন করেছেন যে, ইমামে আজম আবু হানিফা (রঃ) এর মাজহাব হল: নিশ্চয় জয়ীফ হাদিস তার কাছে কিয়াস ও রায় হতেও উত্তম।"[২৮৯] আল্লামা কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম (রঃ) বলেন-

الضَّعِيفُ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

-"ফাজায়েলের আমলের ক্ষেত্রে গাইরে মওজু জয়ীফ হাদিসের উপর আমল করা জায়েয।"[২৯০]

হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দেদ, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন,

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا

-"সর্ব-সম্মতিক্রমে ফাজায়েলের আমলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদিস আমল করা জায়েয।"[২৯১]

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রঃ) তদীয় 'তাফছিরে রুহুল বয়ান' কিতাবে উল্লেখ করেন:

قد صح عن العلماء تجويز الاخذ بالحديث الضعيف فى العمليات

-"আলিমগণের পক্ষ হতে ইহা ছহীহ্ যে, আমলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদিস গ্রহণ করা জায়েয।"[২৯২]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) আরো বলেন,

---

২৮৯. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩য় খন্ড, ৯৯০ পৃ: ৪৪৫ নং রাবীর ব্যাখ্যায়;

২৯০. ইবনুল হুমাম: ফাতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, ৩৪৯ পৃ:;

২৯১. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফুয়া, ৪৩৪ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৯২. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৬৩ পৃ:; তাফছিরে জালালাইন, ৩৫৭ পৃ: ১৩ নং হাশিয়া:;

أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ،

-"ইজমা হয়েছে যে, ফাজায়েলের আমলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদিসের উপর আমল করা জায়েয।"[২৯৩] তিনি অন্যত্র আরো বলেন,

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا

-"সকল ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, জয়ীফ সনদের হাদিসের উপরে আমল করা মুস্তাহাব।"[২৯৪]

হিজরী নবম শতাব্দির মোজাদ্দেদ, হাফিজুল হাদিস, আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) বলেন

وَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ، إِذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ.

-"দ্বায়িফ হাদিসও আহকামের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য যখন সাবধানতা অবলম্বন করা হবে।"[২৯৫]

আল্লামা মুফতী আমিমুল ইহছান মোজাদ্দেদী আলবরকতী (রঃ) বলেন: "আল্লাহর নবী ﷺ এর নাম শুনে অঙ্গুলী চুম্বনের হাদিস গুলো মরফূ ছহীহ্ নয়, দ্বায়িফ হাদিস পাওয়া যায়। ফজিলতের জন্য আমলের বেলায় দ্বায়িফ হাদিসের উপর আমল করা মুস্তাহাব।" (ফতোয়ায়ে বরকতীয়া)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)'র আরেকটি বর্ণনা:

আল্লামা ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফাদ্বল ইস্পাহানী (রহঃ) (ওফাত ৫৩৫ হিজরী) তদীয় কিতাবে হাদিস উল্লেখ করেন-

أخبرنا أبو الفتح الصحاف، أنا أبو سعيد النقاش الحافظ، أنا أبو ذر: الحسين بن الحسن بن علي الكندي بالكوفة، ثنا الحسين بن أحمد المالكي، ثنا سويد بن سعيد، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن وهب بن منبه، **عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة النصف من شعبان**

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করিম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বছরে পাঁচটি রাতে জাগ্রত থাকবে তার জন্য

---

২৯৩. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১৭৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৯৪. মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারিল মাওদ্বুআত, ৩১৫ পৃ. হা/৪৩৪;

২৯৫. ইমাম সুয়ূতি: তাদরিবুর রাবী, ১ম খন্ড, ৩৫১ পৃ:;

জান্নাত আবশ্যক হবে। তারাবীহর রাত, আরাফার রাত, কুরবানীর রাত ও **শবে বরাতের রাত**।"[২৯৬]

এই হাদিসের সনদে **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ العُمَرِيُّ** (আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম আমেরী) নামক রাবী রয়েছে তার ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত লক্ষ্য করুন:-

وروى عثمان الدارمي، عن يحيى: ضعيف. وقال البخاري: عبد الرحمن ضعفه علي جدا. وقال النسائي: ضعيف.

-"উছমান দারেমী (রহঃ) হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, সে দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী বলেছেন: আব্দুর রহমান জয়ীফ। ইমাম নাসাঈ বলেছেন সে দুর্বল।"[২৯৭]

ইমাম ইবনে আদী (রহঃ) তাকে **ضعيف** যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন, দেখুন 'আল কামিল ফিদ দোয়াফা, রাবী নং ১১০৫।

ইমাম ইবনে আদী (রহঃ) তদীয় কিতাবে আরো উল্লেখ করেন,

سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: ضعيف.

-"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কে আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: সে দুর্বল রাবী।"[২৯৮]

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন: **ضعفه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ** -"ইমাম আহমদ ও দারে কুতনী তাকে জয়ীফ বলেছেন।"[২৯৯]

ইমাম হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন-

وقال أبو زرعة ضعيف وقال أبو حاتم ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث قال الساجي وهو منكر الحديث وقال ابن عدي له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه

-"ইমাম আবু যুরাআ (রহঃ) বলেছেন, সে দুর্বল, ইমাম আবু হাতেম (রঃ) বলেন: তার হাদিস শক্তিশালী নয়, সে নিজে সৎ লোক কিন্তু তার বর্ণনা

---

২৯৬. ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব লি'কাওয়াইমিস সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৭৪; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৬৫৬;

২৯৭. ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, রাবী নং ৪৮৬৮;

২৯৮ জারাহ ওয়া তা'দিল, রাবী নং ১১০৭;

২৯৯. ইমাম যাহাবী: আল মুগনী ফিদ দোয়াফা, রাবী নং ৩৫৬৮;

দুর্বল। ইমাম সাজী (রঃ) বলেন: সে মুনকার। ইমাম ইবনে আদী (রহঃ) বলেন: তার বর্ণিত হাদিস গুলো হাছান। সে এমন ব্যক্তি লোকেরা তার হাদিস গ্রহণ করেছেন আবার, কেউ কেউ তাকে সত্যবাদী বলেছেন ও তার বর্ণিত হাদিস লিখতেন।"[৩০০]

অতএব, উল্লেখিত অভিমতের আলোকে হাদিসটি সর্বনিম্ন অবস্থা হবে ইহা যঈফ বা দুর্বল, যা আমলের বেলায় যথেষ্ট।

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا -"সকল ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যঈফ সনদের হাদিসের উপরে আমল করা মুস্তাহাব।"[৩০১]

লক্ষ্য করুন, ইমাম বুখারী (রহঃ) , ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) , আহমদ (রহঃ) , আবু যুরাআ (রহঃ) , ইবনে আদী (রহঃ) , নাসাঈ (রহঃ) , দারাকুতনী (রহঃ) , ইমাম ছাজী (রহঃ) , যাহাবী (রহঃ) , আসকালানী রহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখ 'আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম' কে দুর্বল রাবী বলেছেন, কিন্তু কেউ তাকে মিথ্যাবাদী বলেননি। আফসোসের বিষয় হল, কথিত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার 'হাদিসের নামে জালিয়াতী' গ্রন্থের ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন এই রাবী নাকি মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রসিদ্ধ। (নাউযুবিল্লাহ)। প্রিয় পাঠক! বলুন এটা কি ইমামগণের নামে মিথ্যা জালিয়াতী নয়? হায় হায়! আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার বই-এ রাবীর নামটাও ভুল লিখেছেন।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ)'র বর্ণনা:

ইমাম আবুল কাশেম হুব্বাতুল্লাহ ইবনে হুছাইন (রহঃ) (ওফাত ৪১৮ হিজরী), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে হুছাইন জুরযানী (রহঃ) (ওফাত ৪৯৯ হিজরী) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ **عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: مَا مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفْضَلُ مِنْهَا يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ**

---

৩০০. তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৩৬১;

৩০১. মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারিল মাওদ্বুআত, ৩১৫ পৃ. হা/৪৩৪;

-"হযরত আ'তা ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাইলাতুল কদর এর পরে সর্বোত্তম রাত তথা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতরন করেন। অতঃপর সকলকে ক্ষমা করেদেন তবে মুশরিক, হিংসুক ও গর্ভের সন্তানকে হত্যাকারী/আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যতীত।"[৩০২]

হযরত কাসির ইবনে মুর্‌রা (রাঃ)'র বর্ণনাঃ

ইমাম আব্দুর রায্‌যাক ইবনে হুমাম ছান'আনী (রহঃ) (ওফাত ২১১ হিজরী) তদীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، **عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الْعِبَادِ، فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلًا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِنًا**

-"হযরত কাসির ইবনে মুর্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা শাবানের মধ্য রাতে তাঁর বান্দাদের দিকে বিশেষ নজরে তাকান, অতঃপর পৃথিবী বাসীকে ক্ষমা করেদেন, তবে মুশরীক ও অহংকারী ব্যতীত।"[৩০৩]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন:

(صحيح) عن كثير بن مرة الحضرمي مرسلا.

-"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্। কাছির ইবনে মুর্‌রা থেকে মুরছালরূপে বর্ণিত।"[৩০৪]

উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, লাইলাতুল বারাত সম্পর্কে মোট ১৫ জন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ১২ জন সাহাবী থেকে ১২টি মারফূ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। বাকীগুলো মুরসাল ও মাওকূফ রেওয়ায়েত। বিখ্যাত পথভ্রষ্ট নাসিরুদ্দিন আলবানী নিজেই হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ও কাছির ইবনে মুর্‌রা (রাঃ) বর্ণনা দু'টিকে সহীহ্ বলেছেন এবং হযরত আবু ছা'লাবা (রাঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

---

৩০২. শরহে উছুল এ'তেকাদ, হাদিস নং ৭৬৯; তারতিবুল আমালী খামছিয়াতু লিল শাজারী, ২য় খন্ড, ৪২ পৃঃ;

৩০৩. মুছান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, হাদিস নং ৭৯২৩; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ১৪৮৩৪;

৩০৪. ছহীহ্ জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, হাদিস নং ৪২৬৮;

ও হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) এর বর্ণনা গুলোকে 'হাসান' বলেছেন। মোট পাঁচজন সাহাবী থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতকে নাসিরুদ্দিন আলবানী হাসান-সহীহ্ বলেছেন। মূলত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর দৃষ্টিতে মোট ৯টি মারফূ বর্ণনা হাসান-সহীহ পর্যায়ের।

সর্বোপরি উসূলে হাদিসের একটি আইন মোতাবের কোন বিষয়ে ১০জন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হলে কারো কারো মতে ইহা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে যায়। আর শবে বরাতের বিষয়ে মরফূ রূপে মোট ১২জন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাই ইহা অবশ্যই মুতাওয়াতির হিসেবে গন্য হতেই পারে। তাই ফযিলতপূর্ণ লাইলাতুল বারাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

ফুকাহা ও উলামায়ে কেরামের অভিমতঃ

যুগে যুগে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরাম শবে বরাত পালন করেছেন এবং এরূপ আমল করা মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত বলেছেন। যদিও বিষয়টি রাসূলে পাক ﷺ এর অনুমোদিত সুন্নাত এবং এক দৃষ্টিতে ইহা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)'র অভিমতঃ

وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ. وقَدْ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ النُّزُولِ.

-"শবে বরাতের বিষয়ে আমরা হাদিস বর্ণনা করেছি যে, মাকহুল এর হাদিস দ্বারা এই বিষয়ে (শবে বরাতের বিষয়ে) হাদিসের দলিল রয়েছে। অবশ্যই 'ইবনে লাহিয়া' হাদিস বর্ণনা করেছেন 'যুবাইর ইবনে সুলাইম' থেকে, তিনি দ্বাহ্হাক ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি বলেন আমি আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি রাসূলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছি... অতঃপর এর অর্থ হল শবে বরাতের অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে যা রয়েছে।"[৩০৫]

---

৩০৫. ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৩৫৫২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

এখানে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) হাদিস দ্বারা লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান তথা লাঈলাতুল বারাতের অস্তিত্ব স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইমাম মুনযিরী (রহঃ)'র অভিমতঃ

هَذِه لَيْلَة النّصْف من شعْبَان إن الله عز وَجل يطلع على عباده فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فَيغْفر للمستغفرين وَيرْحَم المسترحمين

-"এই রাত হল শাবানের মধ্যবর্তী রাত। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা এই রাতে তার বান্দাদের দিকে খাস নজরে তাকায় এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন ও রহমত কামনা কারীদের রহমত দান করেন।"[৩০৬]

এখানে হাফিজুল হাদিস, ইমাম মুনযিরি (রহঃ) লাইলাতুন নিছফী মিন শাবান তথা শবে বরাতের ভিত্তির কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

ইমাম যুরকানী (রহঃ)'র অভিমতঃ

وفيه رد على قول ابن دحية لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء إلا أن يريد نفي الصحة الاصطلاحية، فإن حديث معاذ هذا حسن لا صحيح، وقد رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي، ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى بلفظ: إن الله ليطلع ... إلخ، ورواه البزار والبيهقي من حديث أبي بكر، قال الحافظ، المنذر وإسناده لا بأس به، "وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف" كما جزم به المنذري والعراقي مبينا وجه ضعفه، لكن ليس فيه كذاب ولا وضاع وله شواهد تدل على ثبوت أصله،

-"ইবনে দাহিয়ার সে বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'শাবানের মধ্য রাতের ব্যাপারে কোন ছহীহ্ হাদিস নেই'। তিনি এর দ্বারা পারিভাষিকভাবে এর বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করেছেন। নিশ্চয় হযরত মুয়াজ (রাঃ) এর হাদিস হাছান, ছহীহ্ নয়। ইমাম তাবারানী (রহঃ) তার মু'জামুল আওসাতে ও বায়হাক্বী (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন যে,...। বায্যার (রহঃ) ও বায়হাক্বী (রহঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাফিজ মুনযিরি (রহঃ) বলেছেন, এর সনদে কোন অসুবিধা নেই। ইবনে মাজাহতে যঈফ সনদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে যেমনটি ইমাম হাফিজ মুনযিরি

৩০৬. ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৫৪৯ এর ব্যখ্যায়;

(রহঃ) ও ইমাম হাফিজ ইরাকী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদে কোন মিথ্যাবাদী রাবী নেই এবং কোন মিথ্যাচারিতা নেই। এর শাওয়াহেদ রয়েছে এবং এর দ্বারা ভিত্তি প্রমাণিত হয়।"[৩০৭]

এ সম্পর্কে আল্লামা ইমাম যুরকানী (রহঃ) আরো বলেন,

اذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها أي: أحيوه بالعبادة وانصبوا أقدامكم لله قانتين،

-"যখন শাবানের মধ্যরাত আছে তখন রাতের বেলায় কিয়াম কর' অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত কর এবং আল্লাহর প্রতি বিনিতভাবে দণ্ডায়মান হও।"[৩০৮]

উল্লেখিত ইবারতগুলো থেকে প্রতিয়মান হয়, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যুরকানী (রহঃ) লাইলাতুল বারাতে রাত্রি জেগে এবাদত করা মুস্তাহাব জানতেন।

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এর অভিমত:

وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثُ وَآثَارٌ وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهَا وَحْدَهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ فِيهِ سَلَفٌ وَلَهُ فِيهِ حُجَّةٌ فَلَا يُنْكَرُ مِثْلُ هَذَا.

-"আর মধ্য শাবানের রাতের ফযিলতের বিষয়ে বহু হাদিস ও আছার বর্ণিত হয়েছে। একদল সালাফের ব্যাপারে উল্লেখ আছে যে, তারা এ রাতে সালাত আদায় করতেন। তাই এই রাতে কোন ব্যক্তির একাকী সালাত আদায় করা অপছন্দনীয় হবে না। এমন আমল সালাফরা করেছেন, তাই এতে ঐ ব্যক্তির দলিল রয়েছে।"[৩০৯]

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এর আরেকটি অভিমত:

إذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ فَهُوَ أَحْسَنُ. وَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى صَلَاةٍ مُقَدَّرَةٍ. كَالِاجْتِمَاعِ عَلَى مِائَةِ رَكْعَةٍ بِقِرَاءَةِ أَلْفٍ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} دَائِمًا. فَهَذَا بِدْعَةٌ لَمْ يَسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

-"যদি কোন ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে (শবে বরাতে) একাকী বা জামাতে সালাত আদায় করে, যেমনিভাবে সালাফদের একদল করতেন, তাহলে এটা

---

৩০৭. ইমাম যুরকানী: শরহে মাওয়াহেব, ১০ম খন্ড, ৫৬১ পৃ:;

৩০৮. ইমাম যুরকানী: শরহে মাওয়াহেব, ১০ম খন্ড, ৫৬১ পৃ:;

৩০৯. ইবনে তাইমিয়া: মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া, ২৩তম খন্ড, ১৩২ পৃ: **وَسُئِلَ:عَنْ صَلَاةِ نِصْفِ شَعْبَانَ؟;**

উত্তম হবে। আর সূরা এখলাস দিয়ে ১০০ রাকাত পড়ার জন্য একত্রিত হওয়ার মত নির্ধারিত নামাজের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া বিদয়াত। ইমামদের কেউ এমন করা পছন্দ করেননি।"[৩১০]

উল্লেখিত দুটি দলিল দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, লা-মাযহাবীদের অন্যতম ইমাম স্বয়ং হাফিজ ইবনে তাইমিয়া নিজেই লাইলাতুন নিছফী মিন শাবান তথা শবে বরাতের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন এবং সেই রাতে একা একা নফল নামায পড়ার কথা তিনি বলেছেন।

আল্লামা ইবনে ইসহাক্ব বুরহান উদ্দিন ইবনে মুফলিহ্ (রহঃ) **(ওফাত ৮৮৪ হিজরী) বলেন-**

ويستحب احياء ما بين العشاءين للخبر قال جماعة: وليلة عاشوراء وليلة اول رجب وليلة نصف من شعبان

-"মুস্তাহাব হল মাগরিব থেকে এশার মাঝখানে এই সকল রাতে জেগে ইবাদত করা। একদল ইমাম বর্ণনা করেন: এসকল রাত গুলো হল: আশুরার রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের মধ্য রাত।"[৩১১]

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)'র অভিমত:

হিজরী ১১শ শতাব্দির মোজাদ্দিদ, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

بِأَنْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا وَرَدَ فِي إِحْيَائِهَا مِنَ الثَّوَابِ

-"কেননা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে জেগে ইবাদত করা সাওয়াবের কাজ।"[৩১২]

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ্ ও মুহাদ্দিস ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) স্পষ্টভাবে লাইলাতুন নিছফী মিন শাবান তথা শবে বরাতের রাতে নফল এবাদতে সওয়াতের কথা হাদিস দ্বারা স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা হাছান ইবনে আম্মার শারাম্বালী মিছরী হানাফী (রহঃ) বলেন,

واختلف علماء الشم في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين أحدهما أنه استحب إحياؤها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه

---

৩১০. ইবনে তাইমিয়া: মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া, ২৩তম খন্ড, ১৩২ পৃ: وَسُئِلَ:عَنْ صَلَاةِ نِصْفِ شَعْبَانَ؟;

৩১১. মাবদাউ শরহে মাকানা, ২য় খন্ড, ৩৩ পৃ:;

৩১২. মেরকাত শরহে মেসকাত, ১২৯৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যা;

والقول الثاني أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة وهذا قول الأوزاعي

-"শাম দেশের উলামাদের মধ্যে শবে বরাতে রাত জাগার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে, একটি হলো: শবে বরাতে মসজিদে দলবদ্ধভাবে রাত জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রহঃ), লুকমান ইবনে আমের (রহঃ) এরূপ আমল করতেন এবং ইমাম ইসহাক্ব ইবনে রাহ্বিয়া (রহঃ) এতে একমত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটি হলো, শবে বরাতে নামাজের জন্য মসজিদ সমূহে জমাতবদ্ধ হয়ে রাত জাগা মাকরুহ, এই বক্তব্য হলো ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এর।"[৩১৩]

আল্লামা হাছান ইবনে আম্বার শারাম্বলী মিছরী (রহঃ) আরো বলেন-

وندب في ليلة براءة وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها

-"আর লাইলাতুল বারাত তথা শাবানের মধ্যবর্তী রাতে জাগরণ করা ও এর শান-মানকে সম্মান করা মুস্তাহাব।"[৩১৪]

আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহ্তাভী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

و ندب إحياء ليلة النصف من شعبان -"শাবানের মধ্যবর্তী রাতে জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব।" (হাশিয়াতুত তাহ্তাভী, ৪০০ পৃ:)।

সুতরাং হানাফী মাজহাবের ফোকাহায়ে কেরাম লাইলাতুল বরাতে রাত্রি জেগে এবাদত করা জায়েয ও মুস্তাহাব জানতেন। আর ইহাই চূড়ান্ত ফাতওয়া।

শায়েখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) এর অভিমত-

এ বিষয়ে হিজরী ১০ম শতাব্দির অন্যতম মোজাদ্দিদ, আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) বলেন-

-"তাবেঈগণের মধ্যে ইমাম খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) , নুমান ইবনে আমের (রহঃ) , ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) , তাবেয়ী ইমাম মাকহুল (রহঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) প্রমূখ শবে বরাতের রাতে মসজিদে অবস্থান করতেন ও বেশী বেশী ইবাদত করতেন এবং ভাল কাপড় পরিধান করতেন।

---

৩১৩. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ্, ৪-২ পৃ:;

৩১৪. মারাকিল ফালাহ্ শরহে নুরুল ইজা, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃ:;

অন্যত্র বলেন- শবে বরাতের রাতে ইবাদত করা ও দিনে রোজা রাখা ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।" (মাদারেজুন নবুয়াত)।

গাইছ পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর অভিমত,

হুজুর গাউছে পাক শায়েখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, "শবে বরাতে নফল বন্দেগী করা মুস্তাহাব"।[৩১৫]

দেখুন হুজুর গাইছে পাক শায়েখ সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) লাইলাতুল বারাতের ইবাদতকে মুস্তাহাব জানতেন।

ছদরুস শরীয়াত আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রহঃ) বলেন,

"শাবানের ১৫ তারিখ রাত্রে ইবাদত করা মুস্তাহাব।" (বাহারে শরিয়াত, ৫ম খণ্ড)

এ বিষয়ে মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন-

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا

-"জেনে রাখুন! শাবানের মধ্য রাতের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা সব গুলো একত্রিত করলে প্রমাণ হবে 'লাইলাতুল বরাতের' ভিত্তি রয়েছে।"[৩১৬]

ইহা লা-মাযহাবীদের বড় আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর ফাতওয়া। যার দ্বারা তাদের মুখোশ উন্মুচন হয়ে গেছে। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হল, 'শবে বরাত' তথা লাইলাতু নিছফে মিন শাবান এর কথা পবিত্র কোরআন ও তাওয়াতুর পর্যায়ের হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। তবে একাধিক হাদিস, ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত এবং তাবেয়ীগণের আমল দ্বারা জানা যায়, শবে বরাতের রাতে নফল বন্দেগী করা মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। এতে প্রত্যেকটি নেক আমলে জন্য রয়েছে প্রচুর নেকী। সর্বোপরি ঐরাত ভাগ্য নির্ধারণের রাত, তাই আমাদের এমনিতেই বেশী বেশী নেক আমল করা উচিৎ। পাশাপাশি ঐ রাত আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার ক্ষমা প্রাপ্তির রাত। তাই এ রাতে আমাদের বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করা উচিত।

শবে বরাতের হালুয়া রুটি

---

৩১৫. গুনিয়াতুত ত্বালেবীন;

৩১৬. মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খন্ড, ৩৬৫ পৃ:৭৩৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

লাইলাতুন নিছফী মিন শাবান তথা শবে বরাতে হালুয়া রুটি তৈরী করে পাড়া প্রতিবেশী একে অপরকে হাদিয়া প্রদান করার বিষয়টি মূলত ফরজ, ওয়াজিব কিংবা সরাসরি সুন্নাত নয়। তবে বিভিন্ন হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি মুস্তাহাব বা মুস্তাহছান প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এ ধরণের কাজ করা যাবে ও উৎসাহ প্রদান করা যাবে। কেননা ইসলামে মানুষকে হালাল খাদ্য প্রদান করাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। যেমন ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলে পাক ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম ধর্মে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন, **মানুষকে খাবার প্রদান করা** এবং পরিচিত অপরিচিত সকল (মুসলমানকে) সালাম দেওয়া।"[৩১৭]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا **عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন: তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার করো, **খাদ্য প্রদান করো** এবং ভাই ভাই হয়ে সদ্ভাবে থাক, যেমন মহামহিম আল্লাহ আদেশ করেছেন।"[৩১৮]

হাদিসটি ইমাম তিরমিজি (রহঃ) তার জা'মে গ্রন্থের ১৮৫৪ নং হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

---

৩১৭. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ২৮; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১৬৯; সুনানু নাসাঈ, হাদিস নং ৫০০০; সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩২৫৩; সুনানু আবী দাউদ, হাদিস নং ৫১৯৪;

৩১৮. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩২৫২; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ৬৪৫০; ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৫৯২৯; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ১৮৫৫;

অতএব, মানুষকে খাবার পরিবেশন করা সর্বোত্তম আমল। **যেহেতু হাদিসে নির্দিষ্ট কোন সময়ের কথা উল্লেখ নেই সেহেতু সুবিধামত সব সময়েই খাদ্য প্রদান করা যাবে।** যদিও শবে বরাতের উপলক্ষে হালুয়া রুটি প্রদানের রীতি প্রিয় নবীজি ﷺ ও সাহাবীদের যুগে ছিল না, কিন্তু এরুপ রীতি ইসলাম অগ্রাহ্য করে না। কেননা ইসলামে সকল প্রকার উত্তম রীতি গ্রাহ্য করেছেন। যেমন এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حدثني محمد بن المثنى العنزي، أخبرنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، **عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ،**

-"হযরত মুনযির ইবনে জরীর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলে পাক ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা তার পরে ইহা আমল করবেন তাদের থেকে, এতে আমলকারীর থেকে কোন আমল কমানো হবে না।"[৩১৯]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, প্রত্যেক উত্তম রীতি জায়েয তো বটেই বরং উত্তম। এমনকি ইহার দ্বারা সাওয়াব হাছিল হয়। আর মানুষকে খাবার দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে? শরিয়তে নিষিদ্ধ বস্তু ছাড়া বাকী সবই মুবাহ বা বৈধ। যেমন একটি কায়দা উল্লেখযোগ্য-

قَاعِدَة : الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

---

৩১৯. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১০১৭-৬৯ ও ১০১৭-১৫;; ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ৩য় জি: ৫৮৪ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২৩৭২ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃ:; মেসকাত ইলিম অধ্যায়, হাদিস নং ২১০; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৮২ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৯১৫৬; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ২৯৬৩; নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ২৫৫৪; ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, ২৪৩; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৮৯৪৬; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ২৩৭২; ইমাম বাইহাক্বী: এ'তেকাদ, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃ:; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬০ পৃ:; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ৩৫০ পৃ:; ইমাম ইবনে আব্দিল বার্: আত-তামহিদ, ২৪তম খন্ড, ৩২৭ পৃ:

-"কায়দা: প্রত্যেক জিনিসের মূল হচ্ছে বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত এক নিষিদ্ধতার দলিল ছাবিত না হয়।"[৩২০]

অন্যত্র কায়দাটি আরো সুন্দর উল্লেখ রয়েছে,

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور،

-"প্রত্যেক জিনিসের মূল হচ্ছে বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত এক নিষিদ্ধতার দলিল ছাবিত না হয়। আর এটা জমহুর তথা অধিকাংশ উলামাদের অভিমত।"[৩২১]

সেখানে আরো উল্লেখ আছে-

وقال كثير من علماء الحنفية: الأصل في الْأَشْيَاءِ الْحِلُّ

-"হানাফী অধিকাংশ উলামাদের মতে, প্রত্যেক বস্তুর মূল হল বৈধতা।" (কাওয়াইদুল ফিকহ)

কায়দাটির ভিত্তি মূলত পবিত্র কোরআনেও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

-"তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত।" (সূরা বাকারা, ২৯ নং আয়াত)

এই আয়াতে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ ছাড়া বাকী সব কিছু বান্দার জন্য বৈধ প্রমাণিত হয়। কেননা সবই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদিস শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ), আবু দারদা (রাঃ) থেকে মারফূভাবে বর্ণিত আছে-

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ،

-"আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বাণী: যা আল্লাহ হালাল করেছেন তা হালাল। আর যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা হারাম। আর যার ব্যাপারে চুপ থেকে তা আল্লাহর কাছে ক্ষমার্থ।"[৩২২]

---

৩২০. আল আশবাহু ওয়ান নাযাইর, মুফতী আমিমুল ইহসান: কাওয়াইদুল ফিকহ;

৩২১. কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ

অতএব, নিষিদ্ধ জিনিস গুলো ছাড়া বাকী সবই বৈধ। অতএব, শবে বরাতের হালুয়া রুটির বিরুদ্ধে স্পষ্টকরে শরিয়তে কোন নিষিদ্ধতা না থাকায় এটি অবশ্যই বৈধ বা জায়েয। তাই শবে বরাতে পাড়া প্রতিবেশীকে হালুয়া রুটি কিংবা যে কোন হালাল খাদ্য বিতরণ করা অবশ্যই বৈধ বা জায়েয। তবে ইহাকে জরুরী মনে করা যাবে না এবং হালুয়া রুটিই দিতে হবে এরুপ নয় এবং অন্যান্য হালাল খাদ্যও পরিবেশন করা যাবে।

শবে বরাতে বর্জনীয়ঃ

অনেক জায়গায় দেখা যায়, শবে বরাত উপলক্ষে পটকা-বাজি ফোটানো হয় এবং সীমা অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা হয়। যা শরিয়তে কখনই কাম্য নয়। বরং পটকা-বাজি ফোটানো পরিত্যাগ করতে হবে। এই রাত আনন্দ ফুর্তির রাত নয় বরং মহান আল্লাহ পাকের দরবারে নেক আমল ও তাওবা এস্তেগফারের মাধ্যমে ক্ষমা প্রাপ্তির রাত। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি স্বাভাবিক পর্যায়ে আলোকসজ্জা করে মানুষকে এবাদতের উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। সামর্থ্য না থাকা স্বত্ত্বেও হালুয়া রুটি প্রদানকে জরুরী মনে করা যাবে না। এটি ইচ্ছাধীন ও মুস্তাহাব।

ঃ প্রমাণপুঞ্জী ঃ

১. আল কুরআনুল হাকীম।

হাদিসের কিতাব সমূহ

২. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (১৯৪হি-২৫৬হি.) : আস্-সহীহ, দারু তওকুন নাজাত, বয়রুত লেবানন।
৩. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী : আত্-তারিখুল কাবীর, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ।
৪. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী : আদাবুল মুফরাদাত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

---

৩২২ ইমাম তাহাবী: শারহু মুশকীলিল আছার, আবু দাউদ, মুস্তাদরাক, বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, বাজ্জার, মসনাদে শামিইন;

৫. আহমদ ঃ আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং) : আল ইলাল ওয়া মা'আরিফাতুর রিযাল, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ইং;

৬. বায্যার : আবু বকর আহমদ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি. / ৮২৫-৯০৫ ইং) : আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতু উলূমিল কুরআন, প্রকাশ. ১৪০৯ হিজরী;

৭. বাগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি. / ১০৪৪-১১২২ ইং) : শরহে সুন্নাহ , বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, প্রকাশ. ১৪০৭ হি / ১৯৮৭ ইং।

৮. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : দালায়িলুন নবুয়ত, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৯. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আস-সুনানুল কুবরা, মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।

১০. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : শু'আবুল ঈমান, বয়রুত লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ ইং।

১১. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা (২১০-২৭৯ হি. ৮২৫-৮৯২ ইং) : আল-জামেউস সহীহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

১২. ইবনে জা'আদ : আবুল হাসান আলী ইবনে জা'আদ ইবনে 'উবাইদী জাওহারী, বাগদাদী (১৩৩-২৩০ হি. / ৭৫০-৮৪৫ ইং) : আল-মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, আল মুয়াস্সাসায়ে নাদের, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ ইং।

১৩. হাকিম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি. ৯৩৩-১০১৪ ইং) : আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি. ১৯৯০ ইং।

১৪. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি. ৮৮৪-৯৬৫ ইং) : আস্-সিকাত, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্র, ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ ইং।

১৫. হাকিম তিরমিযী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে বশীর, নাওয়াদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল, প্রকাশ. ১৯৯২ ইং।

১৬. হুমাইদী : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (২১৯ হি. / ৮৩৪ ইং), আল-মুসনাদ : দারুল হিজর, কায়রো, মিশর, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৯ হি.।

১৭. ইবনে খুযায়মা : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি. / ৮৩৮-৯২৪ ইং) আস-সহীহ, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং।

১৮. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬০ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

১৯. খাওয়ারযামী : আবদুল মু'আয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ (৫৯৩-৬৬৫ হি.) : জা'মিউল মাসানিদ লি ইমাম আবী হানিফা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

২০. দারাকুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহাদী মাসউদ ইবনে নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হি. / ৯১৮-৯৯৫ ইং) : মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪২৪ হি.

২১. দারেমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি. / ৭৯৭-৮৬৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, প্রকাশ. ১৪০৭ হি.।

২২. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আসআছ সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. / ৮১৭-৮৮৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।

২৩. দায়লামী : আবু সূজা শেরওয়াই ইবনে শহরদার ইবনে শেরওয়াই হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. / ১০৫৩-১১১৫ ইং) : আল ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।

২৪. রুইয়ানী : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হারুন (৩০৭ হি.) : আল-মুসনাদ, কায়রো, মিশর, মুয়াসসিসাতু কুরতুবী, ১৪১৬ হি.।

২৫. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ / হি. ৭৮৪-৮৪৫ ইং) : আত্ব ত্বাবক্বাতুল কুবরা, বয়রুত, লেবানন, দারে ছদীর।

২৬. সা'ঈদ বিন মানসূর : আবু ওসমান খোরাসানী (২২৭ হি.) : আস্-সুনান, ভারত, দারুস্ সালাফিয়া, ১৪০৩ হি.।

২৭. ইবনে আবী শায়বা : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি. / ৭৭৬-৮৪৯ ইং) : আল মুসান্নাফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।

২৮. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : মুসনাদুশ শামিয়্যিন, বয়রুত, লেবানন, মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।

২৯. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি./ ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল আওসাত, দারুল হারামাইন, কায়রু, মিশর।

৩০. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুস সগীর, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ ইং।

৩১. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল কাবীর, মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।

৩২. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : তারিখুল উমুমি ওয়াল মুলুক, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.।

৩৩. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : জা'মিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৩৪. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি. / ৮৫৩-৯৩৩ ইং) শরহু মা'আনিল আসার, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রকাশ. ১৩৯৯ ইং।

৩৫. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি. ৮৫৩-৯৩৩ ইং), মাশ্‌কালুল আসার, হায়দারাবাদ, ভারত, মাতবুআয়ে মজলিসে দায়েরা আল মা'আরিফ আন-নিযামিয়া, ১৩৩৩ হি. / বয়রুত, লেবানন, দারুস সাদর।

৩৬. তায়ালসী : আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি / ৭৫১-৮১৯ ইং), আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।

৩৭. ইবনে আবী আসেম : আবু বকর আহমদ ইবনে 'আমর দাহ্‌হাক ইবনে মুখাল্লাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. / ৮২২-৯০০ ইং) : আল আহাদ ওয়াল মাছানী, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল রিয়াইয়িয়া, ১৪১১ হি. / ১৯৯১ ইং।

৩৮. ইবনে আবী আসেম : আবু বকর আহমদ ইবনে 'আমর দাহ্হাক ইবনে মুখাল- াদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. / ৮২২-৯০০ ইং) : আস্ সুন্নাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৪০০ হি.।

৩৯. ইবনে আবদুল বার্ : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : আল ইসতিয়াবু ফী মা'আরিফাতিল আসহাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল।

৪০. ইবনে আবদুল বার্ : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : আত-তামহীদ, মাগরীব (মারক্কো) ওয়াজরাতু উমুল আওকাফ, ১৩৮৭ হি.;

৪১. ইবনে আবদুল বার্ : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : জামি'উল বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলি, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৩৯৮ হি. / ১৯৭৮ ইং।

৪২. আবদু ইবনে হুমাইদ : আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কাসী (২৪৯ হি. / ৮৬৩ ইং) : আল মুসনাদ, কায়রো, মিশর, মাকতুবাতুস সন্নাহ, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ ইং।

৪৩. 'আবদুর রায্যাক : আবু বকর ইবনে হুম্মাম ইবনে নাফে' সুনআনী (১২৬-২১১ হি. / ৭৪৪-৮২৬ ইং) : আল-মুসান্নাফ, বয়রুত, লেবানন, আল মাকতুবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

৪৪. আবদুল্লাহ বিন মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদ্বেহ আল মারওয়াযী (১১৮-১৮১ হি./৭৩৬-৭৯৮ ইং) কিতাবুয যুহদ, বয়রুত,লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৪৫. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : আল-ইসাবাতু ফী তামীযিস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং।

৪৬. ইবনে কানে'ঈ : আবুল হোসাইন আব্দুল বাকী (২৬৫-৩৫১ হি.) : মু'জামুস সাহাবা, মদীনা, সৌদি আরব, মাকাতাবায়ে গুরবা আল-আসারিয়া, ১৪১৮ হি.।

৪৭. কাদ্বায়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে জা'ফর (৪৫৪ হি.) : মুসনাদুশ শিহাব, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৭ হি.।

৪৮. ইবনে মাযাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ কাযভীনি (২০৯-২৭৩ হি. / ৮২৪-৮৮৭ ইং) : আস্ সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহ্ইয়াইল কুতুব আরাবিয়্যাহ।

৪৯. মালেক : ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবী 'আমর ইবনে হারেছ আসবাহী (৯৩-১৭৯ হি. / ৭১২-৭৯৫ ইং) : আল মুআত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহইয়াউত আত তুরাসূল আরবিয়্যাহ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৫ খ্রিঃ।

৫০. মুহাম্মদ শায়বানী : আবু আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে ফিরকাদ কুফী (১৩২-১৮৯ হি.) : কিতাবুল আসার, করাচী, পাকিস্ড়ান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি.;

৫১. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি. / ৭২১-৮৭৫ ইং) : আস-সহীহ, বয়রুত, লেবানন, দার ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৫২. মুনযিরী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'দ (৫৮১-৬৫২ হি. / ১১৮৫-১২৫৮ ইং) তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.।

৫৩. নাসায়ী : আহমদ ইবনে মাআ'ঈব (২১৫-৩০৩ হি. / ৮৩০-৯১৫ ইং) : আস-সুনান, হালব, শাম, মাকতুবুল মাতবু'আত, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।

৫৪. আবূ নুয়াইম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি. / ৯৪৮-১০৩৮ ইং) : হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং;

৫৫. হিন্দি : হুসামুদ্দীন, আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী (৯৭৫ হি.) : কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।

৫৬. হাইসামী : আবুল হাসান নূর দ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাযমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ ইং।

৫৭. হাইসামী : আবুল হাসান নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাওয়ারিদুয জামআন ইলা

যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৫৮. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং) আল-মুসনাদ, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত্ তুরাস, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।

৫৯. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং) : আল মু'জাম, ফয়সালাবাদ, পাকিস্ড়ান, ইদারাতুল 'উলুম আল আসারিইয়া, ১৪০৭ হি.।

৬০. আবু ইউসূফ : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে আনসারী (১৮২ হি.) : কিতাবুল আসার, সানগালা হাল, শেখপুরা, পাকিস্ড়ান, আল মাকতাবুল আসারিয়া / বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

৬১. শাফেয়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফেয়ী কারশী (১৫০-২০৪ হি. / ৭৬৭-৮১৯ ইং) : আল-মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

৬২. সীরাজী : আবু বকর আহমদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা (৪০৭ হি.) : আল-আলকাব।

৬৩. খতিব তিবরিযি: মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতিব ওয়ালী উদ্দিন তিবরিযি (ওফাত. ৭৪১ হি.): মিশকাতুল মাসাবীহ: মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৯৮৫ খৃ.

-ঃ শরহে হাদিস গ্রন্থ ঃ-

৬৪. বদরুদ্দীন আইনী : আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা ইবন আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইউসূফ ইবনে মাহমুদ (৭৬২-৮৫৫ হি. / ১৩৬১-১৪৫১ ইং) : 'উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।

৬৫. জুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে দআল-ওয়ান মিসরী, আযহারী মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি. / ১৬৪৫-১৭১০ ইং) : শরহুল মু'আত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি.।

৬৬. সুয়ূতি : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি. / ১৪৪৫-১৫০৫

ইং) : শরহুস সুনান ইবনে মাযাহ, করাচী, পাকিস্ড়ান, ক্বদীমি কুতুবখানা।

৬৭. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : ফাতহুল বারী বি শরহে সহীহুল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।

৬৮. কাস্তাল্লানী : আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (৮৫১-৯২৩ হি. / ১৪৪৮-১৫১৭ ইং) : ইরশাদুস্ সারী শরহু সহীহিল বুখারী< বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩০৪ হি.।

৬৯. মুবারকপুরী : আবুল 'উলা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম (১২৭৩-১৩৫৩ হি.) : তুহফাতুল আহ্ওয়াযী বি শরহে জামে'উত তিরমিযী, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৭০. মোল্লা আলী ক্বারী : নুরুদ্দীন ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারভী হানাফী (১০১৪-১২০৬ ইং) : মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাফাতিহ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২২ হি.।

৭১. মানাভী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি. / ১৫৪৫-১৬২১ ইং) : ফয়জুল কাদির শারহিল জামেউস সগীর, মিশর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

৭২. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুরী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুম'আহ ইবনে হাযাম (৬৩১-৬৭৭ হি. / ১২৩৩-১২৭৮ ইং) : শরহুন নববী আলা সহীহিল মুসলিম, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

-ঃ ফিক্হ ঃ-

৭৩. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (ওফাত. ১২৫২ হি.) : রুদ্দুল মুখতার আ'লা দুররুল মুখতার, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, দ্বিতীয় প্রকাশ. ১৪১২ হি.

৭৪. ইবনুল হাজ্ব: আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব মালেকী (৭৩৭ হি.): আল-মাদখাল, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৭৫. সুয়ূতি: ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতি (৯১১ হি.): আল-হাভীলিল ফাতওয়া: দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০ হি.

৭৬. মিযানুল কোবরা: ইমাম আবদুল ওহ্হাব বিন আহমদ বিন আলী আহমদ শা'রানী (ওফাত. ৯৭৩ হি.): মুস্তাফা আলবাব, মিশর।

৭৭. ফাতওয়ায়ে হাদিসিয়্যাহঃ শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজার হাইতামী (ওফাত. ৯৭৪ হি.)ঃ দারু ইহইয়াউশ তুরাসূল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯ হি.

৭৮. হাশীয়ায়ে শালবিয়্যাহঃ আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ শালবী (ওফাত. ১০২১ হি.), দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৭৯. দুররুল মুখতারঃ আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (ওফাত. ১০৮৮ হি.)ঃ দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০ হি.

৮০. ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ আল্লামা হুমাম মাওলানা শায়খ নিযামুদ্দীন বলখী (ওফাত. ১৪০৩ হি.)ঃ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৮১. ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (ওফাত. ১৩৪০ হি.), রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর, পাকিস্তান।

৮২. বাহারে শরীয়তঃ মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী (ওফাত. ১৩৬৭ হি.)ঃ মাকতাবাতে রযভিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান।

-ঃ আসমাউর রিজাল ঃ-

৮৩. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাক্বরীবুত তাহযীব, শাম, দারুর রশীদ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।

৮৪. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাহযীবুত তাহযীব, দায়েরাতুল মা'রিফ, নিযামিয়া, ভারত, ১৩২৬ হি.

৮৫. মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি. / ১২৫৬-১৩৪১ ইং) : তাহযিবুল কামাল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৮৬. যাহাবীঃ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : মিযানুল ই'তিদাল, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ, ১৩৮২ হি.

৮৭. মুগলতাঈঃ মুগলতাঈ ইবনে কুলাইজ ইবনে আব্দুল্লাহ বাকজিরী মিশরী হানাফী, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, আল-ফারুকুল হাদিসিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৮৮. যাহাবীঃ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : তারিখুল ইসলাম, দারুল গুরাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ, প্রকাশ. ২০০৩ খৃ.

৮৯. নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.) : সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বআহ, দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদিআরব, প্রকাশ. ১৪২০ হি.

৯০. নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.) : ইরওয়াউল গালীল, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

সমাপ্ত